বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

প্রকাশকাল

আগস্ট, ২০১৯ খ্রিঃ

মুদ্রণ

প্রেসের নাম

গ্রন্থস্বত্ব

© বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ২০১৯

পল্লী ভবন

৫ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

"বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশে পাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার- আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।

আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেক সাধারণ মানুষের এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহীদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অ শ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে।"

৩ জুন, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণ হতে উদ্ধৃতি।

.

- বাংলাদেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিক্ষরতামুক্ত একটি সমৃদ্ধশালী দেশে রূপান্তরিত করার লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমেই আমরা ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালন করতে চাই।
- অমিত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। বিশ্বের বুকে একটি গতিশীল অর্থনীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার মত সব উপায় ও উপকরণ আমাদের রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা।
- এ সুন্দর পৃথিবীকে দারিদ্র্য ও বঞ্চণার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে আমাদের সকলের ঐক্য ও যৌথ প্রচেষ্টা একান্ত আবশ্যক।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।

বাণী

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সদ্য স্বাধীন দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ''সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি''-এর আওতায় বঙ্গবন্ধু দ্বি-স্তর সমবায়ভিত্তিক যে আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তারই ধারাবাহিকতায় পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের রূপকল্প : ২০২১ এর অন্যতম লক্ষ্য পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসেবে বিআরডিবি এ লক্ষ্য অর্জনে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র, মাঝারি ও প্রান্তিক কৃষক এবং বিত্তহীন জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে স্থানীয়ভাবে সংগঠিতকরণ, নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ, নিজস্ব মূলধন গঠন, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, উৎপাদনে টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণসহ বিআরডিবি'র বহুমুখী কার্যক্রম প্রশংসিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্তির লক্ষ্যে বিআরডিবিকে অধিকতর শক্তিশালীকরণ এবং এর কার্যক্রমের পরিধি আরও সম্প্রসারণ , সর্বোপরি ২০৪১ এর মধ্যে উন্নত দেশ গঠনের জন্য আমরা বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিআরডিবি'র সহায়তায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত " গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পসহ" মোট ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হ চ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত "আমার বাড়ি, আমার খামার " প্রকল্প বাস্তবায়নেও বিআরডিবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিআরডিবি'র সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার **'আমার গ্রাম-আমার শহর'** এর ধারণা বাস্তবায়ন সহজতর হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বার্ষিক প্রতিবেদ নে একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সামগ্রিক চিত্র প্রতিফলিত হয়। বিআরডিবি কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি এ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আগ্রহী সকলকে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করবে। আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

স্বপন ভট্টাচার্য, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) বা "দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থা" এর সফলতার প্রেক্ষাপটে পল্লী উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং তাঁর নির্দেশে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি)'কে সারা দেশে সম্প্রসার ণ করা হয়। দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আইআরডিপি -এর কার্যকারিতাদৃষ্টে পল্লী উন্নয়ন ও দারি দ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রথাগত সমবায়ের বিকল্প হিসেবে দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থাকে প্রত্যাশিত কর্মকৌশলরুপে গ্রহণ গ্রহণ করা হয়। আইআরডিপি'র মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে Multi Dimensional and Multi Sectoral Strategy গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে এটি কৃষি উৎপাদনে বিভিন্ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি অকৃষি খাতের উন্নয়নে ও দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। ২০১০ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) কর্তৃক সম্পাদিত সমীক্ষায় জিডিপি'তে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩% মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার ঘোষণা দিয়েছেন। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য এখনও দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকা জনগণকে দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে। আর এ লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নে নিয়োজিত এ প্রতিষ্ঠানকে ব্যাপকতর ভূমিকা গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিআরডিবি'র বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের নেপথ্যে যাঁরা ভূমিকা রেখেছেন আমি তাঁদের সানন্দ অভিনন্দন জানাই। আমি মনে করি এ প্রতিবেদনে বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রমের অগ্রগতি র বিবরণ বিস্তৃত আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতিবেদনটি পল্লী উন্ন য়নের ধারণা ও অনুশীলনের সাথে জড়িত সকলের জন্য সহায়ক হবে। প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতাকে জনগণের সমক্ষে প্রকাশের এ উদ্যোগ নিয়মিত প্রয়াস হিসেবে অব্যাহত থাকবে, আমি একান্তভাবে এ প্রত্যাশা পোষণ করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
জয় হোক পল্লীর মেহনতি মানুষের
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

স্বপন ভট্টাচার্য, এমপি

মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম অঙ্গীকার। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গ্রামীণ জনগণের আর্থ -সামাজিক উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্বি-স্তর সমবায় তথা কুমিল্লা পদ্ধতির সমবায় ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশকের উর্ধকাল ধরে দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন মাত্রায় সেবা প্রদান করে আসছে। বিআরডিবি'র কার্যক্রমের অন্যতম কৌশল হলো পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক, বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদেরকে সমবায় সমিতি এবং অনানুষ্ঠানিক দলের মাধ্যমে সংগঠিত করে পুঁজি গঠন, আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই প্রযুক্তি হস্তান্তর ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ সাধন।

বিআরডিবি সত্তরের দশক থেকে দেশের পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিকভাবে দ্বি-স্তর বিশিষ্ট কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে সময়ের প্রয়োজনে দ্বি-স্তর সমবায়ের পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক দলীয় কার্যক্রম চালু করে। একই সাথে বিআরডিবি ব্যাংক অর্থায়িত কৃষি ঋণের পাশাপাশি সরকারের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখে। বিআরডিবি বর্তমানে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান। সরকারের ৭ম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র্য বিমোচনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের লক্ষ্য ১ ও ২-এ ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্রের সীমা শূন্যতে নামিয়ে আনা এবং পৃথিবী ক্ষুধামুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বিআরডিবি নিজ পরিসরে বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এভাবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্যমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত, সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিআরডিবি অব্যাহত ভূমিকা ও অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ একটি নিয়মিত কার্যক্রম। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার

মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার
মহাপরিচালক
[সচিব]
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

১৯৬৫-১৯৬৯ সময়কালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লায় একটি সারথি প্রকল্পের (Pilot Project) আকারে বহুমাত্রিক পল্লী উন্নয়ন উদ্যোগের সূচনা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে এ উদ্যোগকে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে দেশব্যাপী প্রবর্তন করেন। এরই ক্রমধারায় ১৯৮২ সালে একটি অধ্যাদেশ মূলে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়। সেই থেকে বিআরডিবি পল্লীর জনগণ ও জনপদের উন্নয়নকল্পে 'বীজ-সার-সেচ' প্রযুক্তির সমন্বয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আয়-সঞ্চারী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্ম সৃজন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে আসছে।

বর্তমান সরকার পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প ২০২১-এর আলোকে গৃহীত হয়েছে প্রথম পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)। বিআরডিবি এ বৃহত্তর পরিকল্পনার আওতায় গৃহীত ৬ষ্ঠ ও ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আঙ্গিকে নিজস্ব কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। সরকার যেমন এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (২০১৬-২০৩০)-এর সাথে সঙ্গতি রেখে পরিকল্পনা দলিলগুলো বিন্যাস করেছেন, বিআরডিবি'র কার্যক্রমেও এ লক্ষ্যসমূহ প্রতিফলিত হচ্ছে। সরকার অন্যদিকে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প-২০৪১-এর আলোকে পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এর আঙ্গিকে প্রণীত হতে যাচ্ছে ৮ম ও ৯ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। বিআরডিবি এ পরিকল্পনা প্রক্রিয়া নিবিড়ভাবে অনুসরণ করছে এবং ইতোমধ্যে গৃহীত এ বোর্ডের ৩ (তিন)টি প্রকল্প ও ১৫ (পনর)টি কর্মসূচি পরিচালনায় দারিদ্র্যের মানচিত্র (Poverty Mapping) এবং দারিদ্র্য নিরূপণের (Poverty Tracking) উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনার আওতায় ৮ম ও ৯ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণকালে বিআরডিবি এমন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করবে যা হবে এ পরিকল্পনার বিষয়গত অভিনিবেশের (Thematic Thrust) সাথে বহুলাংশে প্রাসঙ্গিক।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গণতান্ত্রিক সরকার ২০১৮ সনে "সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ" শীর্ষক যে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন, বিআরডিবি উদ্ভাবনশীল উদ্যোগের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশেষ করে, প্রত্যন্ত পল্লী এলাকায় নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাচ্ছল্য পৌঁছে দেয়ার জন্য সরকার এ ইশতেহারে "আমার গ্রাম-আমার শহর"-এর যে ধারণা ব্যক্ত করেছেন, তার রূপায়নে বিআরডিবি বিদ্যমান প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের কার্যক্রম পুণর্বিন্যাস ও নতুন প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহের একীকরণ ও সমন্বয় বিআরডিবি'র সাম্প্রতিক কার্যক্রমে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বিআরডিবি'র কর্মীরা গণতান্ত্রিক সরকারের ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে গভীর আগ্রহ ও নিষ্ঠার সাথে স্ব স্ব কর্মপরিসরে ভূমিকা রেখে চলেছেন। মহান জাতীয় সংসদে গৃহীত বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮-এর আলোকে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি'র কর্মীরা তাঁদের কাজে নতুন মাত্রা যুক্ত করতে পারবেন বলে আমি দৃঢ় মত পোষণ করি। বিশেষ করে, পল্লী উন্নয়ন দল গঠনের মাধ্যমে মানব সংগঠন সৃজন ও এর কর্মপরিধিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার প্রয়াসে তাঁরা কার্যকর ভূমিকা রাখবেন; ঐকান্তিকভাবে আমি এ আশা পোষণ করি।

বিআরডিবি'র ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এ প্রতিবেদনে বিবেচ্য অর্থ বছরের সার্বিক কার্যক্রম ও অর্জনের তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে । প্রকাশনাটি জনসমক্ষে বিআরডিবি'র কার্যক্রম যথার্থভাবে উপস্থাপন করবে এবং তা আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট সমাদৃত হবে বলে আমি মনে করি । প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার

‘দ্বি-স্তর’ সমবায় পদ্ধতির প্রবর্তক ড. আখতার হামিদ খান

- সমবায় নামটি গরীবদের রক্ষা করবে, তাদের বাঁচিয়ে দিবে, তাদের অবস্থা ভাল করে দেবে
- অর্থ নয় মানুষই দেশের প্রকৃত সম্পদ, মানুষের হাত দিয়ে টাকা তৈরি হয়। তাই দেশ গঠনের জন্য সকলের আগে চাই উপযুক্ত মানুষ
- গরীব মানুষের উন্নতি হবে গরীব মানুষের চেষ্টায়, অপরের সাহায্য বা সরকারের দান খয়রাতে নয়, ভিক্ষা নিয়ে বেঁচে থাকা ভিখারীদের নিয়ম,ওটা ধ্বংসের নীতি
- গরীব কৃষক ও শ্রমিকের বাঁচার উপায় সঞ্চয়, বহু গরীব মিলিত হয়ে নিজেদের সঞ্চিত টাকায় গ্রামে গ্রামে ব্যাংক গড়ে তুলতে হবে
- কোন দেশের উন্নতি সরকারি খয়রাতে হয় না, ভিক্ষাতে হয় না, যখন দেশের লোক নিজেরা চেষ্টা করে তখন সেখানে উন্নতি হয়
- নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে কাজ করাই শান্তির পথ

সম্পাদনা ও প্রকাশনা পরিষদ

উপদেষ্টা পর্ষদ

প্রধান উপদেষ্টা

মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার
মহাপরিচালক

উপদেষ্টাবৃন্দ

মো. হাসানুল ইসলাম, এনডিসি
পরিচালক (প্রশাসন)

মো. নিজাম উদ্দিন
পরিচালক (অর্থ)

মো. ইসমাইল হোসেন
পরিচালক, পরিকল্পনা (অঃ দাঃ)

মো. মাহমুদুল হোসাইন খান
পরিচালক (সরেজমিন)

মো. ইসমাইল হোসেন
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

সম্পাদনা পর্ষদ

আহবায়ক

মো. হাসানুল ইসলাম, এনডিসি
পরিচালক, পরিকল্পনা (প্রতিকল্প)

সদস্যবৃন্দ

মোঃ শহীদুল ইসলাম, উপপরিচালক (মনিটরিং)
মোঃ কামরুজ্জামান, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
আক্কাছ আলী, উপপরিচালক (জনসংযোগ ও সমন্বয়)

সদস্য-সচিব

মোঃ সাজেদুল ইসলাম
উপপরিচালক (গবেষণা ও মূল্যায়ন)

কর্মসহযোগী

মোঃ শরিফুল ইসলাম, গবেষণা অনুসন্ধানকারী, গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা
লতিফা খাতুন, স্টেনো টাইপিস্ট কাম-কম্পিউটার অপারেটর, গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা।

শব্দ সংক্ষেপ

আইআরডিপি	ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি)
আইএমইডি	ইমপ্লিমেন্টেশন, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ডিভিশন (বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ)
আরএলএফ	রিভলবিং লোন ফান্ড (ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল)
আরডিপিপি	রিভাইজড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট প্রোপোজাল (সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা)
আরটিপিপি	রিভাইজড্ টেকনিক্যাল প্রোজেক্ট প্রোপোজাল (সংশোধিত কারিগরী প্রকল্প প্রস্তাবনা)
আরএডিপি	রিভাইজড অ্যানুয়েল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা)
আরডিসিডি	রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেটিভ ডিভিশন (পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ)
আরএলপি	রুরাল লাইভলিহুড প্রোজেক্ট (পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প)
আইজিএ	ইনকাম জেনারেটিং একটিভিটিস
ইউসিসিএম	ইউনিয়ন কোঅর্ডিনেশন কমিটি মিটিং (ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা)
ইউসিসিএ	উপজেলা সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভস এসোসিয়েশন (উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি)
ইউবিসিসিএ	উপজেলা বিত্তহীন সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভস এসোসিয়েশন (উপজেলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি)
ইউএনডিপি	ইউনাইটেড নেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি)
এডিপি	অ্যানুয়েল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি)
এলজিআরডিএন্ডসি	লোকাল গভর্ণমেন্ট, রুরাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড কোঅপারেটিভস (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়)
এমআইএস	ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি)
এমডিজি	মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা)
এনজিও	নন গভর্ণমেন্ট অর্গানাইজেশন (বেসরকারি প্রতিষ্ঠান)
এনআরডিপি	নোয়াখালী রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট (নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প)
এফএও	ফুড এন্ড এগ্রিকালচারাল অর্গানাইজেশন (জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা)
এটুআই	একসেস টু ইনফরমেশন
এজিএম	অ্যানুয়েল জেনারেল মিটিং (বার্ষিক সাধারণ সভা)
এমটিবিএফ	মিড টার্ম বাজেটারি ফ্রেমওয়ার্ক (মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো)
কেএসএস	কৃষক সমবায় সমিতি
জিওবি	গভর্ণমেন্ট অব বাংলাদেশ (বাংলাদেশ সরকার)
জাইকা	জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাপান আন্তর্জাতিক সহায়তা সংস্থা)
জিপিএফ	জেনারেল প্রোভিডেন্ট ফান্ড (সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল)
জিসি	ভিলেজ কমিটি (গ্রাম কমিটি)
টিপিপি	টেকনিক্যাল প্রোজেক্ট প্রোপোজাল (কারিগরী প্রকল্প প্রস্তাবনা)
টিটিডিসি	থানা ট্রেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র)
ডিপিপি	ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট প্রোপোজাল (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা)
ডব্লিউএইচও	ওয়াল্ড হেলথ্ অর্গানাইজেশন (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)
পদাবিক	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি
পিআরডিপি	পার্টিসিপেটরি রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট (অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প)
বিআইডিএস	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বাংলাদেশ গবেষণা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান)
বিআরডিবি	বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড)
বার্ড	বাংলাদেশ একাডেমী ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী)
বিআরডিটিআই	বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (বাংলাদেশ পল্লী উন্নযন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট)
মবিকেউস	মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি
সিডিএফ	কোঅপারেটিভস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড
সিডা	সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সুইডিস আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা)
সদাবিক	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি
এএআরডিও	আফ্রো এশিয়ান রুরাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন
পজীক	পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি
ইরেসপো	ইন্ডিগ্রেটেড রুরাল এ্যামপ্লয়েমেন্ড সাপোর্ট প্রজেক্ট ফর পুওর ওম্যান
আরডিএ	রুরাল ডেভলপমেন্ট একাডেমি
টিকিউএম	টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট
সিভিডিপি	কমপ্রিহ্যেন্সিভ ভিলেজ ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম
পিইপি	প্রোডাকটিভ ইমপ্লেয়মেন্ট প্রোগ্রাম
বিপিএটিসি	বঙ্গবন্ধু পোভার্টি এলিভিয়েশন ট্রেনিং কমপ্লেক্স
নায়েম	ন্যাশনাল একাডেমি ফর এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট
পিডিএস	পার্সোনাল ডাটা সিট
এফডব্লিওইপি	ফ্যামিলি ওয়েল ফেয়ার এডুকেশন প্রজেক্ট
আরপিসিপি	রুরাল পুওর কো-অপারেটিভ প্রজেক্ট
কোইকা	কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কোপারেশন এজেনসি
ডানিডা	

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং	ক্রনং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	বিআরডিবি'র পরিচিতি	১২	১৩.১	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	৪৩
২	ভিশন ও মিশন	১৪	১৩.১.১	বিআরডিটি আই, সিলেট	৪৪
৩	প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	১৫	১৩.১.২	নোয়াখালী ট্রেনিং সেন্টার	৪৬
			১৩.১.৩	ডাব্লিউটিসি, টাঙ্গাইল	৪৬
৪	সাংগঠনিক কাঠামো	১৬	১৪	মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম	৪৭
৪.১	সদর দপ্তর	১৬	১৪.১	মানব সংগঠন ও সদস্য অর্ন্তভূক্তি	৪৮
৪.২	জেলা দপ্তর	১৬	১৪.২	মূলধন গঠন	৪৯
৪.৩	উপজেলা দপ্তর	১৬	১৪.৩	ঋণ সহায়তা	৫০
৪.৪	অর্গানোগ্রাম	১৭	১৪.৪	সম্প্রসারণ কার্যক্রম	৫১
৫	এক নজরে বিআরডিবি	১৮	১৪.৫	নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি	৫২
৬	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	১৯	১৪.৬	কৃষি প্রযুক্তি উন্নয়নে সেচ ব্যবস্থাপনা	৫৪
৭	বিভাগীয় কার্যক্রম	২১	১৪.৭	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৫৫
৮.১	মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর	২২	১৫	এডিপি	৫৬
৮.২	জনসংযোগ শাখা	২২	১৫.১	এডিপি অগ্রগতি	৫৭
৯	প্রশাসন বিভাগ	২৩	১৫.২	উদকনিক	৫৮
৯.১	পার্সোনেল শাখা	২৩	১৫.৩	পিআরডিপি-৩	৬০
৯.১.১	পেনশন উপশাখা	২৬	১৫.৪	গাইবান্ধা	৬২
৯.১.২	শৃঙ্খলা উপশাখা	২৬	১৬	সিভিডিপি	৬৪
৯.২	সাধারণ পরিচর্যা শাখা	২৬	১৭	প্রকল্প পরিচালক/নির্বাহী পরিচালকের মাধ্যমে পরিচালিত কর্মসূচি	৬৬
৯.২.১	যানবাহন উপশাখা	২৬	১৭.১	পদাবিক	৬৭
৯.২.২	বিআরডিবি'র স্থাবর সম্পদ	২৬	১৭.২	পল্লী প্রগতি কর্মসূচি	৬৮
১০	অর্থ বিভাগ	২৮	১৭.৩	পিইপি	৬৯
১০.১	বাজেটশাখা	২৮	১৭.৪	পজীক	৭০
১০.২	হিসাব শাখা	২৮	১৭.৫	ইরেসপো	৭১
১০.৩	নিরীক্ষা শাখা	২৯	১৮	দারিদ্র্য জয়ের গল্প	৭৩
১১	সরেজমিন বিভাগ	৩০	১৯	বিআরডিবির কার্যক্রম মূল্যায়ন	৭৯
১১.১	সিসিএম অনুবিভাগ	৩০	২০	গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার	৮০
১১.১.১	সমবায় শাখা	৩০	২১	বিপণণ ও সংযোগ সৃষ্টি	৮১
১১.১.২	ঋণ শাখা	৩০	২১.১	কারুপল্লী	৮১
১১.১.৩	বাজারজাতকরণ শাখা	৩১	২১.২	উদকনিক বিক্রয় কেন্দ্র	৮৪
১১.১.৩.১	বীরমুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিঃ ও আত্মঃ	৩১	২২	অবলুপ্ত কিন্তু নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কর্মসূচি'র তালিকা	৮৩
১১.১.৩.২	আদর্শগ্রাম-২	৩১	২৩	বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচির তালিঃ	৮৪
১১.১.৪	সেচ শাখা	৩১	২৪	সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা	৮৫
১১.১.৪.১	পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প	৩১	২৫	গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর	৮৮
১১.১.৫	পরিদর্শন শাখা	৩১	২৬	জাতীয় দিবসের ছবি	৯২
১১.২	সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগ	৩২	২৭	বিআরডিবি'র কার্যক্রমের স্থির চিত্র	৯৩
১১.২.১	সম্প্রসারণ শাখা	৩২			
১১.২.১.১	সদাবিক	৩২			
১১.২.১.২	গুচ্ছগ্রাম	৩২			
১১.২.২	বিশেষ প্রকল্প শাখা	৩২			
১১.২.২.১	মবিকেউস	৩২			
১১.২.২.২	দুপউস	৩৩			
১১.২.২.৩	দুএদাবি	৩৩			
১১.২.২.৪	গ্রামউক	৩৩			
১১.২.২.৫	গ্রামউসক	৩৩			
১১.৩	মউ অনুবিভাগ	৩৩			
১১.৪	এক নজরে সরেজমিন বিভাগের কার্যক্রম	৩৩			
১২	পরিকল্পনা বিভাগ	৩৫			
১২.১	পরিকল্পনা শাখা	৩৫			
১২.২	গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা	৩৬			
১২.২.১	লাইব্রেরী উপশাখা	৩৬			
১২.৩	মনিটরিং শাখা	৩৬			
১২.৪	প্রোগ্রামিং শাখা	৩৭			
১২.৫	নির্মাণ শাখা	৩৭			
১২.৬	বিআরডিবি'র আইসিটি	৩৮			
১৩	প্রশিক্ষণ বিভাগ	৪১			

১. বিআরডিবির পরিচিতি

১.১ সময়ের পরিক্রমায় বিআরডিবি

ষাটের দশকের শেষ ভাগে গ্রামীণ জনশক্তিকে সংগঠিত করে উন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক কৃষি পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ড. আখতার হামিদ খান বিশ্ব নন্দিত 'কুমিল্লা মডেল' প্রবর্তণ করেন। কুমিল্লা মডেলের অন্যতম প্রধান অঙ্গ 'দ্বি-স্তর সমবায়' পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে ১৯৭০-১৯৭১ সনে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) জাতীয়ভাবে চালু করা হয়। ১৯৭২ সালে জাতির জনক **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** এর নির্দেশে কৃষকের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে 'আইআরডিপি' সম্প্রসারিত করা হয়। সদ্য স্বাধীন দেশে আইআরডিপি গৃহীত কার্যক্রম খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। ১৯৭১ সনে যাত্রা শুরুর পর এর সফলতা লক্ষ্য করে পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে আরো গতিশীল করার জন্য ১৯৭৩ সনে আইআরডিপিকে 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা' নামে সরকারের একটি উন্নয়ন সংস্থায় রূপান্তর করা হয়। কিন্তু কুমিল্লা মডেলের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে এবং আরোও অধিকতর পাইলটিং না করে কর্মসূচিটিকে সংস্থায় রূপান্তর করা সমীচীন হবেনা মর্মে দাতাদের পরামর্শের ভিত্তিতে দশ মাস পর বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থার বিলুপ্তি ঘটিয়ে আইআরডিপি পুনর্বহাল করা হয়।

বিআরডিবি থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর হোগলা পাতার পাটি তৈরি করছেন একজন বিত্তহীন মহিলা সদস্যা (আরডি-১২)

সত্তর দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের **'দ্বি-স্তর'** সমবায় পদ্ধতিতে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ , পুঁজি গঠন, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, ঋণ সহায়তা, কৃষি প্রযুক্তি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দিকে অগ্রসর করে। কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি আইআরডিপি উন্নয়নের স্রোতধারায় মহিলাদের সম্পৃক্তকরণের জন্য ১৯৭৫ সালে 'মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি' ও বেকার যুবকদের সৃজনশীল সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরের জন্য ১৯৭৮ সালে 'যুব উন্নয়ন কর্মসূচি' চালু করে। আইআরডিপির সফলতা মূল্যায়ন করে পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল করার জন্য ১৯৮২ সালে আইআরডিপিকে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বোর্ডে রুপান্তর করা হয় যা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) নামে পরিচিত।

টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মহিলা সমবায়ী প্রশিক্ষণার্থীগণ শাড়ীতে এম্বোয়ডারী কাজ করছেন (মহিলা কর্মসচি)

আশি ও নব্বই দশকে সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হিসেবে সেচযন্ত্র বিতরণ এবং সমবায়ের আওতায় সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটায়। পাশাপাশি আশির দশকে বিআরডিবি তার কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়ন করে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি 'অনানুষ্ঠানিক দল' এর মাধ্যমে পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্য হ্রাস , মহিলা উন্নয়ন, যুব

উন্নয়ন, গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশসাধনসহ বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। এসময় বিআরডিবি সিডা , ডানিডা, ইউকে, এডিবি, ইউনিসেফ, ইফাদ, ফাও, বিশ্বব্যাংক, নোরাড, ইউএনডিপি, জাইকাসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা বিআরডিবির সাথে উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে কাজ করে।

১৯৯১ সালে তৎকালীন সরকার ৫০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ করলেও দেশের সকল কৃষিঋণ গ্রহিতার মতো বিআরডিবির সমবায়ী সদস্যবৃন্দ ঘোষণা অনুযায়ী কৃষিঋণ মওকুফ সুবিধা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে কৃষকগণ সমবায়ী কার্যক্রমে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে ইতঃপূর্বে গৃহীত ঋণ পরিশোধের উপর। এর প্রভাবে অধিকাংশ ইউসিসিএ ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় সার্বিকভাবে সমবায় কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। অন্যদিকে সরকার প্রাইভেট সেক্টরকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সেচযন্ত্র বাজারজাতকরণ বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। ফলে বিআরডিবি-বিএডিসি-ব্যাংক এর সম্মিলিত উদ্যোগে সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়।

উল্লেখ্য দ্বিস্তর সমবায়ের আওতায় তদারকি ঋণের পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে বিআরডিবি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে নারী উন্নয়নে ঋণ সেবা চালু করে। পরবর্তীতে নব্বই দশকে বিআরডিবি বিভিন্ন প্রকার দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করে। ২০০৩-০৪ অর্থবছর হতে সরকার কর্তৃক আবর্তক (কৃষি) ঋণ খাতে মঞ্জুরী প্রদত্ত ৩২০.০০ কোটি টাকায় বিআরডিবি ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। তৎপরবর্তীকাল থেকে বিআরডিবি সরকারি পর্যায়ে বিতরণকৃত ক্ষুদ্রঋণের সিংহভাগ বিতরণ করে আসছে। এছাড়াও ক্ষু দ্রঋণ সেবা প্রদানকারী সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিআরডিবি অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান।

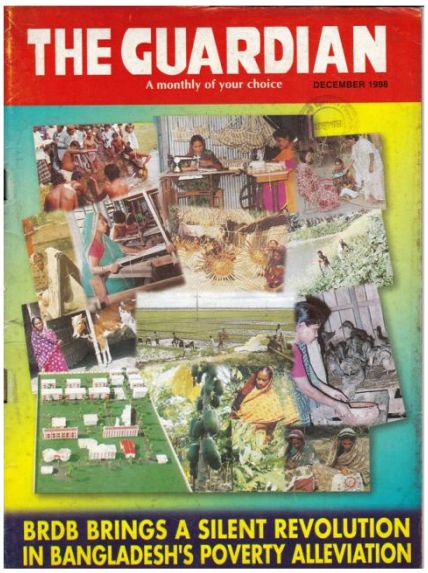

১৯৯৮ সালে প্রকাশিত The Guardian পত্রিকার পৃষ্ঠা।

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি , আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন , মহিলা উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিআরডিবি সরকারি ও দাতা সংস্থার অর্থায়নে এ পর্যন্ত ১১৮ টি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে বিআরডিবির নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ০ ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়না ধীন রয়েছে।এছাড়াও বিআরডিবি ২৯টি উপজেলায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে বাস্তবায়নাধীন সিভিডিপি প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত বিআরডিবি প্রায় ৫৫৮৭ লক্ষ গ্রামীণ পুরুষ - মহিলাকে ১.৮০ লক্ষ সমিতি/দলের মাধ্যমে সংগঠিত করে। একই সময়ে সংগঠিত সমিতি/দলসমূহে বিআরডিবি ৭৮৭.০৮ কোটি টাকা মূলধন গঠন, ১৬৮০৪.৫৮ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান, ১৮৩৬০টি গভীর নলকূপসহ ৩.৫৫ লক্ষ বিভিন্ন প্রকার সেচযন্ত্র সরবরাহ ৩৮.৩৩ লক্ষ উপকারভোগীকে দক্ষতা ও মানবিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

১৯৮৬-১৯৯৫ মেয়াদে বিআরডিবি, বার্ড, আরডিএ, বিএইউ, জাইকা ও জাপানের কিয়োটা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে পল্লী উন্নয়নে 'লিংক মডেল' নামে একটি টেকসই উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন করে বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া সরকারের অগ্রধিকার প্রকল্প 'একটি বাড়ি একটি খামার' বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি 'লিড এজেন্সি' হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে Local governance project Phase-4 এর আওতায় গাইবান্ধা ও বরিশাল জেলায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সচিবদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

বিআরডিবির চলমান কার্যক্রম আরো সুসংহতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের মানব সম্পদ উন্নয়ন , উৎপাদন বৃদ্ধি, পল্লীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখার লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে পল্লী মানব সংগঠন সৃষ্টি , প্রশিক্ষণ প্রদান, পুঁজি গঠন, ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায়সহ পল্লী পণ্যের প্রসারের লক্ষ্যে বিপণন সংযোগ স্থাপনে বিআরডিবি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া বিদ্যমান সমস্যাসমূহ নিরসনে প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন , ইউনিয়ন পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয়সাধনসহ পল্লী পরিসেবা বৃদ্ধিকল্পে বিআরডিবি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আশাকরা যায় গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে অতীতের মত ভবিষ্যতেও বিআরডিবি পল্লী উন্নয়নে নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

২. রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী

২.১ রূপকল্প (Vission):
"মানব সংগঠন ভিত্তিক উন্নত পল্লী"

২.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ, মূলধন সৃজন, আধুনিক প্রযুক্তি,বিদ্যমান সুযোগ ও সম্পদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল পল্লী।

২.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

- সদস্যদের আর্থিক সেবাভুক্তি;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ;
- পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন;
- পল্লীর জনগনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

২.৪ কার্যাবলি (Functions):

- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মানব সংগঠন সৃষ্টি;
- মানবিক ও দ ক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ;
- উপকারভোগীদের মূলধন সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা;
- কৃষি ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও ব্যবস্থাপনা;
- বিভিন্ন অংশীজনদের (Stakeholder) মাঝে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচযন্ত্রসহ ও অন্যান্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ এবং অপ্রধান শস্য উৎপাদনে সহায়তা;
- সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের বিপণন সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি ও পল্লী পণ্যের প্রসার;
- স্থানীয় উন্নয়নে জনগনের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং জাতিগঠনমূলক বিভিন্ন দপ্তরের সাথে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সংযোগ স্থাপন ও প্রদত্ত সেবার সমন্বয়।

৩. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড(বিআরডিবি) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা পর্ষদ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আর্থ -সামাজিক উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেবাদানকারী সংস্থা হিসেবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতার ও কর্মপরিধির দিক থেকে বিআরডিবি পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে একক বৃহত্তম সরকারি প্রতিষ্ঠান। ষাট এর দশকে প্রবর্তিত এবং ব্যাপকভাবে প্রশংসিত 'কুমিল্লা মডেল' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) গ্রহণ করা হয়। পল্লী উন্নয়নে আইআরডিপি'র সফলতা, অবদান ও গুরুত্ব মূল্যায়ন করে ১৯৮২ সালের ৯ ডিসেম্বর Bangladesh Rural Development Board Ordnance, 1982 (অধ্যাদেশ নং-৫৩, ১৯৮২ খ্রি.) এর মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সম য়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তপশিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয় এবং সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘো ষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়। তাই , ২০১৩ সনের ৭নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয় এবং অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যক তা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করে সরকার আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক -হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে আলোকে সামরিক শাসনামলে জারিকৃত এ অধ্যা দেশটি সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নূতন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়। গত ০৭ মার্চ, ২০১৮ খ্রি. তারিখে উক্ত অধ্যাদেশ রহিতক্রমে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ এর গেজেট প্রকাশিত হয়।

৩.১ পরিচালনা পর্ষদ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদ নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	পর্ষদ বিবরণ	পদবী	সংখ্যা
০১	মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়-মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান	০১
০২	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়-মন্ত্রণালয়	ভাইস-চেয়ারম্যান	০১
০৩	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	সদস্য	০১
০৪	সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন (পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	সদস্য	০
০৫	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা।	সদস্য	০১
০৬	মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া।	সদস্য	০১
০৭	মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি।	সদস্য	০১
০৮	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর।	সদস্য	০১
০৯	কৃষি বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন একজন কর্মকর্তা	সদস্য	০৪
১০	উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির জাতীয় ফেডারেশনের চেয়ারম্যান	সদস্য	০১
১১	উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রধান প্রতিষ্ঠাসমূহ হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য	সদস্য	০১
১২	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য-সচিব	০১

৪. সাংগঠনিক কাঠামো:

বিআরডিবি'র সকল কার্যক্রম মহাপরিচালকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। প্রধান কার্যালয় ও মাঠ কার্যালয় সম্বলিত **'দ্বি-স্তর'** বিশিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় । সরেজমিন বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয় । মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের মধ্যে রয়েছে জেলাদপ্তর ও উপজেলা দপ্তর। উপজেলা দপ্তর মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সরাসরি জনগণের সেবা প্রদান করে । সদরদপ্তর ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে জেলাদপ্তর। বিভাগীয় পর্যায়ে বিআরডিবি'র দপ্তর সৃজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪.১ সদর দপ্তর

বিআরডিবি'র সদরদপ্তর ঢাকায় অবস্থিত । সদরদপ্তরে সরেজমিন বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ বিভাগসহ মোট ৫টি বিভাগ রয়েছে। প্রতিটি বিভাগ একজন পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। যুগ্মপরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ পরিচালকদের বিভাগ পরিচালনায় সহায়তা করেন । এছাড়াও সদরদপ্তরে বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের আলাদা দপ্তর রয়েছে।

৪.২ জেলা দপ্তর

দেশের ৬৪টি প্রশাসনিক জেলায় বিআরডিবি'র জেলাদপ্তরসমূহ অবস্থিত। জেলাদপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন একজন উপপরিচালক। তাঁকে সহযোগিতা করেন একজন উপপ্রকল্প পরিচালক (৩০ টি জেলায়), একজন হিসাবরক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। জেলাদপ্তরসমূহের প্রধান কার্যক্রম হলো জেলা প্রশাসন ও জেলা পর্যায়ে অন্যান্য জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়সাধন, জেলার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত , উপজেলাদপ্তরের কার্যক্রম সমন্বয়, তদারকি ও পরিবীক্ষণসহ অন্যান্য কাজ এবং সদরদপ্তর ও উপজেলাদপ্তরের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করা ।

৪.৩ উপজেলা দপ্তর

দেশের প্রশাসনিক বিন্যাসের সর্বনিম্ন স্তর উপজেলাতে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তর অবস্থিত। বর্তমানে বিআরডিবি'র উপজেলা দপ্তরের সংখ্যা ৪৯২ টি। উপজেলা দপ্তরের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইউআরডিও)। ইউআরডিওকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (এআরডিও), হিসাবরক্ষক ও বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসুচির কর্মচারিবৃন্দ। উপজেলা দপ্তরের প্রধান কাজ হলো স্থানীয় পর্যায়ে জন অংশীদারিত্বমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, সদরদপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন, স্থানীয় প্রশাসন, জাতীগঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও বিআরডিবির মধ্যে সমন্বয়সাধন।

বি.দ্র: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ অনুযায়ী বিভাগীয় দপ্তরের সেট-আপ অনুমোদনের কাজ চলছে।

৪.৪ বিআরডিবি'র জনবল কাঠামো

বিআরডিবি'র অর্গানোগ্রাম

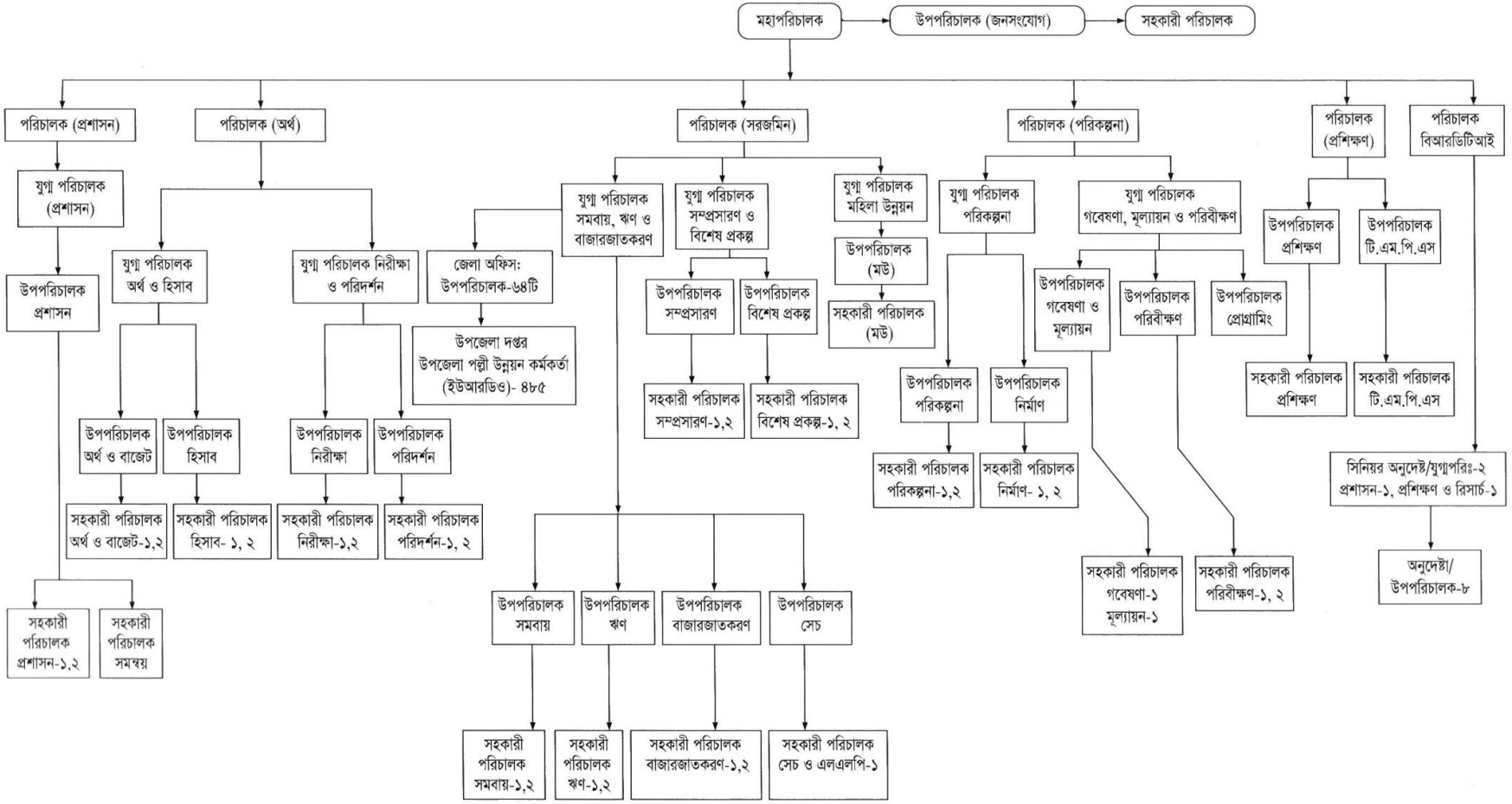

৫. এক নজরে বিআরডিবি'র অর্জনসমূহ

বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূলতঃ মাঠকেন্দ্রীক। মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি সমিতি/দল গঠন, সদস্য অন্তর্ভুক্তি, সঞ্চয় জমা, শেয়ার আদায়, ঋণ সহায়তা প্রদান, ঋণ আদায় এবং বিআরডিবি'র সদর দপ্তর, জেলাদপ্তর, উপজেলাদপ্তর ও নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন দেশে কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সুফলভোগিদেরকে প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এ সকল ক্ষেত্রে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অর্জন নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের ধরন ও নাম	২০১৮-১৯ অগ্রগতি	৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত
ক) সংগঠনিক কার্যক্রম			
১	মানব সংগঠন (সংখ্যা) (সমিতি ও দল)	১,৮৮৮	১,৭৯,৫৫৩
২	সদস্য (জন)	৮৫,২৯২	৫৫,৮৬,৭৬৯
খ) সদস্যদের নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি এবং ঋণ কার্যক্রম:			
৩	শেয়ার মূলধন (লক্ষ টাকা)	১,২২০.০২	১৪,১৮২.২৭
৪	সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকা)	৫,৬২৬.৯৯	৬৪,৫৯৫.৯৫
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১,২৮,২৪০.৬৭	১৬,৮০,৪৫৭.৮৩
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	১,২৪,১৩১.৮৯	১৫,২৪,৪৯৮.২৯
৭	ঋণ গ্রহীতা সদস্য (জন)	৪,৩১,৩১২	৬৬,২০,২৫২
গ) প্রশিক্ষণ (সুফলভোগী)			
৮	দক্ষতা উন্নয়ন	৬২,৮৬২	১৭,০৯,৮৪১
৯	মানবিক উন্নয়ন	২,৩১,৫৩৮	২১,২৩,৩৬৮
ঘ) সম্প্রসারণ			
১০	বৃক্ষ রোপণ (লক্ষ টি)	১৮.৭০	২,৫৯৩.৭৮
১১	মৎস্য চাষ (লক্ষ টি)	৩৮৫.৫০	৪,৯৯১.৯৯
১২	গৃহপালিত পশুপাখির টিকা (লক্ষ টি)	৬.৩২	৩,২৩১.৪০
১৩	উন্নত চুল্লি স্থাপন (লক্ষ টি)	০.১৮	৫.২৫
১৪	জলাবদ্ধ পায়খানা (লক্ষ টি)	০.৮৭	২৩.৪৭
১৫	ক্ষুদ্র অবকাঠামো (সংখ্যা- পিআরডিপি-৩)	২৩৯৩	৬,৯০৪

বিআরডিবি'র কার্যক্রমের পর্যালোচনা সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

৭. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

সরকার কর্তৃক গৃহীত রূপকল্প ২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০২১ এর মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ এর মধ্যে উন্নত দেশ গঠনের লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়। তা রই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের মধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ ছাড়াও বিআরডিবি'র জেলা পর্যয়ের উপপরিচালক ও বিআরডিবি'র মহাপরিচালকের মধ্যে এবং উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার ও জেলা পর্যায়ের উপপরিচালকদের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিগত ১৯ জুন, ২০১৯ খ্রি. মহাপরিচালক, বিআরডিবি ও জেলা পর্যায়ের উপপরিচালকগণের মধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

৭.১ বিআরডিবি'র ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বা র্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা এবং ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রক্ষেপন নিম্নরূপ:

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশল উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা নির্ণয়ক মান ২০১৯-২০	প্রক্ষেপন ২০২০-২১	প্রক্ষেপন ২০২১-২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সদস্যদের আর্থিক সেবাভুক্তি	৪২	সদস্যদের নিজস্ব মূলধন (শেয়ার ও সঞ্চয়) বৃদ্ধি	১.১.১ জমাকৃত সঞ্চয়	কোটি টাকা	৬	২৯.৫০	৩২.০০	৩৩.০০	৩৪.০০
			১.১.২ ক্রয়কৃত শেয়ার	কোটি টাকা	৫	৪.২০	৪.৫০	৪.৫২	৪.৫৫
		১.২ সদস্যদের মাঝে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ	১.২.১ ঋণ গ্রহীতা সদস্য	কোটি টাকা	৫	৩.৮৫	৩.৯০	৪.১০	৪.১৫
			১.২.২বিতরণকৃত ঋণ	কোটি টাকা	৬	১০৬৫.০০	১১০০.০০	১১১০.০০	১১২০.০০
			১.২.৩ আদায়কৃত ঋণ	কোটি টাকা	৫	১০৩৩.০০	১০৫০.০০	১০৫৫.০০	১০৬০.০০
			১.২.৪ বাৎসরিক ঋণ আদায়ের হার	%	৩	৯৭.৩৪%	৯৭.৫০%	৯৭.৫০%	৯৮%
			১.২.৫ খেলাপী ঋণের পরিমান	কোটি টাকা	২	৩৫০.০০	৩৪৯.০০	৩৪৪.০০	৩৪৩.০০
		১.৩ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহন	১.৩.১ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত মহিলা	জন লক্ষ	৫	২.১৫	২.২০	২.২১	২.২২
			১.৩.২ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত পুরুষ	জন লক্ষ	৫	১.৬৩	১.৭০	১.৬০	১.৬৫
২. মানব সম্পদ উন্নয়ন	১৩	২.১ সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলের সদস্যদের মাঝে উদ্বুদ্ধকরণ আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান	২.১.১ আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী উপকারভোগীর সংখ্যা	জন লক্ষ	৫	০.২৫	০.২৬	০.২৭	০.২৮
		২.২ সেমিনার কর্মশালার মাধ্যমে প্রচার/বিস্তার	২.১.২ উদ্বুদ্ধকরণ মূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	জন লক্ষ	৪	১.৪৭	১.৫০	১.৫১	১.৫২
			২.১.৩ সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃজন	জন লক্ষ	২		০.৪৫	০.৪৮	০.৫০
			২.১.৪ অকৃষি পণ্য বিপনন	টাকা লক্ষ	২	২৪০.০০	২৪৫.০০	২৫০.০০	২৫৫.০০
			২.১.৫ আয়োজিত সেমিনার কর্মশালার সংখ্যা	সংখ্যা	২	৩৫	৩৫	২০	২২
৩.পল্লী জনগোষ্ঠির সক্ষমতা উন্নয়ন	১২	৩.১ সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দলের মাধ্যমে জনগনকে সংগঠিত করা।	৩.১.১ সমবায় সমিতি সক্রিয়করণ	সংখ্যা	৪	৫০০	৬০০	৭০০	৮০০
			৩.১.২ গঠিত অনানুষ্ঠানিক দল	সংখ্যা	৪	৫৫০	৬৫০	৭০০	৭৫০
		৩.২ মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম অরুণ প্রাতের তরুণ দল গঠন	৩.২.১ অরুণ প্রাতের তরুণ দল গঠন	সংখ্যা	২		৬০	৬৪	৬০
		৩.৩ সংগঠিত সমবায় সমিতি অডিট	৩.৩.১ অডিটকৃত প্রাথমিক সমবায় সমিতি	সংখ্যা	৪	২৪,০০০	২৪,০০০	২৫,০০০	২৬,০০০
			৩.৩.২ অডিটকৃত প্রাথমিক সমবায় সমিতির হার	%	২		৬০	৬৫	৬৫
৪. সম্প্রসারণ মূলক কাযক্রম	০৮	৪.১ তদারকি কার্যক্রম পরিদর্শন ৪.২ ইউসিসিএম	৪.১.১ প্রাথমিক সমিতি/দল পরিদর্শন	সংখ্যা	৪		২৩৮৫	২৪০০	২৫০০
			৪.২.২ সমন্বয় সভা	সংখ্যা	৪		৭০০	৭২৫	৭৫০

৮. বিআরডিবি'র বিভাগীয় কার্যক্রম

বিআরডিবি'র সামগ্রিক কার্যক্রম পাঁচটি বিভাগের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়ে থাকে। এ ছাড়াও মহাপরিচালকের নিজস্ব দপ্তর রয়েছে।

- মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তর
- প্রশাসন বিভাগ
- অর্থ বিভাগ
- সরেজমিন বিভাগ
- পরিকল্পনা বিভাগ
- প্রশিক্ষণ বিভাগ

৮.১ মহাপরিচালকের দপ্তর

বিআরডিবি'র সদরদপ্তর পল্লী ভবনের দ্বিতীয় তলায় মহাপরিচালকের দপ্তর অবস্থিত। এ দপ্তরে মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, একজন একান্ত সহকারী, একজন কম্পিউটার অপারেটর ও তিনজন অফিস সহায়ক মহাপরিচালকের সকল কাজে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়া জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখাটি সরাসরি মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণে কার্য সম্পাদন করে থাকে।

৮.২ জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা

জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনা অনুসারে একজন উপপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এ শাখা বোর্ডের পক্ষে বর্হিমুখী জনসংযোগ এবং বিআরডিবি 'র বিভিন্ন বিভাগ/শাখার সাথে আন্তঃযোগাযোগ রেখে সার্বিক সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে। জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে-

- ❖ বিআরডিবি'র পরিচালনা পর্ষদের সভা আহবানে মহাপরিচালক মহোদয়কে সহায়তা, কার্যবিবরণী প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- ❖ সদর দপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভা, জেলার উপপরিচালকগণের সম্মেলন এবং জাতীয় ও অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সকল প্রকার সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়;
- ❖ সংবাদ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয় এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিআরডিবি সংক্রান্ত সকল প্রকার সংবাদ/তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- ❖ জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব তৈরি ও প্রেরণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরি ও প্রেরণ;
- ❖ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যপত্র তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ;
- ❖ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য সরবরাহের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- ❖ শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- ❖ বিআরডিবি'র অনলাইন নিউজলেটার "বিআরডিবি ই-বুলেটিন" সম্পাদনা ও প্রকাশ।

বিআরডিবি সদর দপ্তরে মাসিক সমন্বয় সভা

৯. প্রশাসন বিভাগ

প্রশাসন বিভাগের অন্যতম কাজ হলো বিআরডিবি'র সাংগাঠনিক কাঠামোর আওতায় মানবসম্পদ পরিকল্পনা (Human Resource Planning) প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা। পদ সৃজন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল প্রদান, চাকুরি স্থায়ীকরণ, মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন প্রশাসন বিভাগের আওতায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। এ বিভাগে একটি অনুবিভাগের আওতায় পার্সোনেল শাখা ও সাধারণ পরিচর্যা শাখা নামে ২টি শাখা রয়েছে। পরিচালক (প্রশাসন) বিভাগের প্রধান এবং একজন যুগ্মপরিচালকের অধীনে দুইজন উপপরিচালক দুইটি শাখার দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। প্রশাসন বিভাগের শাখা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

৯.১ পার্সোনেল শাখা

- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, চাকুরি স্থায়ীকরণ ও গ্রেডেশন তালিকা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের টাইমস্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও উচ্চতর গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- আইন/বিধি, চাকুরি প্রবিধানমালা সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়ন কার্যক্রম;
- প্রশাসনিক বিন্যাস, স্তরভিত্তিক সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ, পদ সৃজন প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগ;
- জনবল সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়নের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থায় প্রেরণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের শিক্ষা, বিদেশ ভ্রমণ, ছুটি, পেনশন সংক্রান্ত আদেশ জারি;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ও চাকুরিকালীন তথ্য সংগ্রহ;
- কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠীবীমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন।

বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেটের আওতায় জনবল(৩০ জুন,২০১৯ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা
১	মহাপরিচালক	১	১	০
২	পরিচালক	৬	৫	১
৩	যুগ্মপরিচালক/সিনিয়র অনুদেষ্টা	১০	০	১০
৪	উপপরিচালক/অনুদেষ্টা	৯২	৭৬	১৩
৫	উপ-প্রকল্প পরিচালক/ডিপিডি	৩০	১৬	১০
৬	সহকারী পরিচালক	৩৯	৩৯	৬
৭	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	৪৯৪	৩৩৭	১২০
৮	ম্যানেজার	১	০	১
৯	লাইব্রেরিয়ান	২	১	১
১০	আর্টিস্ট	২	২	০
১১	সহকারী প্রোগ্রামার	১	০	০
১২	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১	১	০
১৩	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	৬০৭	৩৭১	১৮৭
১৪	গবেষণা কর্মকর্তা	৬	৫	১
১৫	গবেষণা সহকারী	১	০	১
১৬	প্রশাসনিক কাম হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৫	৪	১
১৭	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
১৮	উপসহকারী প্রকৌশলী	৫	০	১
১৯	ক্যামেরাম্যান	১	০	১
২০	হিসাবরক্ষক	৬৪৪	৪৮৮	১৪৯
২১	সহকারী আর্টিস্ট	১	০	১
২২	কেয়ারটেকার	২	২	০
২৩	ষাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	১২	১২	০
২৪	গবেষণা অনুসন্ধানকারী/পরিসংখ্যান সহকারী	৫	৪	১
২৫	উচ্চমান সহকারী (ইউডিএ)	২৮	১৪	৯
২৬	অডিটর	৮	০	৭
২৭	হিসাব সহকারী	৪২	৩৪	৮
২৮	লাইব্রেরী সহকারী	১	১	০
২৯	ক্যাশিয়ার	২	১	১
৩০	হোস্টেল সুপার	২	২	০

৩১	প্রধান প্রশিক্ষক	**১**	০	১
৩২	প্রশিক্ষক	**২**	২	০
৩৩	মাঠ সংগঠক	**৪০০**	৩৪৯	৩৩
৩৪	ষাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	**১৪**	১২	২
৩৫	সাউন্ড টেকনিশিয়ান	**১**	১	০
৩৬	ড্রাফটসম্যান	**২**	১	১
৩৭	অফসেট প্রিন্টিং অপারেটর	**১**	০	১
৩৮	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক/ কম্পিউটার অপারেটর/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	**৮৩**	৬১	১৯
৩৯	প্রুফরিডার	**১**	০	১
৪০	ক্যাশ সরকার	**১**	১	০
৪১	টেলিফোন অপারেটর	**৩**	১	২
৪২	ইলেক্ট্রিশিয়ান	**২**	১	১
৪৩	স্টোরকিপার	**২**	১	১
৪৪	স্ক্রিন প্রিন্টিং সহকারী	**১**	১	০
৪৫	ড্রাইভার	৫০	৪৬	৪
৪৬	ক্যাফেটেরিয়া ম্যানেজার	১	১	০
৪৭	পাম্প অপারেটর	১	০	১
৪৮	ডার্করুম সহকারী	১	১	০
৪৯	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	২	২	০
৫০	হেডকুক/প্রধান বাবুর্চি	১	১	০
৫১	দপ্তরী	১	১	০
৫১	সহকারী কুক/সহকারী বাবুর্চি	১	০	১
৫২	পাম্প ড্রাইভার	১	১	০
৫৩	অফিসসহায়ক/নিরাপত্তাপ্রহরী/বার্তাবাহক/পরিচ্ছন্নক র্মী(দপ্তরী/এমএলএসএস/পিয়ন/দারোয়ান/ম্যাসেঞ্জার/ নাইটগার্ড/মালী/সুইপার)	২৯০	২১০	৮০
৫৪	আউট সোর্সিং	৪৯৫	০	৪৯৫
	মোট	**৩,৪০৬**	**২,১০৯**	**১,২৯৭**

চাকুরী স্থায়ীকরণ

ক্রমিক নং	পদের নাম	সংখ্যা
১	সহকারী পরিচালক/উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার	৫১
২	সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার	৫৬
৩	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	০১
৪	হিসাব রক্ষক	১৫৫
৫	হিসাব সহকারী	০১
৬	গবেষণা অনুসন্ধানকারী	০১
৭	স্টেনোগ্রাফার কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১
৮	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	০১
৯	গাড়ী চালক	০৩
১০	অফিস সহায়ক	০৭
	মোট	২৭৭

২০১৮-১৯ বছরের কার্যক্রম

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	পদের নাম		সংখ্যা	মন্তব্য
১	পদ সৃজন	১	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	০৪	
		২	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	০৪	
		৩	হিসাব রক্ষক	০৪	
			মোট	**১২**	

৯.১.১ **পেনশন (প্রশাসন) উপশাখা**

- বিআরডিবি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিল, পরিবার নিরাপত্তা তহবিল, গোষ্ঠীবীমা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের পেনশন উপশাখার কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্র. নং	পদবী	পিআরএল এর আদেশ জারী	পেনশন নিষ্পত্তি
১	যুগ্মপরিচালক	১	৭
২	উপপরিচালক	২	৭
৩	উপ-প্রকল্প পরিচালক	০	৬
৪	সহকারী পরিচালক/ইউআরডিও	৩০	৫১
৫	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	৩৪	৪৩
৬	হিসাব রক্ষক	০	২
৭	উচ্চমান সহকারী/অফিস সহকারী	৭	৩
৮	অডিটর	১	০
৯	মাঠ সংগঠক	১১	২৪
১০	অফিস সহায়ক	১৯	১৮
১১	ড্রাইভার	০	২
মোট		**১০৭**	**১৬৩**

বিআরডিবি'র মহাপরিচালক মহোদয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে পেনশনের চেক প্রদান করছেন।

৯.১.২ শৃংখলা উপশাখা

- অফিস শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে শৃংখলাজনিত কার্যক্রম গ্রহণ, বিভাগীয় মামলা রুজু ও নিষ্পত্তিকরণ;
- আদালতে বিআরডিবি'র পক্ষে ও বিপক্ষে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা ও আপিল মোকদ্দমাসমূহ নিষ্পত্তি;
- বিআরডিবি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, এর ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত ও এতদসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন;
- পদোন্নতি/সিলেকশন গ্রেড/টাইম স্কেল প্রদানের ক্ষেত্রে এসিআর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি পার্সোনেল শাখাকে সরবরাহ করা।

২০১৮-১৯ বছরের শৃঙ্খলা শাখার কার্যক্রমের অগ্রগতি:

ক্রঃ নং	মামলার ধরণ	২০১৮-১৯ সনের মামলা দায়ের সংখ্যা	২০১৮-১৯সনের মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা	৩০-০৬-১৯ তারিখ পর্যন্ত অনিষ্পন্নকৃত মামলা সংখ্যা
১	আদালতে মামলা	২২	৬	১৪৭
২	বিভাগীয় মামলা	১২	৪১	২২
	মোট	৩৪	৪৭	১৬৯

৯.২ সাধারণ পরিচর্যা শাখা

- সকল মুদ্রণ কাজ ও সরবরাহ, মনিহারী দ্রব্য, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়, মেরামত ও সংরক্ষণ;
- কর্মচারিবৃন্দের বাৎসরিক লিভারিজ সরবরাহ, বিভিন্ন ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত টেন্ডার কমিটির সভা আয়োজন;
- বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের গৃহনির্মাণ ও মোটরসাইকেল ক্রয় ঋণ প্রক্রিয়াকরণ;
- কর্মকর্তাবৃন্দের দাপ্তরিক টেলিফোন সংযোগ, অফিস কক্ষ বরাদ্দ, পানি ও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ;
- পল্লীভবনের কক্ষ ভাড়া প্রদানসহ পল্লীকানন আবাসিক কমপ্লেক্সের বাসা বরাদ্দ/বাতিল ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সদর দপ্তরের ক্রয় বিক্রয় ও জেলা দপ্তরের বাড়িভাড়া সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন;

৯.২.১ যানবাহন উপশাখা

- বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতকরণ;
- কর্মকর্তাদের মধ্যে যানবাহন বরাদ্দ;
- যানবাহনের সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োজনীয় জ্বালানী সরবরাহ;

৯.২.২ বিআরডিবি'র স্থাবর সম্পদ

৯.২.২.১ সদরদপ্তর ও ঢাকা মহানগরে অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রঃ নং	দপ্তরের নাম/অবস্থান	অবকাঠামেরা বিবরণ	জমির পরিমাণ	মন্তব্য
১	সদর কার্যালয়, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা।	৭ তলা ভবন	০.৩ একর	সকল জায়গার খাজনা হালনাগাদ পরিশোধ
২	পল্লী কানন, উত্তরা মডেল টাউন।	৮টি আবাসিক ভবনে ১৩৮টি ফ্ল্যাট।	১.৩৫ একর	
৩	রামপুরা, ঢাকা (বিটিভি ভবন ও হাতিরঝিল সংলগ্ন), মৌজা-উলন।	খালি জমি	৭.৬৩ একর	

৯.২.২.২ জেলায় অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রঃ নং	দপ্তরের নাম/ অবস্থান	জমির পরিমাণ	অকাঠামোর বিবরণ		
			অফিস বিল্ডিং	স্টাফ কোর্য়ার্টার	গুদাম ও অন্যান্য
১	পটুয়াখালী	০.৭৭ একর	এক তলা ভবন	-	ইউটিইউ ভবন
২	রাজশাহী	০.৩৫ একর	-	-	-
৩	টাঙ্গাইল মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৩.১৬ একর	এক তলা ভবন-১টি দুই তলা ভবন-২টি	স্টাফ কোয়ার্টার-১টি	-
৪	নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০.৮০ একর	তিন তলা ভবন-১টি	স্টাফ কোয়ার্টার-৩টি	অডিটোরিয়াম-১টি ক্যান্টিন-১টি
৫	কুমিল্লা	১.০০ একর	দুই তলা ভবন-১টি	-	-
৬	ফরিদপুর	০.১০ একর	দুই তলা ভবন-১টি	-	-
৭	ভোলা	২.৮৭ একর	তিন তলা ভবন-১টি	দুইতলা ভবন-২টি	দুইতলা বাংলো-১টি
৮	বিআরডিটিআই, সিলেট	১০.৬২ একর	প্রশাসনিক ভবন-২টি হোস্টেল ভবন-৪টি	আবাসিক ভবন-৫টি	অডিটোরিয়াম-১টি ক্যাফেটেরিয়া-১টি ও মসজিদ-১টি

৯.২.২.৩ উপজেলায় অবস্থিত সম্পত্তি/স্থাপনা

ক্রঃ নং	সম্পদের ধরণ	সম্পদের বিবরণ	
		সংখ্যা/পরিমাণ	কাঠামোর ধরন
১	বিভিন্ন উপজেলায় জমির পরিমাণ	৫৭.২৭ একর	
২	অফিস ভবন	৩৮৮টি	এক তলা ভবন ২৯৬টি, দুই তলা ভবন ৯১টি ও তিন তলা ভবন ১টি।
৩	ইউটিইউ	১৮টি	দুই তলা ভবন ২৩টি
৪	কোয়ার্টার (জোড়াবাড়ি)	৩৫৭টি	দুই তলা ভবন (প্রতিটিতে ৪টি ইউনিট)
৫	গুদাম	১৬৮টি	
৬	ওয়ার্কশপ কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১০টি	
৭	মার্কেট/দোকান	৮৯টি	৩৯টি দোকান

১০. অর্থ বিভাগ

অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি 'র আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি পরিচালিত হয়। বিভাগের অধীন (১) অর্থ ও হিসাব ও (২) নিরীক্ষা নামে ২টি অনুবিভাগ রয়েছে। অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগের অধীন রয়েছে (ক) অর্থ ও বাজেট শাখা এবং (খ) হিসাব শাখা। নিরীক্ষা অনুবিভাগের অধীন (ক) নিরীক্ষা শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (অর্থ) এবং ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুইজন যুগ্মপরিচালক। তিনটি শাখার প্রধান তিনজন উপপরিচালক। উপপরিচালকদের সহায়তা করেন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। এ বিভাগের শাখা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

১০.১ বাজেট শাখা

- বিআরডিবি'র রাজস্ব খাতের বার্ষিক ও সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন, অর্থ ছাড় ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ;
- বিআরডিবি'র অপারেশনাল ইউনিটসমূহের বার্ষিক/সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অর্থ ছাড়;
- জেলা দপ্তরসমূহের আবর্তক (কৃষি) ও সদাবিকের পরিচালন ব্যয়ের অংশ হতে ব্যয়ের বাজেট প্রক্রিয়াকরণ;
- বাজেট বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয়।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিআরডিবি'র পরিচালনা ব্যায় বাবদ নিম্ন বর্ণিত ভাবে মোট বরাদ্দ ছিল ২ ২৭.২৭ কোটি টাকা যা উত্তোলন পূর্বক সমূদয় অর্থ ইউনিট পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিং নং	প্রধান প্রধান খাতসমূহ	২০১৮-১৯ অথৃবছরে বাজেট প্রাপ্তি	২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট প্রাপ্তি	২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে অর্থছাড়/অবমুক্তি
১	পরিচালন ব্যয়			
	৩৬৩১১০১-বেতন বাবদ সহায়তা	১০২,৩৫,০০	১০৩,৩০,০০	১০৩,৩০,০০
	৩৬৩১১০২-ভাতাদি বাবদ সহায়তা	৮২,৬২,০০	৮৩,৬৭,০০	৮৩,৬৭,০০
	৩৬৩১১০৩- পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	১৪,১৮,০০	১৪,৪৫,০০	১৪,৪৫,০০
	৩৬৩১১০৭-বিশেষ অনুদান	২,৪৫,০০	২,৪৫,০০	২,৪৫,০০
	৩৬৩১১০৯-অন্যান্য অনুদান	২৩,৪০,০০	২৩,৪০,০০	২৩,৪০,০০
	মোট	২২৫,০০,০০	২২৭,২৭,০০	২২৭,২৭,০০

১০.২ হিসাব শাখা

- বিআরডিবি'র বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী রাজস্ব খাত এবং মূলধনী খাতের সকল ধরণের আর্থিক লেনদেন সম্পাদন;
- সদরদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের (পিআরএলগামীসহ) নিয়মিত বেতন ভাতা প্রদান;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জিপিএফ, কর্মচারী কল্যাণ তহবিল, কর্মচারী পরিবার নিরাপত্তা তহবিল ও গোষ্ঠী বীমা সংক্রান্ত লেনদেন সম্পাদন ও হিসাব সংরক্ষণ;
- ছুটি নগদায়ন ,ভবিষৎ তহবিলের পাওনা, অবসরভোগীদের পেনশন দাবী, এককালীন আনুতোষিক পরিশোধ;

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের কার্যক্রমঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	২০১৮-১৯ বছরে পরিশোধ	
		জন	টাকা (লক্ষ)
১	পিআরএল ভাতা প্রদান	১১৭	৬৩০.০৬
২	অবসরজনিত ছুটিনগদায়ন ভাতা প্রদান	১৪৫	৮১১.৬১
৩	অবসর জনিত পরিবার কল্যাণ তহবিলের অর্থ প্রদান	১৪	২৬.৮৩
৪	অবসরজনিত আনুতোষিক ভাতা প্রদান	২৮৬	৯১৪৮.৬৩
৫	অবসরভাতা প্রদান	১৭৯৭	২৯৬২.১৯
৬	অবসর জনিত জিপিএফ অর্থ প্রদান	১৭৫	১১২৮.৩৮
৭	অবসর জনিত পরিবার নিরাপত্তা তহবিলের অর্থ প্রদান	১১০	৪৪.৫৯
৮	গোষ্ঠী বীমা	৯	৫০.০৪

১০.৩ নিরীক্ষা শাখা

- বিআরডিবি'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষাসূচি প্রণয়ন, নিরীক্ষা সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তর কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ব্রডশিট জবাব প্রেরণ;
- অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন;
- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বেতন নির্ধারণ (জাতীয় বেতন স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, টাইম স্কেল, পদোন্নতি প্রভৃতি)।

অর্থ বছরের কার্যক্রমঃ

ক্রঃ নং	নিরীক্ষার ধরণ	২০১৮-১৯ বছরে আপত্তির সংখ্যা	২০১৮-১৯ বছরে নিষ্পত্তির সংখ্যা	৩০-০৬-১৯ তারিখে অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা
১	অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা	৩২৪	১৩৬	১,৭০৭
২	স্থানীয় ও রাজস্ব নিরীক্ষা	০	০১	১৪১
	মোট	৩২৪	১৩৭	১,৮৪৮

১১. সরেজমিন বিভাগ

সরেজমিন বিভাগ বিআরডিবি ’র মাঠ কার্যক্রম তদারকি, নীতিগত সহায়তা প্রদান ও মাঠ প্রশাসন তত্ত্বাবধান করে। এছাড়া বিআরডিবি’র মাঠ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বয়সাধন করে থাকে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ । দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম, মানব সংগঠন সৃষ্টি, মূলধন গঠন, ঋণ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচি সরেজমিন বিভাগের আওতায় পরিচালিত হয়।

সরেজমিন বিভাগের দাপ্তরিক কার্যক্রম ৩টি অনুবিভাগ ও ৬টি শাখার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। অনুবিভাগ ৩টি হলোঃ (১) ঋণ, সমবায় ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগ, (২) সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগ এবং (৩) মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ। সমবায়, ঋণ ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে ঋণ শাখা, সমবায় শাখা, বাজারজাতকরণ শাখা ও সেচ শাখাসহ মোট ৪টি শাখা। সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে যথাক্রমে সম্প্রসারণ শাখা ও বিশেষ প্রকল্প শাখা। পরিচালক (সরেজমিন) সরেজমিন বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ৩টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ৩জন যুগ্মপরিচালক এবং ৬টি শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ৬ জন উপপরিচালক। এছাড়া মহিলা উন্নায়ন অনুবিভাগের অধীন আলাদা শাখা না থাকলেও দুইজন উপপরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য শাখাসমূহে রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। সরেজমিন বিভাগের শাখা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

১১.১ ঋণ, সমবায় ও বাজারজাতকরণ অনুবিভাগ

১১.১.১ সমবায় শাখা

- সরেজমিন বিভাগের প্রশাসনিক ও সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- সমবায় আইন ও নীতিমালা মোতাবেক দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে তদারকি ও পরিবীক্ষণ ;
- ইউসিসিএ’র কর্মচারীদের সার্ভিস রুল, নিয়োগ, বেতনভাতা, স্যালারী সার্পোট ও গ্রাচুইটি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন;
- পল্লী উন্নয়ন পদকের মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়নসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পদকের জন্য মনোনয়ন প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- জেলা ও উপজেলার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা।

ইউসিসিএ’র জনবলের তথ্য (জুন ২০১৯):

ক্রঃ নং	পদের নাম	কর্মরত সংখ্যা
১	প্রধান পরিদর্শক /উচ্চমান সহকারী	৫৫
২	পরিদর্শক	৯৩৭
৩	হিসাব সহকারী	১৮৯
৪	অফিস সহকারী/কম্পিউটার অপারেটর	২৯৭
৫	অফিস সহায়ক	৪২১
৬	নৈশ প্রহরী	২৩১
	মোট	**২,১৩০**

১১.১.২ ঋণ শাখা

- সারাদেশে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির আওতায় ইউসিসিএ এর মাধ্যমে পরিচালিত ব্যাংক মাধ্যম, আবর্তক (কৃষি) ও ইউসিসিএর নিজস্ব তহবিল দ্বারা পরিচালিত ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- বিআরডিবি’র বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়ন;
- বিআরডিবি’র অভ্যন্তরীণ ঋণ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- প্রাথমিক সমবায় সমিতি ও উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সংযোগ সৃষ্টি;
- সুষ্ঠুভাবে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাংক, বিআরডিবি, জেলা ও উপজেলা দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন;

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ঋণ কার্যক্রম:

১) আবর্তক (কৃষি) ঋণ কর্মসূচির আওতায় ২০০৩-০৪ হতে এ পর্যন্ত ১৩১২৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ তহবিল পাওয়া গিয়েছে। টাঙ্গাইল কৃষি সেচ কর্মসূচি, এফএও, সরিষাবাড়ি উন্নয়ন প্রকল্প , ভর্তুকীর অব্যয়িত তহবিল এবং আরএলএফ প্রবৃদ্ধিসহ মেট ঋণ তহবিল ২৩২৬৮.৫৫ লক্ষ টাকায় উন্নিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ খাতে ১৪৬৪০.৪৪ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

২) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সোনালী ব্যাংক (ফসলী) ২৫ টি জেলায় ৬৬১৮৫.৩৮ লক্ষ টাকা এবং (চিংড়ী) ৩টি জেলায় ২২৬৫.৮৩ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৩) নিজস্ব তহবিল হতে প্রতি উপজেলায় কমপক্ষে ২০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণের নির্দেশনা ও নীতিমালা দেয়া হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৪ টি জেলায় এ খাতে ২৭১৩.১২ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছ।

১১.১.৩ বাজারজাতকরণ শাখা

- অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘরের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ইউসিসিএর বিনিয়োগ কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি করা;
- সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য সুষ্ঠুভাবে বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- সমাপ্ত কিন্তু কার্যক্রম চলমান ২টি কর্মসূচি (আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি) বাস্তবায়ন।

১১.১.৩.১ বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি

১) প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪ জেলার সকল উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই ২০০২ হতে জুন ২০২১
৩) প্রকল্প বরাদ্দঃ ৩৭৭৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ঃ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫) উদ্দেশ্যঃবীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

১৩.১.৩.২ আদর্শ গ্রাম প্রকল্প -২

১) প্রকল্প এলাকাঃ ৪১ জেলার ১০৫টি উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদঃ এপ্রিল ২০০৭ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত
৩) প্রকল্প বরাদ্দঃ ৯২৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ঃ ভূমি মন্ত্রণালয়
৫) উদ্দেশ্যঃ ভূমিহীন ও গৃহহীনদের আয়বর্ধক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি,আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

১১.১.৪ সেচ শাখা

- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়;
- সেচ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ;
- সেচযন্ত্রের বিপরীতে সোনালী ব্যাংকের পাওনা বকেয়া ঋণ আদায় ও পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মাঠ পর্যায়ের গভীর নলকূপ পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত সেচ কার্যক্রম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- উপজেলাসমূহে নির্মিত জোড়াবাড়ির কার্যক্রম তদারকি ।এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রক ল্পটি তদারকি করে।

১১.১.৪.১ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প

১) প্রকল্প এলাকাঃ পার্বত্য অঞ্চলের ০৩টি জেলার ২৫টি উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদঃ এপ্রিল ১৯৯২ হতে জুন ১৯৯৬ পর্যন্ত
৩) প্রকল্প বরাদ্দঃ ৪২৬.৩১ লক্ষ টাকা (জিওবি)
৪) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ঃ পবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫) উদ্দেশ্যঃ পাবর্ত্য অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক ও বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা, প্রদান আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

১১.১.৫ পরিদর্শন শাখা

- মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নীতিমালা ও ছক প্রণয়ন;
- সদরদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান ও সংরক্ষণ;
- জেলার উপপরিচালকগণের ভ্রমণ বিবরণী পর্যালোচনা, অনুমোদন ও অনুমোদিত বিল প্রেরণ:
- জেলা উপজেলা দপ্তর পরিদর্শণ

জেলা ও উপজেলা দপ্তর পরিদর্শনের তথ্যসমূহ নিম্নরূপ:
২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিবেদন প্রাপ্তি ১৭ টি এবং পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ সংখ্যা ১৭ টি
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভ্রমণ বিবরণী ও বিল প্রাপ্তি ৫৮৫ টি, অনুমোদন ৫৭৫ টি এবং আপত্তি/ ব্যাখ্যা তলব ১০ টি

জেলা ও উপজেলা পরিদর্শন

১) ২০১৮-১৯ সনে পরির্দশনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা- ১২জন
২) ২০১৮-১৯ সনে জেলা দপ্তর পরির্দশন সংখ্যা - ৪৩টি
৩) ২০১৮-১৯ সনে উপজেলা পরির্দশন সংখ্যা - ২৬টি

১১.২ সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প অনুবিভাগ

১১.২.১ সম্প্রসারণ শাখা

- বিআরডিবিভূক্ত সমবায়ীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন , জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, গবাদি পশুর টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন;
- রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত বিআরডিবি 'র সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) ও গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন;

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সম্প্রসারণ কার্যক্রম (সংখ্যা)					
বৃক্ষ রোপণ	মৎস্য চাষ	উন্নত চুল্লী স্থাপন	জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন	পশুপাখির টিকা দান	নারিকেল চারা
১৮.৫৫লক্ষ	৩৮৫.৫ ০ লক্ষ	০.১৭ লক্ষ	০.৬৪ লক্ষ	৬.২৫ লক্ষ	০.১৫ লক্ষ

১১.২.১.১ সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)

প্রকল্প এলাকা : ৬৪ জেলার ৪৪৪টি উপজেলা
প্রকল্প মেয়াদ : জুন ২০০৩ হতে জুন ২০০৬ পর্যন্ত
প্রকল্প বরাদ্দঃ : ১৮৪২৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
উদ্দেশ্যঃ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীদের সংগঠনের মাধ্যমে নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি, নিরবচ্ছিন্ন জামানত বিহীন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা।

৫) জনবল (৩০ জুন, ২০১৯)

ক্রঃ নং	অনুমোদিত পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত সংখ্যা
১	মাঠ সহকারী	১,৪৬৭	৮৮৭

১১.২.১.২ গুচ্ছগ্রাম ২য় পর্যায়

- প্রকল্প এলাকা : ৫ ৩ জেলার ১৩২টি উপজেলা
- প্রকল্প মেয়াদ : জানুযারী ২০০৯ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত
- প্রকল্প বরাদ্দ : ১৯৬ ৪.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)
- উদ্দেশ্য : দেশের ভুমিহীন ও গৃহহীন পূনর্বাসিত সদস্যদের আয়বর্ধক ও বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা প্রদান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

১১.২.২ বিশেষ প্রকল্প শাখা

- সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের জন্য 'কন্টাক্ট সেল' হিসেবে দায়িত্ব পালন ,যাবতীয় নথিপত্র, মালামালের হিসাব ও দলিলপত্র সংরক্ষণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ;
- মবিকেউস, দুপউস, দুএদাবি, গ্রামউক ও গ্রামউসকসহ ৫টি সমাপ্ত অথচ কার্যক্রম চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

১১.২.২.১ মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস)

১) প্রকল্প এলাকাঃ ৬ জেলার ২০টি উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই ১৯৮৫ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত
৩) প্রকল্প বরাদ্দঃ ৩৪১.৪১ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)
৪) উদ্দেশ্যঃ গ্রামীণ বিত্তহীন মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধন মূলক কর্মকান্ডে জড়িত করা। সুফলভোগীদের স্বয়ম্ভরতা আনয়নের লক্ষ্যে ঋণের ঘূর্ণায়মান তহবিল ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১১.২.২.২ দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস)

১) প্রকল্প এলাকাঃ ২২ জেলার ২৩টি উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই ১৯৮২ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত
৩) প্রকল্প বরাদ্দঃ ১৩৫.৪৫ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)
৪) উদ্দেশ্যঃ গ্রামীণ বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধন মূলক কর্মকান্ডে জড়িত করা। সুফলভোগীদের স্বয়ম্ভরতা আনয়নের লক্ষ্যে ঋণের ঘূর্ণায়মান তহবিল ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১১.২.২.৩ দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র বিমোচনকল্পে বিশেষ বহমুখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি)

১) প্রকল্প এলাকাঃ ১২ জেলার ১২টি উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত
৩) প্রকল্প বরাদ্দঃ ৫৭.৯৬ লক্ষ টাকা (ইফাদ)
৪) উদ্দেশ্যঃ দুর্যোগপূর্ণ এলাকার জনগোষ্ঠীর জানমালের নিরাপত্তা

১১.২.২.৪ গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক)

১) প্রকল্প এলাকাঃ ৩ জেলার ৩টি উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদঃ জানুযারী ২০০৪ হতে ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত
৩) প্রকল্প বরাদ্দঃ ২২.৩৮ লক্ষ টাকা (এএ আরডিও)
৪) উদ্দেশ্যঃ গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

১১.২.২.৫ গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউসক)

১) প্রকল্প এলাকাঃ ৩ জেলার ৩টি উপজেলা
২) প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত
৩) প্রকল্প বরাদ্দঃ ২০.০০ লক্ষ টাকা (এএ আরডিও)
৪) উদ্দেশ্যঃ গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। আর্থ সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে হ্রাস করা।

১১.৩ মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ

নারীর ক্ষমতায়ন তথা উৎপাদন ও উন্নয়ননের মূল স্রোতধারায় নারীদের যুক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে গ্রামীণ মহিলাদের উন্নয়নের জন্য CIDA ও বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বিআরডিবি'র অধীনে 'গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ৪ টি পর্যায়ে র সফল বাস্তবায়নের পর ১ জানুয়ারী ১৯৯৭ সাল থেকে রাজস্ব বাজেটের থোক বরাদ্দের মাধ্যমে কর্মসূচি আকারে মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ২০০৪ সাল থেকে বিআরডিবি'র মূল কাঠামোর আওতায় ১৩০ টি উপজেলায় মহিলা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিগত ২২/০৫/২০০৪ খ্রিঃ থেকে প্রকল্পের কার্যক্রম বিআরডিবির সরেজমিন বিভাগের আওতাধীন মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

কার্যক্রমঃ

- মহিলা সমবায় সমিতি গঠন পূর্বক সদস্যদের নিজস্ব পুঁজি গঠনে সহায়তা করা;
- মহিলাদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য ঋণ সহায়তা ও তদারকি;
- প্রসূতি মায়ের সেবা ও শিশু পরিচর্যা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সহায়তা করা;
- সামাজিক স্তর বিন্যাসে বিশেষ করে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীর অংশ গ্রহণ ও নেতৃত্ব সৃষ্টি;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা।
- অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং স্বাধীনভাবে ভোট প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা। সর্বোপরি অবহেলিত, বিধবা ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের দারিদ্র্য দূরীকরন ণর মাধ্যমে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কার্যকরী ভুমিকা পালন করা মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ।

১১.৪ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সরেজমিন বিভাগের কার্যক্রমেরএকীভূত তথ্য

ক্র. নং	প্রকল্প/ কর্মসূচি	মানব সংগঠন	সদস্য অন্তর্ভুক্তি	শেয়ার জমা	সঞ্চয়	ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়	ঋণ গ্রহণকারী সদস্য
১	মুলকর্মসূচি	১৬৫	১৩,৬৫১	৬৯৯.৯৫	১,২২৮.৭৩	২,৫৮০৪.৭৭	২৪,৮৩২.০৪	৯০.৯১১
২	সেচ	০	০	০	০	০	৩৬৬.৩৬	০
৩	মউ	২৪	৪,৭১৫	৩৩৮.৯৮	৫৪৯.০৯	১১,৮১২.৪৫	১২,০৫২.৩৫	৩৯.৩৮৫
৪	সদাবিক	৬৭	০	০	২১৮.১৯	১২,১৪০.৮৫	১১,৫৫৪.৮০	৫১,০২৩
৫	গুচ্ছগ্রাম	২৮	১,৮৮৭	০	১২.৪০	৪৫৫.১০	৩৩৯.৪৭	৩,৩৪২
৬	মুক্তিযোদ্ধা	০	২,৩২৮	০	০	৮৫৩.৭২	৭৬২.৩২	২,৩২৫
৭	আদর্শগ্রাম	০	১,৮৭৬	০	২.৮১	৩০৯.৬৮	৩২১.৭৯	১,৮৭৬
৮	মবিকেউস	১০৪	১,২১৭	০	৬.৯০	৪৭০.১৭	৪২৯.২৭	১,২১৭
৯	গ্রামউক	২	৪২	০	০.০৪	৬.৮২	৩.১০	৪২
১০	গ্রামউকসক	০	০	০	০	০	১.৪৩	০
১১	দুপউস	৪৫	৪৯৮	০	২.১০	১১৬.৮৩	১২২.৩২	৪৯৮
১২	দুএদাবি	১৩	১৪০	০	০.১৪	১৮.৪৫	১৭.৪০	১৪০
১৩	ব্যানপিএইচসি	০	০	০	০	০	০	০
১৪	পার্বত্য চট্টগ্রাম	১৮১	৪,০৫০	০	৪৭.১৯	৩১৯.৮৮	৩২২.৮৬	১,২৬৭
	মোট	**৬২৯**	**৩১,৫৩৩**	**১,০৩৮.৯৩**	**২,০৬৭.৫৯**	**৫২,৩০৮.৭২**	**৫১,১২৫.৫১**	**১,৯২,০২৬**

মহালছড়ি সদাবিক দলের সাপ্তাহিক উঠান বৈঠক মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি পাবর্ত্য জেলা।

১২.পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি ’র ভবিষ্যৎ কার্যক্রম ও প্রকল্প/কর্মসূচির প্রস্তাবনা তৈরি, চলমান প্রকল্পসমূহের যথাযথ পরিবীক্ষণ, গবেষণা ও মূল্যায়ন করা, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সকল প্রকার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত/সংস্কার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। বিভাগের অধীন ২টি অনুবিভাগ ও ৫টি শাখা রয়েছে। অনুবিভাগ ২টি হলোঃ (১) গবেষণা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ ও (২) পরিকল্পনা অনুবিভাগ। বিভাগের আওতায় শাখা ৫টি হলো (ক) পরিকল্পনা শাখা (খ) গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা (গ) পরিবীক্ষণ শাখা (ঘ) প্রোগ্রামিং শাখা ও (ঙ) নির্মাণ শাখা। বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (পরিকল্পনা) এবং ২টি অনুবিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দুইজন যুগ্মপরিচালক। শাখাসমূহের প্রধান হিসেবে উপপরিচালকগণ দায়িত্ব পালন করেন। উপপরিচালকদের সহায়তা করার জন্য প্রতিটি শাখায় রয়েছে সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। পরিকল্পনা বিভাগের শাখা ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

১২.১ পরিকল্পনা শাখা

রূপকল্প ও সমসাময়িক উন্নয়ন নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতি রেখে বিআরডিবি’র প্রাতিষ্ঠানিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এ শাখার প্রধান কাজ। এ কর্মধারার প্রধান অংশ হচ্ছে-

- উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি, টিপিপি, আরডিপিপি, আরটিপিপি, পিডিপিপি ও প্রকল্প সারসংক্ষেপ প্রণয়ন ও প্রণীত প্রস্তাবসমূহ প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়সাধন;
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি), সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) ও মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও সমন্বয়;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে বিআরডিবি’র বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির খসড়া প্রণয়ন ও চুড়ান্তকরণ;
- মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, উন্নয়ন সংস্থা ও সহযোগী দেশের প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়;
- সরকারের চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (যেমন-আইন, বিধি, নীতিমালা ইত্যাদি) মতামত প্রদান।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন উন্নয়ন প্রকল্প

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	বরাদ্দ	প্রকল্পের এলাকা
১	“দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি”	(জানুযারী,২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)	২০৬৩৫.০৫ (লক্ষ টাকা)	দেশের ৬৪ টি জেলার ২৫৬ টি উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ বিহিনভাবে অনুমোদিত নতুন উন্নয়ন প্রকল্প

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	বরাদ্দ	প্রকল্পের এলাকা
১	পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে বিআরডিবি’র নবজাগরণ প্রকল্প	(জুলাই,২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত)	৩৬৬০০২.৬১ (লক্ষ টাকা)	বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার ৪৯৪ টি উপজেলাধীন দরিদ্র প্রবণ অঞ্চল।
২	লালমনিরহাট, নীলফামারী,কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড় জেলার দরিদ্রদের জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প	(জুলাই,২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত)	৯৩৮২.১৪ (লক্ষ টাকা)	রংপুর বিভাগের ০৪ টি জেলার ০৮টি উপজেলা
৩	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	(জুলাই,২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	২০৬৩৫.০৫ (লক্ষ টাকা)	বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার ২৫৬ টি উপজেলা
৪	মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট,টাংগাইল এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প।	(জুলাই,২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	৪২৩৮.১০ (লক্ষ টাকা)	মহিলা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দেওলা, টাংগাইল সদর, টাংগাইল।
৫	বিআরডিবি জোরদার ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প	(জুলাই,২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	৫৯৩৭৪.৪৪ (লক্ষ টাকা)	বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার ৪৮৫ টি উপজেলাধীন দরিদ্র প্রবণ অঞ্চল।
৬	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	(জুলাই,২০১৮ হতে জুন ২০২৩পর্যন্ত)	১৫৮১৮৯.২১ (লক্ষ টাকা)	৮টি বিভাগের ৪৮টি জেলার ২২২ টি উপজেলা
৭	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)-২য় পর্যায়	(জুলাই,২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)	৭২৫৮৪.০০ (লক্ষ টাকা)	খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ বিভাগের ২৭ টি জেলার ১২০ টি উপজেলা।
৮	বিআরডিটিআই’র শক্তিশালী ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	(জুলাই,২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত)	৪৭৩৪.০৪ (লক্ষ টাকা)	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), খাদিমনগর, সিলেট।

১২.২ গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পরিকল্পনা বিভাগের গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখার কার্যক্রম ও দায়িত্ব অতিব গুরুত্বপূর্ণ। এ শাখার প্রধান কাজ হলো বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম মূল্যায়ন, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও বিআরডিবি'র বার্ষিক প্রতিবেদন (বাংলা ও ইংরেজী) প্রকাশ। গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখা কর্তৃক নিয়মিতভাবে যে সকল উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ক রা হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ:

- বিআরডিবির বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম মূল্যায়ন;
- বিআরডিবির কর্মকান্ড ভিত্তিক ছোট পরিসরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, সম্পাদনা ও প্রকাশ;
- জাতীয় সংসদে বছরের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর তথ্য প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে বিআরডিবি'র তথ্য প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদে প্রশ্ন উত্তর পর্বের বিআরডিবি'র অংশের জবাব প্রদান;
- সরকারের সাফল্যের বিআরডিবি অংশের তথ্য প্রেরণ;
- অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য প্রেরণ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য প্রেরণ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক সময়ে সময়ে যাচিত তথ্য প্রেরণ;

১২.২.১ লাইব্রেরি

বিআরডিবির লাইব্রেরি গবেষণা ও মূল্যায়ন শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। লাইব্রেরির কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

- পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার বই-পুস্তক, জার্নাল, প্রতিবেদন ও অন্যান্য পাঠোপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
- বিভাগীয় পাঠকসহ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের গ্রন্থাগার সেবা প্রদান;
- বিআরডিবির বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রকাশনা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থাসমূহে প্রেরণ।

* লাইব্রেরী শাখার বই এর তালিকা নিম্নরূপ

ক্রঃ নং	বই এর ধরণ	সংখ্যা	ক্র. নং	বই এর ধরণ	সংখ্যা
১	বিআরডিবি'র প্রকাশনা	১৩৪	১০	আইন	১২০
২	বোর্ড কর্তৃক প্রকাশনা	২৪৪	১১	সমবায়	১৯০
৩	কৃষি	৩৪৮	১২	পরিসংখ্যান	২০৮
৪	কম্পিউটার	৬০২	১৩	চাকুরীবিধি/ আইন	১১৫
৫	অর্থনীতি	৮৪৮	১৪	টেকনোলজি	১১৬
৬	ইতিহাস	২০৭	১৫	ধর্ম	৮০
৭	সাহিত্য	১০৫	১৬	বিবিধ	৭৮২
৮	মুক্তিযুদ্ধ	৯৫		**মোট**	**৪৫৮২**
৯	গবেষণা	৪৮৮			

১২.৩ পরিবীক্ষণ শাখা

- বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের তথ্য সম্বলিত নিয়মিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;
- বিআরডিবি'র কার্যক্রমের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষকে তথ্য সহায়তা প্রদান;
- নির্ধারিত ফরম্যাট ও সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক যাচিত প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা;
- এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সার্বিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পর্যালোচনা সভা আয়োজন।

১২.৪ প্রোগ্রামিং শাখা

- সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিআরডিবি'র তথ্য প্রযুক্তি কার্যক্রম পরিচালনা;
- এমআইএস ব্যাবস্থাপনার মাধ্যমে বিআরডিবি 'র কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য পরিবীক্ষণ শাখাসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে সরবরাহ করা;
- তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা (হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, মানব সম্পদ) ;
- National web Portal এর আওতায় বিআরডিবি'র ওয়েবসাইট (Interactive) ব্যবস্থাপনা;
- সার্ভিস ইনোভেশনের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি'র তথ্য প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- বিআরডিবি'র কম্পিউটার ক্রয় ও ব্যবস্থাপনা;
- APA, NIS সহ বিভিন্ন সময়ে চাহিত তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত রির্পোট প্রদান।

১২.৫ নির্মাণ শাখা

- বিআরডিবি'র রাজস্ব বাজেট ও অনান্য প্রকল্প/কর্মসূচির অর্থায়নে সকল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ , মেরামত ও সংস্কার সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন;
- ভবিষ্যত প্রকল্পসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত নক্সা প্রস্তুত ও প্রাক্কলন প্রস্তুত।

নির্মাণ শাখার ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কার্যক্রমের বিবরণ:

ক্রঃ নং	রাজস্ব/প্রকল্প/কর্ম সূচির নাম	সম্পাদিত/চলমান কাজের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	অগ্রগতির হার (%)
১	রাজস্ব বাজেট	সদর দপ্তর পল্লী ভবন এর ৪র্থ তলা মেরামত/সংস্কার কাজ।	১৬,৮২,১১৩.০০	১০০%
২	রাজস্ব বাজেট	সদর দপ্তর পল্লী ভবন ৫ম ৬ষ্ঠ তলায় বাথরুমসহ মেরামত/সংস্কার কাজ।	৬,২২,০৪৪.০০	১০০%
৩	রাজস্ব বাজেট	শরিয়তপুর জেলার ডামুড্যা উপজেলা পল্লী ভবনের ছাদ পুনঃনির্মানসহ মেরামত/সংস্কার কাজ।	২৪,৬৯,০৩৪.০০	১০০%
৪	রাজস্ব বাজেট	শরিয়তপুর জেলার গোসাইহাট উপজেলা পল্লীভবন মেরামত/সংস্কার কাজ।	১৪,৮৬,৯৬২.০০	১০০%
৫	রাজস্ব বাজেট	ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলা পল্লীভবন মেরামত/সংস্কার কাজ।	১০,৫২,৬৮২.০০	১০০%
৬	রাজস্ব বাজেট	বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলা পল্লীভবন মেরামত/সংস্কার কাজ।	৯,০৬,১৬৫.০০	১০০%
৭	রাজস্ব বাজেট	কুমিল্লা জেলার নাঙ্গালকোট উপজেলা পল্লীভবন মেরামত/সংস্কার কাজ।	১১,২১,৩৫৮.০০	১০০%
৮	রাজস্ব বাজেট	চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলা পল্লীভবন মেরামত/সংস্কার।	৮,৫০,৩৯৭	১০০%
৯	রাজস্ব বাজেট	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলা এসআইআরডিপি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মেরামত/সংস্কার কাজ।	১৭,০৯,৯৮০.০০	১০০%
১০	রাজস্ব বাজেট	যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলা পল্লীভবন মেরামত/সংস্কার।	১৪,৫০,৬৩০.০০	১০০%
১১	রাজস্ব বাজেট	পটুয়াখালী জেলা পল্লী ভবন মেরামত/সংস্কার।	৭,৬৭,৪১৬.০০	১০০%
১২	রাজস্ব বাজেট	সদর দপ্তর পল্লীভবনের নীচ তলায় দক্ষিণ,পশ্চিম ও উত্তর পার্শ্বের তিনটি কক্ষ রংকরণসহ অন্যান্য কাজ।	৩,১৯,৬৯৯.০০	১০০%
১৩	রাজস্ব বাজেট	বিআরডিবি'র সদর দপ্তর পল্লীভবনের ৪র্থ তলা পর্যন্ত সিড়ির এসএস রেলিং এবং সিড়িঘর, করিডোর ও লিফট এর সম্মুখভাগ টাইলস,রংকরণ ও আনুষাঙ্গিক কাজ।	৪,৬২,৬৫২.০০	১০০%

১২.৬ বিআরডিবি ও আইসিটি

২০০৯ সালে জাতীয় দারিদ্র্য হার হ্রাস কৌশলপত্রে (NSAPR) বাংলাদেশের উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্বপ্রাপ্ত অনুঘটক হলো আইসিটি। পল্লী এলাকার অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে আইসিটিকে অন্যতম সহায়ক (Tool) হিসেবে গণ্য করে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার ক্ষেত্রে 'ভিশন -২০২১' ও 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর কর্ম-পরিকল্পনাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে বিআরডিবি 'র উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সেবা প্রদান পদ্ধতির উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস ও পল্লী এলাকায় বসবাসরত পুরুষ ও মহিলাদের ভাগ্যোন্নয়নে বিআরডিবি আইসিটিকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে। পল্লী এলাকার তৃণমূল পর্যায়ের নেতৃত্বের বিকাশে উৎসাহ প্রদান এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর কৌশলপত্র অনুযায়ী বিআরডিবি 'র কর্মকাণ্ডে আইসিটির প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। ২০১০ সালে বিআরডিবি'র আইসিটি সেল গঠন করা হয় এবং বিগত অক্টোবর ২০১৭ সালে আইসিটি সেলের কার্যক্রম শুরু হয় । প্রোগ্রামিং শাখার মাধ্যমে এ সেলের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে । এ সেল সরকারের আইসিটি নীতিমালা -২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিআরডিবি'র আইসিটি নীতি, কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে থাকে।

বিআরডিবি'র উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আইসিটির প্রভাব

এটা প্রত্যাশিত যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর ভিশনসমূহ বাস্তবায়িত হলে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে। ফলে দেশের সকল নাগরিক সমতা ভিত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমভাবে ক্ষমতাবান হতে পারবে। বিআরডিবি 'র আইসিটি নীতির কারণে পল্লী এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সকল উদ্যোগে আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে বিআরডিবি দ্রুত, কম খরচে এবং কম ভিজিটে গুণগতমানের সেবা প্রদানের মাধ্যমে পল্লী এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার গুণগত মানে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে।

ডিজিটাল বিআরডিবি'র কৌশলগত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসমূহ ও অগ্রগতি

(ক) আইসিটি প্রশিক্ষণ

বিআরডিবি কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের আইসিটি প্রশিক্ষণের বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করে আসছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে কম্পিউটার ব্যবহার ১৬০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে ই-ফাইল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ২৫০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে বাংলা ইউনিকোড ও নিকষ ফন্ট ব্যবহার এবং বিভিন্ন মৌলিক প্রশিক্ষণে ২০৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে আইসিটি (কম্পিউটার পরিচালনা) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগীদের কম্পিউটার পরিচালনা, মোবাইল ও কম্পিউটার মেরামত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও টোল ফ্রিআইপি টেলিফোন সংযোগ

বিআরডিবি'র সদরদপ্তরে ওয়াই-ফাই (Wi-Fi) প্রযুক্তির সুবিধাসহ ৬০ এমবিপিএস গতি সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ চালু এবং সকল জেলা ও উপজেলাদপ্তরে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ চালু করা হয়েছে এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইন্টারনেটের জন্য আলাদা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর/সংস্থার সাথে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ০৩ টি টোল ফ্রি আইপি টেলিফোন সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

(গ) ওয়েবসাইট ও ই-মেইল

বিআরডিবি'র সকল কার্যক্রম জনসম্মুখে প্রকাশের প্লাটফর্ম হিসেবে National Web portal এর আওতায় একটি Interactive ওয়েবসাইট (www.brdb.gov.bd) চালু আছে। দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল প্রকার মৌলিক তথ্য , বিআরডিবি 'র কার্যক্রম ও নাগরিক সেবা সংক্রান্ত তথ্য, দাপ্তরিক সংবাদ ও অফিস আদেশসমূহ , প্রয়োজনীয় ফরম, প্রকল্প বাস্তবায়ন নীতিমালা ইত্যাদি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে । এছাড়া, বিআরডিবি'র ৪৮৯টি উপজেলা ও ৬৪টি জেলাদপ্তরের ওয়েব পোর্টাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালে যুক্ত করা হয়েছে। সহজ ইলেকট্রনিক যোগাযোগের লক্ষ্যে বিআরডিবি'র সদরদপ্তর, জেলা ও উপজেলা দপ্তরসমূহের জন্য ৬৫৭ টি অফিসিয়াল ওয়েবমেইল (যেমন: ddprog.brdb.gov.bd) ব্যবহার করা হচ্ছে। যেকোন স্থান থেকে বিআরডিবি 'র কার্যক্রম বিষয়ে বা অন্য যে কোন বিষয়ে জানা বা মতামত প্রদানের জন্য ওয়েব সাইটে কমেন্ট বক্স যুক্ত করা হয়েছে। বিআরডিবি'র ওয়েবসাইটে বার্ষিক ভিজিটরের সংখ্যা ১০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে।

(ঘ) পিডিএস

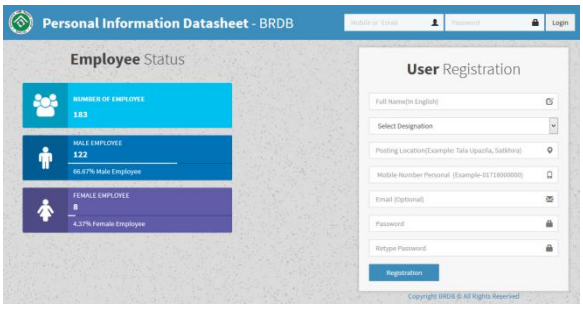

বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের চাকরিকালীন সকল রেকর্ড সংরক্ষণের লক্ষ্যে অনলাইন ভিত্তিক পিডিএস সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারির চাকরি সংক্রান্ত রেকর্ড বুক হিসেবে পিডিএস কাজ করবে। কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের অনলাইন সফটওয়্যারে রেজিষ্ট্রেশন আবেদন ও সফটওয়্যারের Administrator কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে এ সফটওয়্যারে প্রবেশ (Access) করা এবং ব্যক্তিগত/চাকরি সংক্রান্ত তথ্য এন্ট্রি করা যায়। এ পর্যন্ত ২৪০০ কর্মকর্তা/কর্মচারী পিডিএস সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য পিডিএস সফটওয়্যারের অধিকতর উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রয়েছে।

(ঙ) এমআইএস

অনলাইন এমআইএস সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিআরডিবি 'র এমআইএস রিপোর্টিং ব্যবস্থা প্রবর্তণ করা হয়েছে। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায় থেকে অনলাইন এন্ট্রিকৃত ডাটা সদরদপ্তরে প্রক্রিয়াকরণ এবং আউট সোর্সিং সার্ভারে এ ডাটা সংরক্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য এমআইএস সফটওয়্যারের অধিকতর উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রয়েছে।

(চ) সার্ভিস প্রোফাইল বুক

বিআরডিবি'র সকল সেবা সম্পর্কে জানতে সার্ভিস প্রোফাইল বুক তৈরি করা হয়েছে। এতে বিআরডিবি'র প্রোফাইল, নাগরিক সেবাসমূহের পরিচিতি ও সেবা প্রদান পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। ওয়েবসাইটের http://brdb.gov.bd/images/Demo/book_no_17_brdb.pdf লিংকে বিআরডিবি'র সার্ভিস প্রোফাইল বুক এর সফটকপি পাওয়া যায়। এই লিংকে গিয়ে যে কেউ বিআরডিবি 'র সেবাসমূহ ও সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারেন এবং কর্মস্থলে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ এ লিংকের সাহায্য নিতে পারেন।

(ছ) সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজিকরণ(SPS)

তথ্য ও প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত, কম খরচে এবং কম যাতায়াতে (Visit) নাগরিক সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিআরডিবি সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজিকরণে কাজ করে আসছে। সেবা প্রদানে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় ইতোমধ্যে কর্মকর্তাগণ সেবা পদ্ধতি সহজিকরণে বেশ কিছু উদ্ভাবনী আইডিয়া (Idea) তৈরি করেছেন। এগুলোর মধ্যে 'ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া সহজিকরণ' আইডিয়াটি প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করে বিদ্যমান ঋণ বিতরণ পদ্ধতিকে সহজ করে দ্রুত, কম খরচে এবং কম যাতায়াতে (TCV) ঋণ বিতরণ পদ্ধতি প্রবর্তণের জন্য কাজ চলছে। তাছাড়া 'অভ্যন্তরীণ দায় দেনার তথ্য প্রদানসহজীকরণ' নামে একটি সেবা হাতে নেয়া হয়েছে।

(জ) নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন

মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি ও উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে উৎসাহ প্রদানে বিআরডিবি'র উদ্যোগ প্রশংসনীয়। নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য বিআরডিবি 'র ক্রমপুঞ্জিত প্রায় ১০০ জন কর্মকর্তাকে এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ', মেন্টরিং ও ToT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১ টি আইডিয়া সারা বাংলাদেশে স্কেলআপ, ১ টি আইডিয়া আঞ্চলিকভাবে রেপ্লিকেশন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বিআরডিবি 'র সদরদপ্তরে ইনোভেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটি কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের ইনোভেশন আইডিয়া গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করে থাকে।

(ঝ) মাইক্রোফাইন্যান্স সফটওয়্যার(MFS)

বিআরডিবি'র বাস্তবায়নাধীন ইরেসপো প্রকল্পে MFS প্রবর্তণ করা হয়েছে। এটি মূলত সদস্যদের ডাটাবেইজ, MIS and AIS সমন্বিত সফটওয়্যার যার মাধ্যমে সদস্যদের তথ্য , সঞ্চয় ও ঋণের তথ্য এবং যাবতীয় হিসাব সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। বিআরডিবি এ সফটওয়্যারটিকে মূল কর্মসূচিসহ অন্যান্য প্রকল্পে চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

(ঞ) সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহার

উদ্ভাবনী উপায়ে কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিআরডিবি কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের উদ্ভাবনী আইডিয়া সৃজন ও তা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি (Share) করার জন্য সোস্যাল মিডিয়ার ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করে থাকে। সোস্যাল মিডিয়া 'ফেসবুক' জীবনের অনেক ক্ষেত্রে ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনের অন্যতম অবলম্বন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে । বিআরডিবি'র অফিসিয়াল গ্রুপ পেজ facebook.com/groups/brdb.gov নাগরিক সমাজ ও কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে চিন্তাভাবনার ভাগাভাগিতে (Sharing) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এতে করে বিআরডিবি'র নাগরিক সেবাসমূহ স্বল্প সময়ে, অল্প খরচে এবং কম যাতায়াতে সরবরাহ করা সম্ভব **হচ্ছে। বিআরডিবি'র ৪৯০ উপজেলা ও ৬৪ টি জেলাদপ্তরের 'ফেসবুক পেজ' খোলা হয়েছে।** সকল উপজেলা ও জেলাদপ্তর এবং বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ অফিসিয়াল গ্রুপ পেজ এ যুক্ত আছেন। দেশের যে কোন নাগরিক 'ফেসবুক পেজ' এ যুক্ত হতে পারেন।

(ট) ই-ফাইল (নথি) ব্যবস্থাপনা

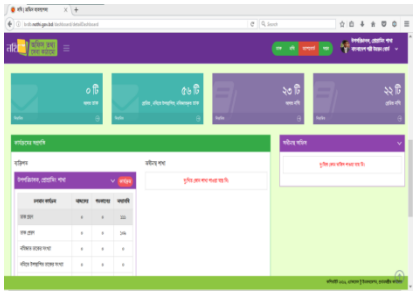

সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মস্থলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে বিআরডিবি এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় সদরদপ্তরে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করেছে। ফাইলে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য কমানোর লক্ষ্যে কাগজের কম ব্যবহারের (less paper not paper less) মাধ্যমে সেবাগ্রহিতা বান্ধব অফিস তৈরি করা ই-ফাইল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। সদরদপ্তরের সকল বিভাগের সকল শাখায় ই-ফাইল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-নথি ব্যবস্থাপনার ৭৬ টি দপ্তর/সংস্থার বিআরডিবি'র অবস্থান ১০-১৫ মধ্যে থাকে।

(ঠ) কর্পোরেট মোবাইল সীম ও ফিল্ডফোর্স লোকেটর সফটওয়্যার ব্যবহার

সদরদপ্তর, জেলাদপ্তর ও উপজেলা দপ্তর সমূহের মধ্যে টেলিফোন নেটওয়ার্ক সচল রয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে আন্ত:যোগাযোগ ও সুবিধাভোগীদের সাথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রক্ষার জন্য ২০১৮-২০১৯অর্থবছরে সদরদপ্তর ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের মধ্যে ২২৫০টি কর্পোরেট মোবাইল সিম সরবরাহ করা হয়েছে। মোবাইল অপারেটর বাংলালিংক এর সহযোগিতায় কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের অবস্থান জানার মাধ্যমে মাঠ কার্যক্রম অনুসরণের জন্য ফিল্ডফোর্স লোকেটর সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।

(ড) ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম

সদরদপ্তরে স্থাপিত ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমের মাধ্যমে উপজেলা ও জেলাদপ্তর এবং প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলোর সাথে যুক্ত হওয়া যায়। সদরদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা , মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে আলোচনা , জেলাদপ্তরসমূহের মাসিক সমন্বয় সভায় যুক্ত হওয়া এবং পল্লী এলাকার সুবিধাভোগীদের সাথে মত বিনিময় ইত্যাদি ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সদরদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে যুক্ত হয়ে তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের নির্দেশনা পাচ্ছেন। বিআরডিবি'র মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। বছরে প্রায় ২০ টির মত ভিডিও কনফারেন্স পরিচালিত হয়।

(ঢ) ডিজিটাল হাজিরা ব্যবস্থাপনা ও সিসি ক্যামেরা স্থাপন

সদরদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের সময়মতো অফিসে হাজিরা ও প্রস্থান নিশ্চিতকল্পে ফিংগার প্রিন্ট মেশিনে ডিজিটালাইজড হাজিরা ব্যবস্থা প্রবর্তণ করা হয়েছে। এছাড়া সদরদপ্তরের নিরাপত্তা, কর্মকর্তা/কর্মচারি ও সদরদপ্তরে আগত সেবাগ্রহিতা/অতিথিদের গতিবিধি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষেণ করার জন্য প্রবেশ দ্বারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফ্লোর, করিডোর ও শাখায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

(ণ) **ই-বুলেটিন প্রকাশ:** সদরদপ্তরের জনসংযোগ ও সমন্বয় শাখা থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক বুলেটিন ওয়েবসাইটে ই -বুলেটিন হিসেবে প্রকাশ করা হয়। এতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান /কর্মকান্ডের প্রতিবেদন, কার্যক্রমভিত্তিক সংবাদ , কর্মক্ষেত্রে কর্মকর্তাবৃন্দের সাফল্য ও স্বীকৃতি, সুবিধাভোগীদের সাফল্য কথা এবং পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণাপত্র/লেখাসমূহ প্রকাশ করা হয়।

বিআরডিবি'র ত্রৈমৌসিক অনলাইন নিউজলেটার

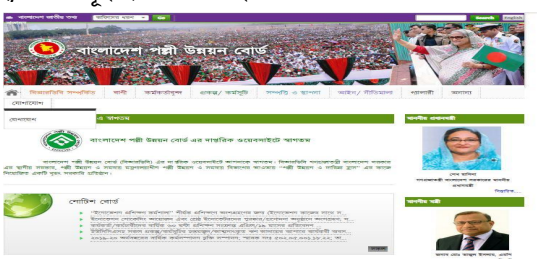

বিআরডিবি'র ওয়েব সাইটের হোমপেজ

১৩. প্রশিক্ষণ বিভাগ

প্রশিক্ষণ বিভাগ যুগোপযুগী মানব সম্পদ তৈরির জন্য বিআরডিবি ’র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিসহ মাঠ পর্যায়ের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যে বাজেট প্রণয়নসহ বাস্তবায়ন পরিকল্পনা/নির্দেশনা দিয়ে থাকে। এছাড়া বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত কর্মকতা মনোনয়ন ও এ সম্পর্কিত দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন এবং বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক সেমিনার ও কর্মশালা এ বিভাগ কর্তৃক আয়োজন করা হয়। পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এর নেতৃত্বে এ বিভাগ পরিচালিত হয় । পরিচালককে সহায়তা করার জন্য রয়েছে ১জন উপপরিচালক, ১জন সহকারী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ। বিআরডিবি ’র আওতায় বর্তমানে তিনটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ বিভাগের তত্বাবধানে পরিচালিত প্রশিক্ষণের তথ্য নিম্নরুপঃ

ক) বিআরডিবিভুক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

ক্রঃনং	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
			২০১৮-১৯	ক্রমপুঞ্জিত
১	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনিষ্টটিউট (বিআরডিটিআই)	দক্ষতা উন্নয়ন	৪,৮৯৯	৯৪,৮৩৭
২	নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনিষ্টটিউট (এনআরডিটিআই)	দক্ষতা উন্নয়ন	৮৩০	১৪,৭২৮
৩	টাঙ্গাইল মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএমটিসি)	দক্ষতা উন্নয়ন	১৮৮	৯,৮১৪
	মোট		**৫,৯১৭**	**১,১৯,৩৭৩**

খ) বিআরডিবি বহির্ভূত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (২০১৮-১৯)
১	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন কেন্দ্র, ঢাকা	বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক	৩৩জন
২	বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার	বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক	১ জন
৩	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী	বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক	০৯জন
৪	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট	বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক	৩ জন
৫	ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ	বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক	২ জন
৬	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে (বার্ড)	দক্ষতা উন্নয়ন	৩৪ জন
৭	বাপার্ড, গোপালগঞ্জ	দক্ষতা উন্নয়ন	৮০
৮	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি	৪ জন
	মোট		**১৬৬জন**

গ) বিআরডিবি সদর দপ্তরের প্রশিক্ষণ

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (২০১৮-১৯)
১	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ	৭২০ জন
২	আইন ও বিধি বিধান বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২০ জন
৩	ই-নথি প্রশিক্ষণ	১২৮ জন
৪	শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ও ব্যবস্থাপনা এবং উদ্ভাবণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬৪ জন
৫	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি,এমআইএস,পিডিএস ও ই-বেনিফিসিয়ারী ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৬৪ জন
৬	গাড়ি চালকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৪০ জন
	মোট	**১১৩৬ জন**

ঘ) বিআরডিবি জেলা, উপজেলায় প্রশিক্ষণ

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	
		২০১৮-১৯	ক্রমপুঞ্জিত
১	কর্মকর্তা,কর্মচারী	৩,৫৬২	৩১,৯২৮
২	সুফলভোগী		
ক)	দক্ষতা উন্নয়ন	২৯,২৮০	৯,৫৩,১৬৫
খ)	মানব উন্নয়ন	১,১৪,১১৭	১২,৪১,২৮৭

ঙ) ২০১৮-১৯ বছরে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

ক্রঃ নং	দেশের নাম	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (২০১৮-১৯)
১	থাইল্যান্ড	Sanction Of Deputation To Participate In The Study Tour Cum Exposure Visit In Thailand	20.06.2019 to 27.06.2019	৪ জন
২	ভারত	Post Graduate Programme Diploma in Rural Development Management [PGDRDM]	16.08.2018 to 15.08.2019	১ জন
৩	যুক্তরাষ্ট্র	Strengthening Government Through Capacity Development Of The BCS Cadre Official[phase-11]	20.05.2019 to 31.05.2019	২ জন
৪	জাপান	Local Industry Development In Agricultural Regions By Strengthening Capacity Of Management And Marketing	14.01.2019 to 26.0202019	১ জন
			মোট	**৮ জন**

মহাপরিচালক, বিআরডিবি কর্তৃক শরিক প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সচিবদের মধ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন।

১৩.১ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসসূহ

১ । বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), সিলেট

২। নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

৩। টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডব্লিউটিসি)

১৩.১.১ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিআরডিটিআই), সিলেট

বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে বিআরডিটিআই জাতীয় পর্যায়ের অন্যতম প্রাচীন একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান । ইনস্টিটিউটটি বর্তমানে বিআরডিবি'র অধীনে বিভাগীয় লোকবল ও সুবিধাভোগীদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি নানাবিধ প্রশিক্ষণ , ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি কোর্সের আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের

চিত্র: বিআরডিটিআই প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন

স্বাধীনতাপূর্বকালে গ্রাম উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত ভিলেজ -এইড বা ভি -এইড কর্মসূচির আওতায় কর্মকর্তা -কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৪ সনে এ প্রতিষ্ঠানটির জন্ম । ভি-এইড কর্মসূচির অবলুপ্তি ঘটলে এটিকে পাকিস্তানের মৌলিক গণতন্ত্র প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিডিটিআই) নামকরণ করা হয়। ১৯৬৮ সনে আরেক দফা নাম পরিবর্তন করে এটিকে পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আরডিটিআই) করা হয়। স্বাধীনতার পর পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ও গুরুত্ব বৃদ্ধির পেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১৯৭৪ সনের মে মাসে ইনস্টিটিউটকে বিআরডিবি 'র পূর্বসূরি 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি ' (আইআরডিপি)-এর নিকট হস্তান্তর করে। পরবর্তীতে ১৯৯২ সনে এটিকে জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ একাডেমির মর্যাদায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বা বিআরডিটিআই নামে বিআরডিবি'র মূল সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত করা হয়।

বিআরডিটিআই'র অবস্থান

সিলেট শহর হতে আট কিলোমিটার দক্ষিণ -পূর্বে খাদিমনগরে সিলেট -তামাবিল মহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে ১০ .৬২ একর ভূমির উপর বিআরডিটিআই অবস্থিত। এর আশেপাশে রয়েছে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট , বিসিক শিল্পনগরী, সরকারি মৎস্য খামার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাদিম চা বাগান, সিলেট সদর উপজেলা পরিষদ এবং প্রখ্যাত সুফি সাধক হযরত শাহ পরান (রঃ) এর মাজার শরীফ।

বিআরডিটিআই'র বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা: অডিটরিয়াম:

ইনস্টিটিউটের বর্তমান ফ্যাসিলিটিজের মধ্যে রয়েছে দ্বি-তল বিশিষ্ট প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন । এর নিচ তলায় অফিস ও অনুষদ সভা কক্ষ অবস্থিত । দ্বিতীয় তলায় রয়েছে চারটি শ্রেণি কক্ষ এবং এর সংলগ্ন একটি করে সিন্ডিকেট কক্ষ । এছাড়া রয়েছে আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রি সংরক্ষণাগার , একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, একটি কম্পিউটার ল্যাব এবং পিএ সিস্টেম সম্বলিত একটি সম্মেলন কক্ষ। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য রয়েছে চারটি হোস্টেল , দ্বিতল ক্যাফেটেরিয়া , মসজিদ এবং ছয়শ ' আসনবিশিষ্ট অত্যাধুনিক অডিটরিয়াম। ক্যাফেটেরিয়ায় একত্রে ৩৫০ জনের আপ্যায়ন এবং হোস্টেল চারটিতে ১৬০ জনের আবাসন ফ্যাসিলিটিজ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক ভবনসমুহও ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

বিআরডিটিআই'র অডিটরিয়াম : সুযোগ-সুবিধার বিচারে বিআরডিটিআই অডিটরিয়াম সিলেট অঞ্চলের মধ্যে সেরা । ২০০৭ সনে নির্মিত অত্যাধুনিক এ অডিটরিয়ামে দ্বিতল গ্যালারিসহ মোট আসন সংখ্যা ছয়শ'। অত্যাধুনিক সাউন্ড ও ডিজিটাল লাইটিং কন্ট্রোলিং সিস্টেম সম্বলিত অডিটরিয়ামটি কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। এর রয়েছে অটো জেনারেটর ও অগ্নিনির্বাপণ সুবিধা। বাইরের দিকে একত্রে একশ' গাড়ি পার্কিং উপযোগী সুপরিসর পার্কিং এরিয়া রয়েছে।

বর্তমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: বিআরডিটিআই-এ বার্ষিক গড়ে পাঁচহাজার কর্মকর্তা -কর্মচারী ও সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এরমধ্যে বিভাগীয় কর্মকর্তা -কর্মচারীদের দু'মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, রিফ্রেশার্স ও দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স উল্লেখযোগ্য । পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত বিআরডিটিআই-সংযুক্তি ও অন্যান্য সংক্ষিপ্ত কোর্স উপলক্ষে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিটিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমি , এনআইএলজি, বিয়াম ফাউন্ডেশন, পোস্টাল একাডেমি , জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনা একাডেমি (এনএপিডি)-সহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ একাডেমি হতে বিভিন্ন ক্যাডার ও নন-ক্যাডার কর্মকর্তাবৃন্দ নিয়মিতভাবে বিআরডিটিআই-এ আগমন করেন।

গত ২০১৮ -১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা -কর্মচারীদের জন্য সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশে পর্যটনকেন্দ্রিক প্রশিক্ষণের একটি নতুন ধারণা বিআরডিটিআই সূচনা করতে সক্ষম হয়েছে।

চিত্র: ইউআরডিও/সমমানের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে
বিআরডিবি'র মহাপরিচালক মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার (২৫ মে ২০১৯)

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

গত ২০১৮ -১৯ অর্থবছরে বিআরডিটিআই ৪ হাজার ৮৯৯ জন কর্মকর্তা -কর্মচারী ও সুফলভোগীকে বিভিন্ন মেয়াদে ট্রেডভিত্তিক আইজিএ ও বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স, পর্যটনকেন্দ্রিক সঞ্জীবনী কোর্স, অন্যান্য একাডেমিসমূহের বুনিয়াদি কোর্সের আওতায় বিআরডিটিআই-সংযুক্তি কোর্স এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিআরডিটিআই'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (অর্জন)

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের ক্যাটাগরি	অংশগ্রহণকারীর বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থী	
			ব্যাচ	সংখ্যা
১	দক্ষতা উন্নয়ন কোর্স	বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী	১০	৩৮৮
২	পর্যটনকেন্দ্রিক সঞ্জীবনী কোর্স	মন্ত্রণালয় বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী	৩৯	৫৪১
৩	বিআরডিটিআই-সংযুক্তি কার্যক্রম	জাতীয় পর্যায়ের অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	৭	৩৯৪
৪	ট্রেডভিত্তিক আইজিএ প্রশিক্ষণ	আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পভুক্ত উপকারভোগী	৬৫	২৪৮৫
৫	অন্যান্য	এনজিওকর্মী ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম	২০	১০৯১
		মোট =	১৪১টি	৪,৮৯৯ জন

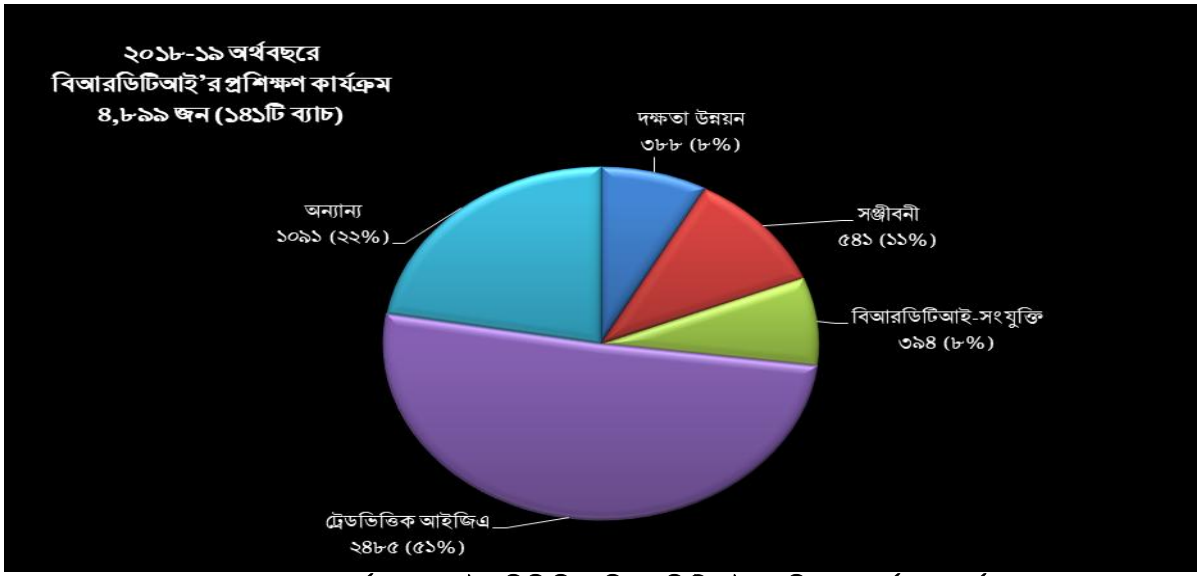

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ক্যাটাগরিভিত্তিক বিআরডিটিআইর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (অর্জন)

১৩.১.২ নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ভূমিকাঃ ডানিডার অর্থায়নে নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (এআরডিপি-২) এর আওতায় ১৯৮৭ সালে নোয়াখালী জেলা সদরের কেন্দ্রস্থলে প্রায় ১.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭,০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট নোয়াখালী পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্রটি নির্মিত হয় এবং প্রকল্প সহায়তায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ৩০ জুন ১৯৯২ পর্যন্ত পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হয়। ইহা একটি পুর্নাঙ্গ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
বৃহত্তর নোয়াখারী, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ন্যায় আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন অন্য কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান না থাকায় এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি এতদাঞ্চলের বিআরডিবিসহ অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার প্রশিক্ষণ চাহিদা পুরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা করে আসছে। বিআরডিবিসহ বিভিন্ন সরকারী-রবসরকারী সংস্থার মাঠকর্মী ও উপকারভোগীদের প্রয়োজনানুযায়ী প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি কাজে এ প্রতিষ্ঠানটির অবদান অনস্বীকার্য।
সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০/০৯/২০০১ থেকে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক) এর অর্থায়নে এবং ৩০/০৬/২০০৫ তারিখ পদাবিক সমাপ্ত হওয়ার পর নিজস্ব আয় থেকে পদাকিবের নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি পরিচালিত হচ্ছ।
বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাঃ দ্বি-তল বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে ৪০ আসনবিশিষ্ট ২টি শ্রেণী কক্ষ, ১০০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়াম, ৫০ আসন বিশিষ্ট ডাইনিং হল, ২টি ফেসিলিটেটর কক্ষ ও ৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিআরডিবি কর্মকর্তা,কর্মচারী ও সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণের তথ্য

ক্রঃনং	প্রশিক্ষনার্থীর বিবরণ	প্রশিক্ষণের ধরন	২০১৮-১৯ অর্থবছরের অগ্রগতি	
			ব্যাচের সংখ্যা	মোট
১	পল্লী উন্নয়ন অফিসার	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	০১	৪০
২	হিসাব রক্ষক	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	০১	৪০
৩	মাঠ সংগঠক (মউ)	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	০১	৪০
৪	মাঠ সংগঠক (মউ) ও ইউসিসি এ কর্মচারী	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	০১	৪০
			মোট	১৬০

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিআরডিবি বহিঃভূত প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণের তথ্য

ক্রঃনং	প্রশিক্ষনার্থীর বিবরণ	প্রশিক্ষণের ধরন	২০১৮-১৯ অর্থবছরের অগ্রগতি
১	অন্যান্য /এনজিওর কর্মকর্তাদের	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	২০০
২	এনজিওদের সুফলভোগী	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	২২০
৩	জনপ্রতিনিধি ও এনজিও কর্মীদের	সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ	১৩০

১৩.১.৩ টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডব্লিউটিসি)

টাঙ্গাইল মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৯৮৪ সালে জার্মান কারিগরী সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।১৯৮৭ সালে মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি বিআরডিবির মহিলা কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত হয়।জুলাই ২০০৫ সালে প্রকল্প মেয়াদকালেরজন্য এটি বিআরডিবি-জাইকার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত পিআরডিপি প্রকল্পের নিকট ন্যস্ত করা হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানটি লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টার (এলএমটিসি) হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। লিংক মডেল ট্রেনিং সেন্টারটি রাজধানী ঢাকা হতে ১০০ কিলোমিটার দূরে টাঙ্গাইল জেলা শহরের নতুন বাস টার্মিনাল হতে ২০০ মিটার উত্তরে দেওলাতে টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মূল সড়কের পাশে বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত ৩.১৬৮ একর জমির উপর স্থাপিত। এখানে পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের প্রশিক্ষণ ছাড়াও প্রকল্পভূক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং বিআরডিবি'র সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে সুফলভোগীদের যে সকল বিষয়ের উপর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেগুলি হলোঃ দর্জিবিদ্যা, ব্লক, বাটিক, এমব্রয়ডারী, হাঁস-মুরগী ও পশু পালন, সবজি চাষ, নার্সারী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটি দ্বি-তল ভবন বিশি ষ্ট একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ভবনে মোট ২৩টি কক্ষ আছে। এখানে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের সুবিধা সম্বলিত একটি কক্ষ ও সমমাপের অফিস কক্ষ রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জন্য ১০টি আবাসিক কক্ষ রয়েছে যেখানে মোট ২০জন প্রশিক্ষণার্থী অবস্থান করতে পারে। এছাড়া এখানকার ডাইনিং এ একসঙ্গে ৩০ জনের খাওয়ার সুব্যবস্থা রয়েছে। ২০০৫-০৬ সাল থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানটিতে বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ৫ ৮৭২ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়:

ক্রঃনং	প্রশিনার্থীর বিবরণ	প্রশিক্ষণের ধরন	২০১৮-১৯ অর্থবছরের অগ্রগতি	
			ব্যাচের সংখ্যা	মোট
১	সহকারী পল্লী উন্নয়ন অফিসার, ইউডিও, ইউপি সচিব, ভিডিসি'র সভাপতি ও সম্পাদক	ওয়ার্ক সপ	০৬	১৮৮

১৪. মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম

১। মানব সংগঠন ও সদস্য অর্ন্তভূক্তি
২। মানব সম্পদ উন্নয়ন
৩। মূলধন গঠন
৪। ঋণ সহায়তা ও ঋণ আদায়
৫। সম্প্রসারণ কার্যক্রম
৬। নারীর ক্ষমতায়ন
৭। কৃষি প্রযুক্তি ও সেচ ব্যবস্থাপনা

১৪.১ মানব সংগঠন সৃষ্টি ও সদস্য অর্ন্তভূক্তি

বিআরডিবি'র সূচানালগ্ন থেকে মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের **'দ্বি-স্তর'** সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ , খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মতামত প্রকাশের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা বৃদ্ধি । সর্বোপরি পল্লীর জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিকে পল্লীর সার্বিক উন্নয়নের প্লাট ফরম হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সকল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। কিন্তু পরবর্তীতে একদিকে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের স্বীয় পদ্ধতি অনুযায়ী সেবাদান শুরু এবং অন্যদিকে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বাইরে বিপুল বিত্তহীন/দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিআরডিবি 'র কার্যক্রমের বাইরে থাকায় নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিআরডিবি সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক দল (সমবায় নিবন্ধন ছাড়া) গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করে। বিআরডিবি'র কার্যক্রমের শুরু থেকে সকল প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মানব সংগঠন সৃষ্টির সংখ্যা ১.৮০ লক্ষ টি এবং সদস্য অন্তর্ভুক্তি সংখ্যা ৫৫.৮৭ লক্ষ জন।

শুরু হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মানব সংগঠন সৃষ্টি

কার্যক্রমের ধরণ	২০১৮-২০১৯অর্থবছরে									৩০ জুন, ২০১৯ ক্রমোপুঞ্জিত								
	আনুষ্ঠানিক সমিতি			অনানুষ্ঠানিক দল			সর্বমোট সমিতি/দল			আনুষ্ঠানিক সমিতি			অনানুষ্ঠানিক দল			সর্বমোট সমিতি/দল		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
সমিতি	২৯৮	৩৫৮	**৬৫৬**	৩৭৬	৮৫৬	**১,২৩২**	৬৭৪	১২১৪	**১,৮৮৮**	৬৪,৭০৩	৩৭,৯৪১	**১,০২,৬৪৪**	২৯,৭৬৩	৪৭,১৪৬	**৭৬,৯০৯**	৯৪,৪৬৬	৮৫,০৮৭	**১,৭৯,৫৫৩**
সদস্য	১৬,০২৮	২৫,৫৪৯	**৪১,৫৭৭**	১৫,৫৮৬	২৮,১২৯	**৪৩,৭১৫**	৩১,৬১৪	৫৩,৬৭৮	**৮৫,২৯২**	২০,৬৮,৪৫৪	১২,৭০,০০০	**৩৩,৩৮,৪৫৪**	৮,৯৫,৬৬৮	১৩,৫২,৭৪৭	**২২,৪৭,৪১৫**	২৯,৬৪,১২২	২৬,২২,৭৪৭	**৫৫,৮৬,৭৬৯**

বাসন্তী রাণী মন্ডলের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণে গাভী পালন।

১৪.২ মূলধন গঠন

বিরডিবি'র সদস্যদের মূলধন গঠনের মাধ্যমে বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহিত করে। এছাড়াও আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক উভয় সমিতি/দলের সদস্যদের পুঁজি গঠনের জন্য সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমায় উৎসাআহিত করে। বিআরডিবি'র কার্যক্রমের শুরু থেকে সকল প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত সদস্যদের ক্রমপুঞ্জিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১৪১.৮২ কোটি টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৬৪৫.৯৬ কোটি টাকা।

শুরু হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা):

পুঁজি গঠন কার্যক্রমের ধরণ	২০১৮-২০১৯অর্থবছরে									৩০ জুন, ২০১৯ ক্রমোপুঞ্জিত								
	আনুষ্ঠানিক সমিতি			অনানুষ্ঠানিক দল			সর্বমোট সমিতি/দল			আনুষ্ঠানিক সমিতি			অনানুষ্ঠানিক দল			সর্বমোট সমিতি/দল		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
শেয়ার জমা	৪০০.৪৩	৮১৯.৫৯	**১২২০.০২**	০	০	**০**	৪০০.৪৩	৮১৯.৫৯	**১২২০.০২**	৭৬৯৩.৬০	৬৪৮৮.৬৭	**১৪১৮২.২৭**	০	০	**০**	৭৬৯৩.৬০	৬৪৮৮.৬৭	**১৪১৮২.২৭**
সঞ্চয় জমা	৮২৬.০৪	১৮৬৯.০৫	**২৬৯৫.০৯**	৬০৫.৯৪	২৩২৫.৯৬	**২৯৩১.৯০**	১৪৩১.৯৮	৪১৯৫.০১	**৫৬২৬.৯৯**	১৩৫৬৭.৮৯	১৭৮৬৬.৯৭	**৩১৪৫৪.৮৬**	৮৭৫৮.৩২	২৪৩৮২.৭৭	**৩৩১৪১.০৯**	২২৩২৬.২১	৪২২৬৯.৭৪	**৬৪৫৯৫.৯৫**

১৪.৩ ঋণ সহায়তা

"Money Begets Money" কিন্তু সমস্যা হলো প্রাথমিকভাবে মানুষের নিকট অর্থ পৌঁছানো। পল্লীর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে কৃষক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য তা আরও কঠিন। সত্তরের দশকে জামানতের অভাবে যখন পল্লীর প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না তখন দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে তদারকি ঋণ সুবিধা চালু হয়। পরবর্তীতে যা আরও পরিমার্জিত হয়ে 'ক্ষুদ্রঋণ' নামে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করে। দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত তদারকি ঋণ হিসেবে ফসলী ও বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে সেচযন্ত্রের বিপরীতে সমবায়ী কৃষকদের মধ্যে ঋণ সহায়তা চালু করা হয়। এর পাশাপাশি ১৯৭৫ সালে বিআরডিবি মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য ঋণ সহায়তা চালু করে। কৃষি সমবায়ের পাশাপাশি আশির দশকে বিআরডিবি বিভিন্ন প্রকার দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে বিআরডিবি **২৬**টি প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষক, মহিলা ও দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়াও বিআরডিবি সরকারি পর্যায়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধিন বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। শুরু হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক সদস্যদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ সহায়তার পরিমাণ ১৬৮০৪.৫৮ কোটি টাকা এবং একই সময়ে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ১৫২৪৪.৯২ কোটি টাকা।

শুরু হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ঋণ সহায়তা

প্রকল্প/কর্মসূচির ধরণ	ঋণ সহায়তা (লক্ষ টাকায়)					
	২০১৮-২০১৯অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
মূল কর্মসূচি	২৫০৩০.৬৩	৭৭৪.১৪	২৫৮০৪.৭৭	৩৭৪৩৯৮.৮০	১০৯৯৩.৭৩	৩৮৫৩৩৩.৫০
মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	০	১১৮১২.৪৫	১১৮১২.৪৫	০	১৪০৮৩২.২৬	১৪০৮৩২.২৬
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	৯০.০০	৬১০.০০	৭০০.০০	১৯৮.৯০	২১৬১.৪৮	২৩৬০.৩৮
চলমান সমাপ্ত প্রকল্প	২০৬২৫.০৩	৬৪৩৪১.৫৯	৮৭৯৬৬.৬২	৩২৭৪৫৯.৪৬	৭৯৯২৯৬.৯৮	১১২৬৭৫৬.৪৪
অন্য মন্ত্রণালয়	১৪৩২.৩১	৫২৪.৫২	১৯৫৬.৮৩	১৫২১৪.৪৮	৬৫৫২.৭৫	২১৭৬৭.২০
সিবিডিপি	০	০	০	২০৪৫.৮৫	১৩৬২.২০	৩৪০৮.০৫
সর্বমোট	**৪৭১৭৭.৯৮**	**৭৮০৬২.৭০**	**১২৮২৪০.৬৭**	**৭১৯৩১৭.৪৯**	**৯৬১১৮০.৩৪**	**১৬৮০৪৫৭.৮৩**

শুরু হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ঋণ আদায়

প্রকল্প/কর্মসূচির ধরণ	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকায়)					
	২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
মূল কর্মসূচি	২৪৪৫৩.৪০	৭৪৪.৯৬	২৫১৯৮.৪০	৩৩৮৫৬৩.৩৫	৯৮৭৫.৩৪	৩৪৮৪৩৮.৮৯
মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি	০	১২০৫২.৩৫	১২০৫২.৩৫	০	১২৮৬৫৪.১০	১২৮৬৫৪.১০
এডিপিভুক্ত প্রকল্প	৪৫.০০	৪০৫.০০	৪৫০.০০	৯৮.৩৩	১৪৩২.০০	১৫৩০.৩৩
চলমান সমাপ্ত প্রকল্প	১৯৮২৩.৩১	৬৪৮৪৪.০৩	৮৪৬৬৭.৩৪	২৯৫৬৭৫.৮৬	৭২৯৮০৭.০৪	১০২৫৪৮.২৯
অন্য মন্ত্রণালয়	১২৫৩.৫৬	৫১০.২৮	১৭৬৩.৮৪	১১০২০.৯৮	৫৯৫৭.৪৪	১৬৯৭৮.৪২
সিভিডিপি	০	০	০	২০৪৫.৮৫	১৩৬২.২০	৩৪০৮.০৫
সর্বমোট	**৪৫৫৭৫.২৭**	**৭৮৫৫৬.৬২**	**১২৪১৩১.৮৯**	**৬৪৭৪০৪.৫৭**	**৮৭৭০৮৮.১২**	**১৫২৪৪৯২.৬৯**

দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা/২০১৮ উপলক্ষে বিআরডিবি'র স্টলে শহড়া কৃষক সমবায় সমিতির সদস্যদের আবর্তক ঋণ বিতরণ করছেন জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান,এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

১৪.৪ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

বিআরডিবিভুক্ত সদস্যদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ, উন্নত চুল্লী স্থাপন, জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন, গবাদিপশুর টিকাদান ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনামূলক কর্মকাণ্ড।

জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সম্প্রসারণ কার্যক্রম

বৃক্ষরোপণ (লক্ষ)		জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপন (লক্ষ)		উন্নত চুল্লী স্থাপন (লক্ষ)		গৃহপালিত গবাদিপশুর টিকাদান (লক্ষ)		মাছের পোনা বিতরণ (লক্ষ)		নারিকেলের চারা রোপণ (লক্ষ)	
২০১৮-২০১৯	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৮-২০১৯	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৮-২০১৯	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৮-২০১৯	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৮-২০১৯	ক্রমপুঞ্জিত	২০১৮-২০১৯	ক্রমপুঞ্জিত
১৮.৭০টি	২৫৯৩.৭৮ টি	০.৮৭ টি	২৩.৪৭ টি	০.১৮ টি	৫.২৫ টি	৬.৩২ টি	৩২৩১.৪০ টি	৩৮৫.৫০ টি	৪৯৯১.৯৯ টি	০.১৫ টি	১.৬৯ টি

স্কীমের নাম :: তারা-২ নলকূপ , ভিডিসির নাম - পুঠিমারী, অর্থবছর - ২০১৮-২০১৯

১৪.৫ নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি

২০১৮-২০১৯ সালে বিআরডিবি'র সাংগঠনিক কার্যক্রম, ঋণ কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ সার্বিক কার্যক্রমে নারী ও পুরুষের অগ্রগতি যথাক্রমে ৬৫% ও ৩৫%। তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ

কার্যক্রম	বিবরণ	অগ্রগতির হার
মানব সংগঠন	পুরুষ	৩৫%
	মহিলা	৬৫%
সদস্য ভর্তি	পুরুষ	৩৭%
	মহিলা	৬৩%
শেয়ার	পুরুষ	৩৩%
	মহিলা	৬৭%
সঞ্চয়	পুরুষ	২৫%
	মহিলা	৭৫%
ঋণ সহায়তা	পুরুষ	৩৭%
	মহিলা	৬৩%
ঋণ আদায়	পুরুষ	৩৬%
	মহিলা	৬৪%
প্রশিক্ষণ	পুরুষ	৩৭%
	মহিলা	৬৩%

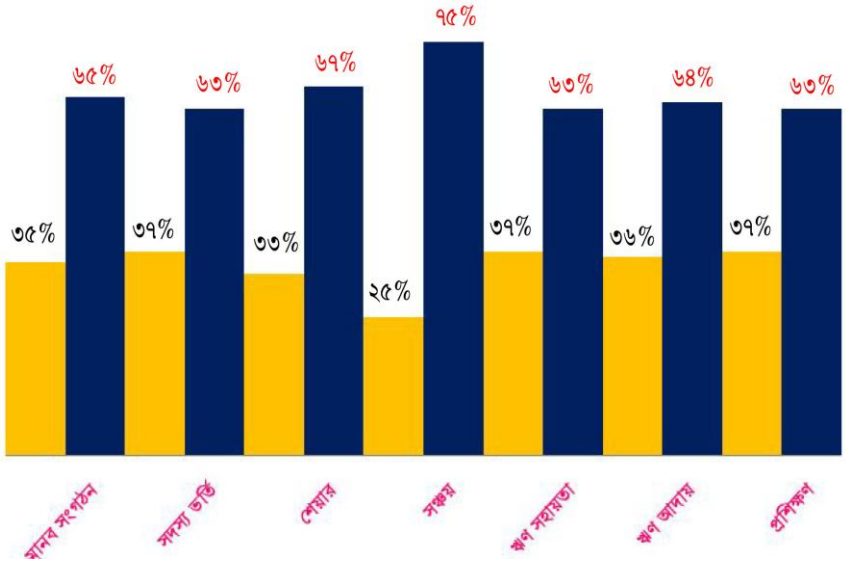

শ্রেণী, ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, দক্ষতা প্রায় সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষ অসমতা বিরাজ করছে। নারীরা শোষিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত। সংসার, সমাজ ও দেশ গঠনে নারীদের ভূমিকা নেই। বৈষম্যমূলক আইন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর জন্য নারীরা বাধাগ্রস্থ। এ অবস্থা হতে উত্তরণের এবং উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রথম পদক্ষেপ।

ইরেসপো দেবহাটার আতাপুর বিল পাড়া মহিলা সমিতির মনুরা খাতুন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ নিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে খাঁচায় কাঁকড়া চাষ করছেন।

এ লক্ষ্যে বিআরডিবি নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করে আসছে। নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম ফ্লাগশীপ প্রোগ্রামের আওতায় বিআরডিবি ১৯৭৫ সালে দেশের ১৩০ টি উপজেলায় মহিলা উন্নয়নকর্মসূচি চালু করে। বাংলার সুবিধা বঞ্চিত, অসহায় ,দুঃস্থ, বিধবা, এতিম, দারিদ্র, বিত্তহীন নারীদের দলভূক্ত করে তাদের প্রশিক্ষণ, পুজিঁ গঠনে সহায়তা, ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উপার্জনমুখী নানা কর্মকান্ডে সমপৃক্ত করা হয়।

আজ তারা কর্মমুখী আত্মনির্ভরশীল এবং পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিআরডিবির মাধ্যমে দেশের সকল উপজেলায় নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সাথে নারী স্বাস্থ্য শিক্ষা, মাতৃকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা, বাল্যবিবাহ রোধ, নারী নির্যার্তন রোধ, যৌতুক প্রথা নির্মূল, সঠিক সময়ে সন্তান নেয়া সহ সকল বিষয়ে তারা সচেতন।

বিআরডিবি জুন/১৯ পর্যন্ত ২৩.১২ লক্ষ পল্লীর নারীকে ৭৮০৩৫ টি সমিতি/ পল্লী উন্নয়ন দলের মাধ্যমে সংগঠিত করেছে। তাঁদের শেয়ার সঞ্চয়সহ মোট মূলধন ৪৪৭.৩৫ কোটি টাকা। একই সময়ে তারা বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ৯৬১১.৪০ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা গ্রহন করেছে যা ব্যবহারের পর সঠিক সময়ে ৮০৯২৬.৯২ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। খেলাপী ঋণের পরিমান নেই বললেই চলে। বিআরডিবি ভূক্ত নারীরা দারিদ্র বিমোচনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবদান বেড়েছে। বর্তমান সরকারের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহনে বিআরডিবি মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। বিআরডিবিভূক্ত নারী নেত্রীগণ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হয়ে উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

জেসমিন নাহার মুরগি পালনের পাশাপাশি বাড়িতে গাভী, ছাগল ও বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস পালন করেন।

১৪.৬ কৃষি প্রযুক্তি উন্নয়নে সেচ ব্যবস্থাপনা

পল্লী উন্নয়নে ‘কুমিল্লা মডেল’ এর প্রধান চারটি উপাদানের মধ্যে সেচ কার্যক্রম অন্যতম। বিআরডিবি’র সূচনালগ্ন থেকেই অধিক ফসল উৎপাদনের ল ক্ষ্যে তৎকালীন সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতি প্রচলনের জন্য কৃষক সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের সংগঠিত করে বিএডিসি, ব্যাংক ও বিআরডিবি’র যৌথ প্রচেষ্টায় কৃষকদের মাঝে সেচযন্ত্র বিতরণ করেছে। এক্ষেত্রে বিআরডিবি কৃষকদের সংগঠিত করার মাধ্যমে সেচযন্ত্র গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে বিএডিসি ও ব্যাংকের মধ্যে সংযোগের সাথে সাথে মাঠপর্যায়ের সেচযন্ত্রের পরিচালনায় মূল অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে।

ব্যাংক ও বিআরডিবি ’র যৌথ চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত ব্যাংকিং পরিকল্পনা মোতাবেক বিআরডিবি নিয়ন্ত্রিত ইউসিসিএ গুলোতে ব্যাংক সেচযন্ত্র খাতে মেয়াদী ঋণ বিনিয়োগ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মাধ্যমে বিআরডিবি দেশের বিপুল পরিমাণ এলাকা চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। আশি ও নব্বই দশকে বিআরডিবি সেচযন্ত্র ঋণের মাধ্যমে সমবায়ী কৃষকদের সেচযন্ত্র বিতরণ করে কৃষি উৎপাদনে বিপ্লব ঘটায়। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের শুরুর দিকে সরকার বেসরকারি খাতকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সেচযন্ত্র বাজারজাতকরণ বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এর ফলে বিআরডিবি-বিএডিসি-ব্যাংক এর সম্মিলিত উদ্যোগে

সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ায় বিআরডিবি ’র সেচযন্ত্র বিতরণ কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত সেচ সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের আওতায় বিআরডিবি মোট ৩৫৫২৮৮ টি সেচযন্ত্র বিতরণ করে। বিতরণকৃত সেচযন্ত্রের মধ্যে গভীর নলকূপ ১৮৩৬০ টি, অগভীর নলকূপ ৪৪৫২৩ টি, শক্তিচালিত পাম্প ১৯৪০৫টি এবং হস্তচালিত পাম্প ২৭৩০০০ টি। এছাড়া সেচযন্ত্র খাতে মোট বিরণকৃত ঋণের পরিমাণ ২১০৭৮.৩৭ কোটি টাকা। বিআরডিবি’র মাধ্যমে বিতরণকৃত সেচযন্ত্রসমূহ দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে অনেক নলকূপ অকেজো হয়ে যায়। ফলে অকেজো নলকূপের মধ্যে মেরামতযোগ্য নলকূপগুলোকে সচল করার লক্ষ্য বিআরডিবি বিগত ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ ‘সেচ সম্প্রসারণ’ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২০টি জেলার ৬১ টি উপজেলায় বিআরডিবিভূক্ত ৫২৪ টি অচল/অকেজো কিন্তু মেরামতযোগ্য গভীর নলকূপ মেরামত করে সচলকরণ ও সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য বিমোচন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় মোট সচলকৃত গভীর নলকূপের সংখ্যা ৩৩৪ টি।

১৪.৭ মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষণ মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতাকে পরিবর্তন করে। গ্রামবাংলার পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য বিআরডিবি সূচনালগ্ন থেকেই কাজ করছে । বিআরডিবি সমবায়ের মাধ্যমে পল্লীর জনগণকে একটি সাংগঠনিক শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ করে। অতঃপর সংগঠিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় সমবায় ব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, মতামত প্রকাশের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের বিকাশ, আয়বর্ধক ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, স্বাক্ষরতা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন করে থাকে। এছাড়াও সমিতি/দলের সাপ্তাহিক সভায় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসহ স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশু পুষ্টি, মাতৃস্বাস্থ্য, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং এর কুফল, আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন ও ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

বিআরডিবি পল্লীর মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য উপকারভোগী সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আয়বর্ধক কর্মকান্ড নির্ভর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারিবৃন্দের বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), বিসিএস প্রশাসন একাডেমী, বিয়াম ফাউন্ডেশন, বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় হতে বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবি ’র নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ অবকাঠামো রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানসমূহে বিআরডিবি’র কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়ও এ সকল অবকাঠামো যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বিআরডিবি’র প্রকল্পসমূহ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

শুরু হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বিআরডিবি’র মানব সম্পদ উন্নয়ন

কর্মকর্তা/কর্মচারি						উপকারভোগী					
অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত			অর্থবছরে			ক্রমপুঞ্জিত		
দেশে	বিদেশে	মোট	দেশে	বিদেশে	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	মানবিক উন্নয়ন	মোট	দক্ষতা উন্নয়ন	মানবিক উন্নয়ন	মোট
১১,১৭৩	৮	১১,১৮১	৩০,৭১৫	৭২৭	৩১,৪৪২	৬২,৮৬২	২,৩১,৫৩৮	২,৯৪,৪০০	১৭,০৯,৮৪১	২১,২৩,৩৬৮	৩৮,৩৩,২০৯

প্রশিক্ষণের নাম : পরিবার পরিকল্পনা , ভিডিসির নাম - ধুলাউরি , অর্থবছর - ২০১৮-২০১৯

১৫. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

১. উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি-২য় পর্যায়।

২. অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩।

৩.গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লীদারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প।

১৫.১ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতি (কোটি টাকা)

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প বরাদ্দ	আর্থিক বছরের অগ্রগতি			ব্যয়ের % হার		শুরু হতে জুন, ১৮ পর্যন্ত		
				বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	বরাদ্দের	অবমুক্তির	অবমুক্ত	ব্যয়	%হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি ২য় পর্যায়	১ এপ্রিল, ২০১৪ হতে ৩০ জুন ২০২০	১০৮.৬৯	২৩.২৮	২৩.২৮	২২.২২	৯৫%	৯৫%	৯২.৪৩	৮৮.৮৯	৯৬%
২	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ৩য় পর্যায়	১ জুলাই, ২০১৫ হতে ৩০ জুন ২০২০	২৩১.৬৭	৩০.০০	৩০.০০	২৭.০৯	৯০%	৯০%	৮৭.৮৮	৮৪.৯৫	৯৭%
৩	গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প	১ জানুযারী, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০	৪১.৭৮	১৫.৬৩	১৫.২৮	১৪.৩২	৯২%	৯৪%	১৬.৮৮	১৫.৮৪	৯৪%
		সর্বমোট	**১১০৮.৯৯**	**৬৮.৯১**	**৬৮.৫৬**	**৬৩.৬৩**	**৯৩%**	**৯২%**	**১৯৭.১৯**	**১৮৯.৬৮**	**৯৬%**

৬ মার্চ, ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় পাট মেলায় উদকনিক প্রকল্পের উপকারভোগীদের উৎপাদিত পন্যের স্টল পরিদর্শন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুড়া, কুষ্টিয়া, নড়াইল ও সিরাজগঞ্জ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মকার্তা, ইউপি চেয়াম্যান ও ক্ষীমের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকগণের অঞ্চলভিত্তিক ওয়ার্কসপ-২০১৯

গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের আওতায় গঠিত পল্লী উন্নয়ন সমিতির সভাপতি ও ম্যানেজারগণের ওরিয়েন্টেশন

১৫.২ উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি২য় পর্যায়।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১০৮৬৮.৭২ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ এপ্রিল/২০১৪ - জুন/২০২০
প্রকল্প এলাকাঃ রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার ৩৫ টি উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) প্রকল্প এলাকার মৌসুমী অভাবগ্রস্থ অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে আয়বর্ধন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনমূখী আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি।

খ) দারিদ্র্য পীড়িত দেশের উত্তরাঞ্চলের ৩৫ উপজেলার অতি দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদেরকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা।

গ) স্বকর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারকরণ।

ঘ) স্থানীয় জনশক্তি ও স্থানীয় সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

ঙ) উপকারভোগীদের জন্য কাঁচামাল প্রাপ্তি সহজলভ্য করা এবং Market Linkage গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভাগীয় শহরে প্রদর্শণী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন।

চ) স্বল্প সেবামূল্যের বিনিময়ে উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে ঋণ প্রদান।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূণ্যপদ
১	প্রকল্প পরিচালক	১	১	০
২	উপ-প্রকল্পপরিচালক	১	১	০
৩	সহকারী প্রকল্পপরিচালক	১	১	০
৪	হিসাব রক্ষণ	১	১	০
৫	কোয়ালিটি কন্ট্রল কাম ডিজাইনার	৩	৩	০
৬	ম্যানেজার ডিসপ্লে কাম সেলস সেন্টার	১	১	০
৭	অফিস সহকারী কাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১	১	০
৮	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
৯	প্রডাকশন ম্যানেজার কাম মার্কেটিং প্রমোটর	৩৫	৩৫	০
১০	সেলস্ প্রোমটর	২	২	০
১১	ক্রেডিট সুপারভঅইজার	৩৫	৩৫	০
১২	ড্রাইভার	৪	৪	০
১৩	অফিস সহায়ক কাম নাইট গার্ড	৩৯	৩৯	০
	মোট	**১২৫**	**১২৫**	**০০**

১৬ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে উদকনিক প্রকল্পের প্রশিক্ষণ উদ্বোধন, সদনপত্রবিতরণ ও উপকারভোগীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা মাননীয় স্পিকার।, পীড়গঞ্জ, রংপুর

আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্প ব্যয়	২০১৮-২০১৯ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৯পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
১০৮৬৮.৭২	২৩২৮.০০	২৩২৮.০০	২২২২.২৭	৯৫.৪৫%	৯৫.৪৫%	৯২৪২.৪০	৮৮৮৮.৬৩

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৮-২০১৯)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (টি)	৬২৫	১০৫	৯৩০
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১০,০০০	১,৭১১	১১,৫৪১
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)		২৩.৫৩	১৩১.৪২
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৩৩,৬০০	৬,৭২০	২৮,৬৩১ (১ম পর্যায়) ২৮,৫৬০ (২য় পর্যায়)
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৯০০.০০	৫৮৭.১০	২২৬০.৩৮
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	০	৪০৮.৩১	১৪৮৬.৩৩

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলায় মধ্যবর্তী মূল্যায়নকালে উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য পরিদর্শন।

১৫.৩ অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প(৩য় পর্যায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩১৬৭.১৫ লক্ষ টাকা (জিওবি-১৯৯২৭.১৫ এবং ইউনিয়ন পরিষদ ও সুবিধাভোগী ৩২৪০.০০)
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪টি জেলার ২০০টি উপজেলার ৬০০টি ইউনিয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) জন অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড ও জনগণের চাহিদা ভিত্তিক জাতিগঠন মূলক বিভাগ সমূহের সেবা নিশ্চিত করা, সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে Horizontal লিংকেজ এবং গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে Vertical লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে টেকসই পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

খ) ইউনিয়ন পরিষদকে One Stop Service Delivery Station হিসাবে পরিণত করা।

গ) গ্রাম উন্নয়নের সম্পৃক্ত সকলের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ঘ) গ্রামবাসিগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

ঙ) গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা।

দক্ষিণ হিজলতলী বংশাই নদীর উপর কাঠের ব্রিজ নির্মাণ, পিআরডিপি-৩, বিআরডিবি, কালিয়াকৈর, গাজীপুর।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শুণ্যপদ	ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শুণ্যপদ
প্রকল্প সদর কার্যালয়						**এলএমটিসি, টাঙ্গাইল**			
১	প্রকল্প পরিচালক	১	১	০	১	উপপরিচালক	১	১	০
২	উপপরিচালক	১	১	০	২	সহকারী পরিচালক	১	১	০
৩	সহকারী পরিচালক	৩	৩	০	৩	রিসার্স অফিসার	১	-	১
৪	সহকারী প্রোগ্রামার	১	০	১	৪	ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর	১	১	০
৫	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০	৫	ইন্সাট্রাক্টর	২	০	২
৬	হিসাব সহকারী	২	০	২	৬	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০
৭	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৪	০	৪	৭	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	২	০	২
৮	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৪	৩	১	৮	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	২	২	০
৯	ড্রাইভার	২	১	১	৯	ড্রাইভার	১	১	০
১০	অফিস সহায়ক	৪	১	৩	১০	অফিস সহায়ক	১	১	০
১১	নৈশ প্রহরী	১	০	১	১১	নৈশ প্রহরী	১	১	০
১২	ক্লিনার	১	১	০	**মাঠ (ইউনিয়ন পর্যায়ে)**				
						ইউনিয়ন ডেভলপমেন্ট অফিসার (ইউডিও)	৬০০	৬৫	৫৩৫
মোট							৬৩৯	৮৬	৫৫৩

আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্প ব্যয়	২০১৭-২০১৮ সালের অগ্রগতি(জুন ২০১৮পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
১৯৯২৭.১৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৭০৮.৯৫	৯০%	৯০%	৮৭৮৭.৫২	৮৪৯৪.৯৬

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (১৮-১৯)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	ভিডিসি	৫,৪০০	৪৮০	৫,৪০০
২	ভিডিসিএম	৩,২৪,০০০	৫৯,০৪০	১,০৫,২৩৫
৩	ইউসিসি	৬০০	৫৪	৫৭২
৪	ইউসিসিএম	৩৬,০০০	৫,৭৬৬	১৪,০০৪
৫	ভিডিসি স্কীম	১০,৮০০	২,৩৯৩	৬,৯০৪
৬	প্রশিক্ষণ	৬,৪৯,৬২০	৯২,৮৯০	২,৭৫,১১০

প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ *http://prdp.brdb.gov.bd/*

ফরিদপুর গয়হাট্টা মেইন রোড হতে মুক্তিযোদ্ধা চান মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ঢালাইকরণ, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

১৫.৪ প্রকল্প/কর্মসূচির নামঃ গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪১৭৭.৭৩লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকাঃ গাইবান্ধা জেলার ৭ টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গাইবান্ধা জেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি সাধন।

খ) যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টিসহ কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান।

গ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি খাতে দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

ঘ) পল্লী জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূণ্যপদ
১	প্রকল্প পরিচালক	১	১	০
২	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
৩	শো-রুম ম্যানেজার	১	০	১
৪	কম্পিউটার অপারেটর কাম- অফিস সহকারী	১	০	১
৫	হিসাব সহকারী	৭	০	৭
৬	মাঠ সংগঠক	১৪	০	১৪
৭	ড্রাইভার	১	০	১
৮	সেলস এ্যাসিসটেন্ট	২	০	২
৯	অফিস সহায়ক	২	০	২
	মোট	**৩০**	**১**	**২৯**

গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্প ব্যয়	২০১৮-২০১৯ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৯পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৪১৭৭.৭৩	১৫৬৩.০০	১৫২৮.১২	১৪৩২.০৬	৯২%	৯৪%	১৬৮৭.৭১	১৫৮৩.৪৬

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০১৮-২০১৯	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৪৫৫	১৮৫	২৩৭
২	সদস্য ভর্তি (জন)	১৫,৮০০	৫,৮১২	৭,১৯৯
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	০	২৯.৯১	৩৩.৮৩
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	১৫,৮০০	৫,৪০০	৫,৬০০
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা	২,৫৮০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৬	ঋণ আদায়	০	৫০.০০	৫০.০০

বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়ধীন গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের সুফলভোগীদের আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করছেন মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

১৬. প্রকল্প/কর্মসূচির নামঃ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় (বিআরডিবি অংশ)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৮,৫৯৩.০৯লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারী/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকাঃ ২০ জেলার ৪৬ টি উপজেলার ২,৮৫০ টি গ্রাম।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ,কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণীর জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধমে দারিদ্র বিমোচন করা।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শুণ্যপদ
১	উপপ্রকল্প পরিচালক	১	১	০
২	সহকারী প্রকল্প পরিচালক	৪৬	৪৬	০
৩	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০
৪	মাঠ সংগঠক	৭৫	০	৭৫
৫	হিসাব সহকারী	১	০	১
৬	অফিস সহকারী কাম ডাটা-এন্ট্রি অপোরেটর	৪৭	০	৪৭
৭	ড্রাইভার	১	০	১
৮	অফিস সহায়ক	১	০	১
	মোট	**১৭৩**	**৪৮**	**১২৫**

আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্প ব্যয়	২০১৮-২০১৯ সালের অগ্রগতি (জুন ২০১৯পর্যন্ত)					ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
	বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	ব্যয়ের হার			
				বরাদ্দের	অবমুক্তির		
৮৫৯৩.০৬	৩২৭.৪৭	৩২৭.৪৭	৩০৪.০৮	৯৩%	৯৩%	৩২৭.৪৭	৩০৪.০৮

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০১৮-২০১৯	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	২,৮৫০	২৮৬	১,৩৫৮
২	পরিবার অন্তর্ভূক্তি (সংখ্যা)	২,৫৯,০০০	৩,৭২০	১,৩৬,৩৮৭
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৪,২৮,৫০০	৯,৯২০	২,০৫,৯৫৬
৩	পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	১৩,৮৮৬.৮০	৯০.২৫	৪,৩৭৭.৫৬
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৪,১৫,০৭৮	১৪,৬৬২	১৪,৬৬২
৫	প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা	৮,৭০৬.৫০	০	৩,৪০৮.০৫
৬	ঋণ আদায়	০	০	৩,৪০৮.০৫

১৭. বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নির্বাহী পরিচালক/কর্মসূচি পরিচালকের মাধ্যমে চলমান কর্মসূচিসমূহ

১। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)
২। পল্লী প্রগতি কর্মসূচি (পপ্রক)
৩। উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)
৪। পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)
৫। দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত কর্মসংস্থান সহায়তা কর্মসূচি (ইরেসপো)

১৭.১ কর্মসূচির নামঃ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৭০৬৬.০০লক্ষ টাকা

অর্থের উৎসঃ জিওবি

প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/১৯৯৩ হতে জুন/২০০৫ পর্যন্ত

প্রকল্প এলাকাঃ ২২ জেলায় ১২৩ টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে (পুরুষ ও মহিলা) আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক সমিতি / দলে সংগঠিত করে তাদেরকে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তাদানসহ স্থানীয়ভাবে দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা করা।

খ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মক্ষম জনশক্তিতে রূপান্তর করা।

গ) নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিত্তহীন জনগোষ্ঠির ভাগ্যন্নোয়নে এবং জীবনযাত্রার গুনগত পরিবর্তন সাধন।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদের সংখ্যা	শুণ্যপদ
১	উর্দ্ধতন সহকারী পরিচালক	১	১	০
২	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	১১০	৮৩	২৭
৩	হিসাব রক্ষক	৫৯	৫৬	৩
৪	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৩	৩	০
৫	উচ্চমান সহকারী/আঃ সহঃ	১	১	০
৬	স্টেনোটাইপিস্ট	১	১	০
৭	হিসাব সহকারী	৭০	৬০	১০
৮	মাঠ সংগঠক	৬৯৪	৫৮৮	১০৬
৯	মেকানিক্স	১	১	০
১০	এলডিএ	২৫	২৪	১
১১	ড্রাইভার	৫	৫	০
১২	অফিস সহায়ক	১০৫	৯৩	১২
	মোট	**১০৭৫**	**৯১৬**	**১৫৯**

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০১৮-২০১৯	ক্রমপুঞ্জিক অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	১৮,০২১	১৩২	১৫৯০৫
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৫,৮৩,৬৬৫	৬,২২৯	৪,৭৮,২১৬
৩	শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	৭৪.০০	০.২৭	৬৫.০৫
৪	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১২,৬১৬.০০	৫৭৮.৮০	৯,৬৪৫.৯৪
৫	প্রশিক্ষণ(জন) উপকারভোগী	১১,৬২,৩৯৪	০	১০,৯০,১৮২
৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	২,২৫,৭৯০.০৩	১৩,১৮০.৪৭	২,৩৯,৪৫৩.২৬
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	২,২৭,১৪৭.৮২	১৩,১১৫.২৯	২,২২,৪৫৬.১১

মহাপরিচালক, বিআরডিবি কর্তৃক পদাবিকের কর্মচারীদের গ্রাচুইটির চেক প্রদান।

১৭.২ পল্লী প্রগতি কর্মসূচিঃ

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৪৯৬৬.৭৮লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/২০০০ হতে জুন/২০০৮ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকাঃ ৪৭৬ টি উপজেলার ৪৭৬টি ইউনিয়ন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) ক্ষুদ্রঋণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয়বর্ধন এবং দারিদ্র বিমোচন।

খ) সামাজিক উন্নয়ন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা এবং কৃষি ও সামাজিক বনায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূণ্যপদ
১	প্রকল্প পরিচালক	১	১	০
২	প্রোগ্রামার	১	১	০
৩	সহকারী পরিচালক	২	২	০
৪	কম্পিউটার অপারেটর	৩	৩	০
৫	হিসাব সহকারী	০১	০১	০
৬	ড্রাইভার	০১	০১	০
৭	অফিস সহায়ক	০৩	০৩	০
৮	মাঠ সহকারী	৯৫২	৫৪৬	৪০৬
	মোট	**৯৬৪**	**৫৫৮**	**৪০৬**

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০১৮-২০১৯	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (সংখ্যা)	১৩,৩৩০	১৬৩	৯,৪৮৪
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৩৮,৫০০০	৬,৭৬৭	২,১৮,৮৯৩
৩	জমা (লক্ষ টাকা)	১,৫০০.০০	২১৯.৯৭	২,৪০৫.২২
৪	ঋণ বিতরণ	৩৪,৬৫৩.২২	৫,৯২৭.২৩	৭৮,১৭৩.৭২
৫	ঋণ আদায়	২৯২৯৮.০৯	৫,৬৭৯.২৮	৬৬,০৭৪.৬৬
৬	ঋণ গ্রহীতা	৩,৮৫,০০০	২২,৫০০	৫,১০,০০০
৭	নির্মাণ কাজ	৩৬৮	০	৩৫৫
৮	উপজেলা পল্লী ভবন	৩৫০	০	৩৩৯
৯	গ্রামীণ বৈঠকখানা	১৮	০	১৬
১০	প্রশিক্ষণ (আইজিএ)	১৯,২৫০	৩০	১৯,৫২৭

গাইবান্ধা জেলায় গ্রাম সংগঠকদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক বিআরডিবি।

১৭.৩ উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৯১০২.৬৭ লক্ষ টাকা।
অর্থের উৎসঃ নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত
প্রকল্প মেয়াদঃ ৩০ জুন,২০০৩ হতে চলমান
প্রকল্প এলাকাঃ ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ ও শরিয়তপুর জেলার সকল উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো অভিষ্ট জনগোষ্ঠী (বিত্তহীন/ভুমিহীন) যাদের বসতবাড়ীসহ জমির পরিমান ৫০ শতাংশের বেশি নয়, যারা কায়িক পরিশ্রম এবং যাদের নিদিষ্ট আয়ের কোন উৎস নেই তাদের অনানুষ্ঠানিক দল গঠনের মাধ্যমে সঞ্চয় জমা করে পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা, ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিত্তহীনদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সহায়তা করা।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শুণ্যপদ
১	নির্বাহী পরিচালক	১	১	০
২	উপ-পরিচালক	১	০	০১
৩	সহকারী পরিচালক	১২	৬	৬
৪	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০০
৫	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	৬৮	৪৮	২০
৬	কম্পিউটার অপারেটর	০৭	০৫	০২
৭	হিসাব রক্ষক	৩২	৩০	০২
৮	হিসাব সহকারী	২৮	২৫	০৩
৯	অফিস সহকারী	০২	০২	০০
১০	পরিসংখ্যান সহকারী	০১	০০	০১
১১	মাঠ সংগঠক	৩৯৬	৩৫৯	৩৭
১২	নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	০১	০১	০
১৩	কম্পিউটার কাম ক্রেডিট এ্যাসিসটেন্ট	৩৩	২৮	০৫
১৪	গাড়ী চালক	০৭	০৬	০১
১৫	পিয়ন/ক্যাশ গার্ড/নাইট গার্ড	৮০	৬৯	১১
	মোট	**৬৭০**	**৫৮১**	**৮৯**

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি ২০১৮-১৯	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	দল গঠন (সংখ্যা)	৬০	৮০	১০,৬৪৬
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৫,০০০	৭,১৮৭	২,০১,৯০৭
৩	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১,২৫৫.০০	১,৫৯৭.৪৬	৭৪৭৬.৪৯
৪	ঋণ বিতরণ	২৯,০০০.০০	২৭,০০৪.৬৯	২,৮৫,৭১৮.০৬
৫	ঋণ আদায়	২৬,৫৪০.৪২	২৫,৬৮০.৬৮	২,৬৯,৯৭৮.৯৩
৬	স্লাব ল্যাট্রিন স্থাপন	২,০৫০	২,২২২	৮৫,৩৯১
৭	হস্ত চালিত নলকূপ বিতরণ	৬০০	১,০৫৬	২০,৭৮১

১৭.৪ পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক) ২য় পর্যায়।

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫৬৯৫১.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪৫৪৫১.০০+ ইউবিসিসিএ ১১৫০০.০০)
অর্থের উৎসঃ জিওবি ও ইউবিসিসিএ'র নিজস্ব তহবিল
প্রকল্প মেয়াদঃ জুলাই/২০১২-জুন/২০১৮ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকাঃ ৪২টি জেলার ১৯০টি উপজেলা

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষ এর সমন্বয়ে সমবায় সমিতি/দল গঠনের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের শেয়ার ও সঞ্চয় জমা করে নিজস্ব পুঁজি গঠন।

খ) উপকারভোগীদের সমবায় ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ও নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম করে তোলা।

গ) বিত্তহীনদের মাঝে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ পূর্বক তাদের কর্মসংস্থান ও আয় উপার্জনে সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঘ) আয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ।

ঙ) সরকারে উন্নয়ননীতি ও কৌশলের আলোতে বৃত্তহীনদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয়বৃদ্ধি ও দারিদ্র বিমোচন।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূণ্যপদ
১	প্রকল্প পরিচালক	১	১	০
২	আঞ্চলিক-প্রকল্পপরিচালক	৫	০	৫
৩	উপ- প্রকল্পপরিচালক	৭	২	৫
৪	উর্দ্ধতন সহকারী পরিচালক	৩৩	০	৩৩
৫	সহকারী প্রকল্প পরিচালক	১৩	৭	৬
৬	উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা	১৯০	১১৫	৭৫
৭	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৬	৪	২
৮	উপ-প্রকল্প কর্মকর্তা	১৯১	১৫১	৪০
৯	উপ- সহকারী প্রকৌশলী	৩	২	১
১০	হিসাব রক্ষক	১৯০	১৮২	৮
১১	কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
১২	মাঠ সংগঠক	১,৩৩০	১,২৩০	১০০
১৩	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৩৪	২৮	৬
১৪	হিসাব সহকারী	১	১	০
১৫	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	২০২	১৯৪	৮
১৬	ড্রাইভার	২৭	১৫	১২
১৭	অফিস সহায়ক	২৩৭	২১৫	২২
১৮	সুইপার	৬	৫	১
	মোট	**২,৪৭৭**	**২,১৫০**	**৩২৭**

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৮-২০১৯)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	২২.৯২৭	১৫৮	২০.৩৩১
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৭.৬২.৮৮৩	১২,৩৮৪	৬,৪৫,১৭১
৩	শেয়ার জমা (লক্ষ টাকা)	৩,২৮৪.২৬	১৬৯.৫০	১,৬১৩.৪৪
৪	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৫,৮৮১.৯৯	৭১৩.৩২	৬,০৯৫.২৭
৫	প্রশিক্ষণ (জন)	৫.২২.৪৫৪	১.৮২.৯১৮	৪.৫৪,৭২২
৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৫,৩২১.০২	১৭,৭৮৪.২৮	২,৯৭,১০০.৫২
৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	----	১৭,২৪৪.৩৭	২,৭৩,৪৪৫.৫৭

প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ *http://rlp.brdb.gov.bd/*

১৭.৫ দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (২য় সংশোধিত) প্রকল্প, ইরেসপো

প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৫৭৩৪.০০ লক্ষ টাকা
অর্থের উৎসঃ জিওবি
প্রকল্প মেয়াদঃ জানুয়ারি/২০১২-জুন/২০১৮ পর্যন্ত
প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ১৫টি জেলার ৫৯টি উপজেলা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকার অসহায়, দরিদ্র মহিলাদের দারিদ্র দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।
সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলোঃ

ক) মানব সম্পদের সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্বুদ্ধকরণ ও উন্নয়ন করা;
খ) জীবন-যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করা;
গ) পল্লী এলাকার দরিদ্র মহিলাদের সংগঠন সৃষ্টি করা।

জনবলঃ

ক্রঃ নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূণ্যপদ
১	প্রোগ্রামার	১	১	০
২	সহ- প্রোগ্রামার	১	১	০
৩	সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	৫৯	৫১	৮
৪	হিসাব রক্ষক	৩	১	২
৫	সেলস্ মেনেজার	৩	৩	০
৬	কৃষি প্রশিক্ষক সমন্বয়ক	১২	১১	১
৭	মাঠ সংগঠক	১৭৭	১৬৮	৯
৮	হিসাব সহকারী	৫৯	৫৯	০
৯	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৪	৩	১
১০	বিক্রয় সহকারী	৪	৩	১
১১	ড্রাইভার	৬	৫	১
১২	অফিস সহায়ক	১৯	১৩	৬
১৩	নাইট গার্ড	৩	০	৩
	মোট	৩৫১	৩১৯	৩২

মহাপরিচালক, বিআরডিবি কর্তৃক মাননীয় মন্ত্রীকে ইরেসপো কর্মসূচির সুফলভোগীদের ডাটাবেজ প্রদান।

বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অগ্রগতি (২০১৭-২০১৮)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	সমিতি গঠন (টি)	২.৭৮৪	১৫০	৩,০৩১
২	সদস্য ভর্তি (জন)	৭৬.২৫০	৩,৭৫২	৮২,১৯৬
৩	মূলধন গঠন (লক্ষ টাকা)	১,৬১৪.০০	৩২০.৫৬	২,৪২০.৫৬
৪	প্রশিক্ষণ (জন)	৬০.০০০		৬০.০০০
৫	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৭,১৭৭.০০	১১,৩৩৫.২৯	৫০,৭৭৫.১১
৬	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	-	১০,৮৩৬.৮০	৪১,৭১৪.৩৬

প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুনঃ *http://www.iresppw-brdb.gov.bd/*

সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলায় ইরেসপো কর্মসূচিভুক্ত মোহাম্মাদ আলীপুর মীরপাড়া মহিলা সমিতির মোছাঃ খাদিজা খাতুন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ নিয়ে মৎস্য ও পানি ফলের সমন্বিত চাষ করছেন।

১৮. দারিদ্র্য জয়ের গল্প

১৮.১ মিনারা বেগমের দিন বদলের কথা

বগুড়া জেলার সদর উপজেলাধীন ছোট কুমিড়া সরদার পাড়া গ্রামের একজন স্থায়ী বাসিন্দা মিনারা বেগম। তার স্বামী মোঃ জহুরুল ইসলাম পেশায় ছিলেন তৈরী খাবার এর ফেরিওয়ালা । তাদের সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকত। অনাহারের হাত থেকে পরিত্রান পেতে শেষ সম্বল ভিটামাটি বন্ধক দিয়ে সর্বশান্ত হতে চলেছিল এই পরিবারটি। ঠিক এমনি এক সঙ্কটময় মুহূর্তে মোছাঃ মিনারা বেগম ১৪/০৮/২০০৫ খ্রিঃ তারিখে বিআরডিবি'র আওতাধীন সদাবিক দলের সদস্যা হয়ে প্রথমে ৭,০০০/- (সাত হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। অতঃপর বড় ছেলেকে সাথে নিয়ে তিনি স্বামীর সংঙ্গে সাইকেলের টিউব কেটে ওয়াসার তৈরীর কাজ পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি সদাবিক দল হতে ১০,০০০/- হতে ১২,০০০/- টাকা এবং সর্বশেষ ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকা তিনি এ পেশায় সাফল্যজনক ভাবে বিনিয়োগ করেন। এ পর্যন্ত তিনি ১২ দফায় সর্বমোট ১,৩২,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার নিজস্ব সঞ্চয় জমার পরিমান ৮,৭৮০/-(আট হাজার) টাকা। তিনি বর্তমানে স্বামী, মা, ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বানিজ্যিকভাবে সাইকেল/রিক্সার টিউব থেকে ওয়াসার তৈরী ও প্যাকেট জাত করে স্থানীয় বাজার এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করেন। এ পেশায় তার মাসিক আয় কমপক্ষে ২৪,০০০/- হতে ২৫,০০০/- টাকা। বর্তমানে তার মূলধনের পরিমান ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা।

ব্যবসার আয় থেকে তিনি আধা পাকা ঘরের মালিক হয়েছেন। বড় ছেলেটি নবম শ্রেনী পর্যন্ত পড়াশুনা করে বাবা মার পেশায় নিয়োজিত হয়েছে এবং ছোট মেয়েটি নবম শ্রেণীতে পড়াশুনা করছে। স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় মিনারা বেগম অত্যন্ত সচেতন তিনি এখন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠনে প্রতিবেশীদের প্রেরণা যোগাচ্ছেন। মিনারা বেগমের ভাষ্যমতে সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি'র মত এত কম সেবামূল্যে কোথাও ঋণ দেয়া হয় না। ছোট কুমিড়া সরদার পাড়া গ্রামের মিনারা বেগমের পরিবারটি এখন অনেকের কাছেই অনুকরণীয় মডেল। বিআরডিবি তাকে মহাজনের চড়া সুদের হাতের ছোবল থেকে বাঁচিয়ে তার স্বামীর ভিটে মাটি রক্ষাসহ তার আর্থিক স্বচ্ছলতা এনে দিয়েছে। নিজের শ্রম ও বুদ্ধিমত্তার উপর ভিত্তি করে মিনারা বেগম দিন বদলের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা তিনি অর্জন করেছেন। তিনি এখন একজন সুখী ও স্বাবলম্বী মহিলা।

১৮.২ মরিয়াম বেগম একজন দারিদ্র জয়ী নারী

স্বপ্নকে কর্ম দিয়ে জয় করা আ ত্ম প্রত্যয়ী এক নারীর নাম মরিয়াম বেগম । স্বামী-আবুল হোসেন মোড়ল , গ্রাম: সন্ন্যাসগাছা পোষ্ট: গৌরীঘোনা ইউনিয়ন: গৌরীঘোনা, উপজেলা: কেশবপুর, জেলা: যশোর। দরিদ্র পরিবারের কন্যা মরিয়ামের বিয়ে হয় ৮ম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায়। তাঁর প্রথম সন্তান জন্ম নেয় মাত্র ১৪ (চৌদ্দ) বছর বয়সে। তাঁর স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে চাকরী করবে , কিন্তু বিয়ের সাথে সাথে সে স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। স্বামী পেশায় দিন মজুর। তাই দৈনিক মজুরীর টাকায় অভাব অনটনের মাঝে কোন রকমে চলছিল তার সংসার। তিনি পথ খুজতে ছিলেন কিভাবে সৎ পথে উপার্জন করে নিজের ছোট ছোট চাওয়া পাওয়াকে পূরণ করা যায়। ঠিক এ মন সময়ে পরিচয় হয় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় বাস্তবায়নাধীন পল্লী প্রগতি প্রকল্প , কেশবপুর, যশোর-এর গ্রাম সংগঠক জনাব মোঃ নুর ইসলাম এর সাথে। তিনি মরিয়ামকে প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা দেন এবং সমিতি করে স্বাবলম্বী হওয়া যাবে মর্মে পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁর পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সন্ন্যাসগাছা গ্রামের ২০ জন দরিদ্র মহিলাকে সংগঠিত করে সমিতি গঠন করেন। সমিতি পরিচালনার জন্য ম্যানেজারের দায়িত্ব পান তিনি। তাঁকে এ প্রকল্প থেকে ছাগল পালন ও গাভী/গরু মোটাতাজাকরণ খাতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এভাবে শুরু হয় তাঁর পথ চলা। তিনি ২০০৫ সালে ৬,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ০৫(পাচ)টি বাচ্চা ছাগল কিনে তাদের প্রতিপালন করতে থাকেন। বছর শেষে ছাগল বড় হলে বিক্রি করে তাঁর পূঁজি হয় ২০,০০০/- টাকা। তিনি নিজের ও স্বামীর কায়িক পরিশ্রম থেকে কিস্তি তে ঋণের সমস্ত টাকাই পরিশো ধ করে দেন। এভাবে শুরু থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে তিনি ১৪ দফায় মোট ৩,৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেনে এবং কিস্তিতে তা পরিশোধ করেন। ২০১৮-১৯ সালে ০৪টি গরু নিয়ে ছোট পরিসরে একটি খামারের যাত্রা করেন তিনি। একই সাথে কবুতরও পালন করতে থাকেন। তার কবুতরের সংখ্যা ২০টি। ২০১৮-১৯ সালে ০২টি গরু ১,৫০,০০০/- টাকায় বিক্রি করেছেন। অবশিষ্ট ২টি গরুর দাম আনুমানিক ২,০০,০০০/- টাকা হবে।

মরিয়াম বেগম শুধুমাত্র নিজের কথা ভাবেন না। সমিতির অন্যান্য সদস্যদের নিয়েও ভাবেন। এজন্য অন্যদের হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন । তাঁর প্রেরনায় সমিতির সদস্য হামিদা , রেশমা, শেফালী এখন নিজেরাই উপার্জনে সক্ষম। মরিয়াম বেগমের স্বামী ঘর তৈরীর কারিগর। দৈনিক ৫০০/- টাকা আয় করেন তিনি। বর্তমানে তাঁর বাড়িটি তিনি সেমি পাকা করেছেন। বাড়িতে নিজস্ব টিউবওয়েল ও স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন করেছেন। মরিয়ামের নিজের আয় (গরু ও কবুতর পালন থেকে) বছরে কমপক্ষে ১,২০,০০০/- টাকা এবং স্বামীর আয় ১,৮০,০০০/- টাকা। পরিবারের মোট আয় বছরে কমপক্ষে ৩,০০,০০০/- টাকা।

বর্তমানে মরিয়াম বেগম একজন স্বাবলম্বী নারী। তিনি এখন নিজেকে দূর্বল ও অসহায় মনে করেন না। নিজের চেষ্টা ও কর্ম দিয়ে তিনি এ সফলতা অর্জন করেছেন। বিআরডিবি'র আওতাধীন পল্লী প্রগতি প্রকল্পের নিকট তিনি কৃতজ্ঞ।

১৮.৩ সবজী চাষে সফল হায়দার আলী

জনাব মোঃ হায়দার আলী, পিতা মৃত তাহাজ উদ্দিন, গ্রামঃ সাহারবাটি, ডাকঘরঃ ভাটপাড়া, উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহেরপুর। পেশায় তিনি একজন কৃষক। তিন ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে তার সংসার। তিনি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তিনি ০৩ বিঘা জমির মালিক, কিন্তু পুঁজির অভাবে কৃষি কাজ করতে পারছিলেন না। সে কারণে তার পরিবারে অভাব লেগেই থাকতো। তিনি বিভিন্ন জনের নিকট বিআরডিবি'র বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে জেনে বিগত ১৩/১২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), গাংনী, মেহেরপুর এর অধিন বাস্তবায়িত আবর্তক (কৃষি ঋণ) কমসূচীর আওতায় সাহারবাটি কলোণী পাড়া কৃষক সমবায় সমিতিতে সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। তিনি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড , গাংনী, মেহেরপুর এর মাধ্যমে সবজি চাষের উপর ০৭ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবতীতে তিনি উক্ত সমিতির মাধ্যমে প্রথম বছর ১৫,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে সবজি চাষ শুরু করেন এবং সবজি চাষের মাধ্যমে ঐ বছর ৪০,০০০/- টাকা লাভ করেন। দ্বিতীয় দফায় উক্ত সমিতির মাধ্যমে ২৫,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং নিজস্ব পুঁজির মাধ্যমে নিজস্ব ৩ বিঘা এবং অন্যের জমি ০৩ বিঘা বন্ধকী নিয়ে তার সবজি চাষ আরো প্রসারিত করেন। সে বছর সবজি উৎপাদনের খরচ বাদে তার নীট ৬০,০০০/- টাকা লাভ করেন। এভাবে সর্বশেষ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি উক্ত সমিতির মাধ্যমে ৩৭,০০০/- ঋণ গ্রহণ করেন এ বং নিজস্ব পুঁজির মাধ্যমে তার জমিতে ব্যাপকভাবে ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলু ও লাল শাকের চাষ করেন।

বর্তমানে তিনি সবজি চাষের মাধ্যমে প্রতি মাসে প্রায় ২০,০০০/- থেকে ৩০,০০০/- টাকা আয় করেন। আধুনিক পদ্ধতিতে সবজি চাষের মাধ্যমে বর্তমানে তিনি আধুনিক কৃষকে পরিনত হয়েছেন। গ্রা মের অনেক মানুষ তা কে দেখে সবজি চাষ শুরু করেছেন। উক্ত সবজি চাষের মাধ্যমে জনাব হায়দার আলী অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হয়েছেন। বর্তমানে তিনি তার পরিবার পরিজন নিয়ে সচ্ছলভাবে জীবন -যাপন করছেন।

১৮.৪ ক্ষুদ্র ঋণে দিনবদল

যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলাধীন কৃর্ত্তীপুর গ্রামের মৃত সোহরাব হোসেনের মেয়ে নূরজাহান বেগম। এক সময় অভাব-অনটনই ছিল তার নিত্য দিনের সঙ্গী। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) ১৫ ০০০/-(পনর হাজার) টাকার ঋণ বদলে দিল নূরজাহান বেগমের জীবনের গল্প। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ তাঁর পুঁজি হয়েছে ১৫ ,০০০০০/-(পনর লক্ষ) টাকা। পূরণ হতে চলেছে তাঁর স্বপ্ন। তিনি নিজের জমিতে বানাচ্ছেন স্বপ্নের নিবাস, পাকা দালান।

উদ্যোক্তা

ক্ষুদ্রঋণে বদলে গেল নূরজাহানের জীবন

এম আর মাসুদ
ঝিকরগাছা (যশোর) ঃ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) কাছ থেকে পাওয়া ১৫ হাজার টাকার ঋণে বদলে গেল নূরজাহান বেগমের জীবনের গল্পটি। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ তাঁর পুঁজি হয়েছে ১৫ লাখ টাকায়। পূরণ হতে চলেছে নিজের জমিতে স্বপ্নের নিবাস। বানাচ্ছেন পাকা দালান। তিনি যশোরের ঝিকরগাছার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সড়কের রেলগেট এলাকার একজন চা দোকানি। উপজেলার কৃর্ত্তিপুর গ্রামের ভূমিহীন মৃত সোহরাব হোসেনের মেয়ে।

২৩ বছর আগে নূরজাহান বেগমের বিয়ে হয় পাবনার আতাউর রহমানের সঙ্গে। ইটের ভাটায় কাজ করতে এসে সে তাঁকে বিয়ে করে। নূরজাহানের এক ছেলে ও দুই মেয়ের জন্ম হয়। পরে জানা যায়, আতাউরের আরো দুটি স্ত্রী আছে। আট বছর পর স্বামী তাঁকে ফেলে চলে যায়। বেঁচে থাকতে নূরজাহান কখনো বাবার চায়ের দোকানে, কখনো ক্ষেতখামারে ও বাসাবাড়িতে ঝিয়ের কাজ শুরু করেন। সম্বল বলতে তাঁর ছিল একটি ছাগল। সেটি পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সড়কের রেলগেট এলাকায় একটি কাঠের দোকান কিনে তাতে চা বিক্রি শুরু করেন।

নিজের চা দোকানে নূরজাহান বেগম। ছবি : কালের কণ্ঠ

এক লাখ টাকা উদ্যোক্তা ঋণ দিয়েছিল ওর আগে তাঁকে পাঁচবার ক্ষুদ্রঋণ দিয়েছিল বোর্ডটি। দুই বছর আগে নূরজাহান একই এলাকার কৃর্ত্তিপুর মৌজায় সাড়ে ৬ শতক জমি কিনে তিন কামরার ছাদের দালান দিয়েছেন। জমি কেনাসহ তাতে তাঁর মোট খরচ হয়েছে ১২-১৩ লাখ টাকা। তাঁর বড় ছেলে নূরনবী বিএ অনার্স পড়ে, বড় মেয়ে আরিফা খাতুন সরকারি এমএল মডেল হাই স্কুলের দশম শ্রেণিতে কারিগরি বিভাগে আর ছোট মেয়েটি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। প্রতিদিন ভোর ৫টায় দোকান খুলে তা বন্ধ করেন রাত ১১টায়।

নূরজাহান জানান, প্রতিদিন দোকানে তিন-চার হাজার টাকা বেচাকেনা হয়। মেয়ে দুটি স্কুল থেকে এসে তাঁর কাছে থাকে। ছেলেটি লেখাপড়া বাদেও ইজিবাইক চালায়।

বিআরডিবি কর্মকর্তা বি এম কামরুজ্জামান জানান, শুধু নূরজাহান বেগম নন, ভাগ্যবঞ্চিত এসব নারীকে স্বাবলম্বী করতে বিআরডিবি কাজ

দৈনিক কালের কণ্ঠে ১৮ জুলাই, ২০১৯ ও দৈনিক যায়যায়দিন ১৫ জুলাই প্রকাশিত সংবাদ।

রেললাইনের পাশে একটি সরকারী জায়গায়। কিন্তু পুঁজি র স্বল্পতার কারণে তাঁর ব্যবসা ভালো চলছিল না। ব্যবসা বাড়াতে নূরজাহান যোগ দেন বিআরডিবি'র মহিলা সমিতিতে। প্রথমে সে সমিতির মাধ্যমে ১৫,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে চা বিক্রির পাশাপাশি দোকানে বেশ কিছু মালপত্র তোলেন। এরপর তাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে তাঁকে এক লক্ষ টাকা উদ্যোক্তা ঋণ দেয়া হয়। উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণের পূর্বে সে পাঁচ দফায় ঋণ নিয়ে তা কিস্তিতে পরিশোধ করে। দুই বছর পূর্বে নূরজাহান একই এলাকার কৃর্ত্তিপুর মৌজায় ৬ .৫ শতক জমি কিনে তিন কামরার দালান নির্মাণ করেন। জমি কেনাসহ তাতে তারঁ মোট খরচ হয়েছিল ১২-১৩ লক্ষ টাকা। তাঁর বড় ছেলে নূরনবী বিএ অনার্স পড়ে, বড় মেয়ে আরিফা খাতুন সরকারি এমএল মডেল হাই স্কুলের দশম শ্রেণীতে কারিগরী বিভাগে আর ছোট মেয়েটি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। প্রতিদিন সে ভোর ৫:০০টায় দোকান খুলে আর তা বন্ধ করে রাত ১১:০০টায়।

নূরজাহার জানান প্রতিদিন দোকানে তির-চার হাজার টাকা বেচাকেনা হয়। মেয়ে দুটি স্কুল থেকে এসে তাঁর কাছে থাকে। ছেলেটি লেখাপড়া র পাশাপাশি ইজিবাইক চালায়। এভাবেই ভাগ্যবঞ্চিত নারীদের স্বাবলম্বী করতে কাজ করে যাচ্ছে বিআরডিবি। নূরজাহান বেগম একজন সংগ্রামী, নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী নারী। তিনি বিআরডিবি'র নিকট কৃতজ্ঞ।

১৮.৫ আত্তাব উদ্দিন বিশ্বাস, তাঁত ব্যবসায় সফল উপকারভোগি

জনাব আত্তাব উদ্দিন বিশ্বাস ১৯৬৭ সালে খুলনা জেলার ফুলত লা উপজেলার আলকা কারিগর পাড়া গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রাঙ্গামিয়া এবং মাতার নাম নুরজাহান বেগম। তাঁর পিতা বসতবাড়িতে অল্প পরিমান জমাজমি ও তাঁতের উপর জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরিবারিক অস্বচ্ছলতার কারণে অল্প বয়সে তাকে সংসারের হাল ধরতে হয়। সংসারের অভাব অনটনের কারণে তাঁর লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি। একসময় অর্থের অভাবে তাঁর পৈত্রিক তাঁত ব্যবসা বিলুপ্তির উপক্রম হয়েছিল। সেই সময় তিনি বিআরডিবিভূক্ত সদাবিক কর্মসূচি ’র আওতায় দামোদর কারিগর পাড়া পুরুষ দলের সদস্য হিসেবে ভর্তি হন এবং সর্বপ্রথম ৭,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ পূর্বক পুণরায় তাঁত ব্যবসা ব্যবসা শুরু করেন। ২০১০ সালে তিনি নিজ বাড়িতে একটি তাঁত স্থাপন করেন। ব্যবসা হতে অর্জিত মুনাফা দিয়ে ঋণের টাকা পরিশোধ করেন এবংপুণরায় ঋণ গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি বিগত ২০১৫ সাল পর্যন্ত অত্র দপ্তর হতে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে নিয়মি ত কিস্তিতে তা পরিশোধ করেছেন। বর্তমানে তিনি ব্যবসার পরিসর বৃদ্ধি করে একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চান। তাই উদ্যোক্তা ঋণ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে। তাঁর ব্যবসার মুলধনের পরিমান আনুমানিক ৫,৭৫,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা। যাবতীয় খরচ বাদে তাঁর বার্ষিক প্রকৃত লাভ ৯৫,০০০/- (পঁচানব্বই হাজার) টাকা।

তাঁর উৎপাদিত গামছা মুলত ফুলতলা ও নিকটস্থ বাজারে বিক্রয় করেন। এছাড়া দেশের বিভিন্ন এলাকার পাইকার ও খুচরা ক্রেতারা তাঁর নিকট হতে গামছা ক্রয় করে অন্যান্য অঞ্চলে বিক্রয় করেন। এমনিভাবে তিনি নিজের ব্যবসার উন্নতিসহ পরিবারের উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছেন।

বর্তমানে তাঁর নিজস্ব তাঁত মেশিনের সংখ্যা ০৪টি। সেখান থেকে প্রতিদিন অনুমানিক ২৮টি গামছা উৎপাদিত হয়। তাঁর তাঁত ব্যবসায় আশেপাশের ০৬জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। তিনি পৈত্রিক বাড়ির মাটির ঘরের স্থানে পা কা বাড়ি নির্মাণ করেছেন। তাঁর ০২ জন ছেলে মেয়ে। তাঁরা একজন খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর এবং অপরজন খুলনা সরকারী বিএল কলেজে স্নাতক শ্রেণীতে অধ্যায়নরত। এলাকায় তাঁর এখন যথেষ্ট সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পল্লীর জনগনের আর্থ -সামজিক উন্নয়নসহ তি নি পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ আবদান রেখে চলছেন। তাঁর সহায় সম্বলহীন জীবনে বিআরডিবি’র সহায়তায় সম্ভরতা ফিরে এসেছে।

১৯. বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়নঃ

সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা সংস্থা/ দল কর্তৃক বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়েছে। সামগ্রীক কার্মকান্ড মূল্যায়ন ও সমীক্ষায় প্রাপ্ত কিছু ফলাফল/মতামত নিম্নরপ:

ক্রঃনং	সমীক্ষার বিবরণ	প্রাপ্ত ফলাফল/মতামত
১	সমীক্ষার নাম: বিআরডিবি'র কার্যক্রম মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: বিআইডিএস সময়: ২০১০	(১) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের দারিদ্র্য বিমোচনে সফলভাবে সহযোগিতা করে আসছে। বিআরডিবি'র কর্ম এলাকায় দারিদ্র্যের হার ১১% যা কর্ম এলাকা ব হির্ভূত তথা জাতীয় গ ড়ের চেয়ে কম। (২) জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান (১.৯৩%)। (৩) বিআরডিবি সুবিধাভোগীদের সম্পদ আহরণে সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রা এবং নারী ক্ষমতায়নে সহযোগিতা করছে।
২	সমীক্ষার নাম: পিইপি এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি সময়: ২০১১	(১) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ৭৩% উপকারভোগী উন্নত ও নতুন পেশায় সম্পৃক্ত হয়েছেন; (২) সুবিধাভোগীদের সম্পদ ১৪% থেকে৬২% এ উন্নীত হয়েছে, বার্ষিক আয় ৬০০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ৫% থেকে ৯৯% এ উন্নীত হয়েছে।
৩	সমীক্ষার নাম: পজীপ ২য় পর্যায় এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি মূল্যায়ন দল। সময়: ২০১৫	(১) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত ভালো। বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ঋণের ব্যবহার সঠিকভাবে করা হয়েছে, নিজস্ব পুঁজি গঠনে (শেয়ার ও সঞ্চয়), সদস্যবৃন্দ উদ্বুদ্ধ হয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণ, সামাজিক সচেতনতামূলক কাজে সদস্যবৃন্দ উপকৃত হয়েছে বলে পরিলক্ষিত হয়। (২) প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। (৩) দেশের সার্বিক উন্নয়নে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হলে এ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান থাকা প্রয়োজন।
৪	সমীক্ষার নাম: ইরেসপো দ্বিতীয় সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন (সমাপ্ত-জুন,২০১৯) গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আইএমইডি সময়: ২০১৮	(১) দরিদ্র মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন। প্রশিক্ষণের মান ভাল হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থীগণ উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হয়েছে। ৫৮,৭২৫ সুফলভোগীকে সেলাই এমব্রয়ডারি, মোবাইল সার্ভিসিং, হাঁস-মুরগিপালন, গবাদি পশুপালন, হস্তশিল্প, মৎস ও কাঁকরা চাষ, শাকসবজিচাষ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা, নেতৃত্ববিকাশ, নারী উন্নয়ন ও সংগঠন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। (২) স্থানীয় সম্পদ পুঞ্জিকরণের মাধ্যমে আয়-বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের ব্যবহার এবং সুফলভোগীদের আয়বর্ধনমূলক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে নিজস্ব ২১০০.০০ লক্ষ টাকা নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত তহবিল যথাযথ ব্যবহারের ফলে তাদের জীবনমান উন্নয়ন হয়েছে। (৩) ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষায় গ্রামীণ মহিলাদের সংগঠিতকরণের মাধ্যমে ২৮৮১ টি মহিলা সমিতির ৭৮,৪৪৪ জন সুফলভোগী সদস্যকে প্রকল্পভূক্ত করা হয়েছে।
৫	সমীক্ষার নাম: পিআরডিপি-৩ এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান: আরডিসিডি সময়: ২০১৯	(১) সরকারি সেবাদানে সমন্বয় সৃষ্টি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, সরকার ও এনজিও সেবা প্রদানে সমন্বয় সৃষ্টি, জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, গ্রামের সাধারণ মানুষের সচেতনা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন, সরকারি কর্মীদের কার্যক্রমের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন এবং জাতি গঠনমূলক বিভাগ ও গ্রামের মানুষের সম্পর্ক উন্নয়ন হয়েছে। (২) প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি অংশ, ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রামের মানুষের অর্থ, কায়িক পরিশ্রম ও মতামতের সমন্বয় এবং অংশগ্রহণ থাকায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি সত্যিকার অর্থে অনুসরণীয় হচ্ছে। (৩) গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে সাধারণ ও সুবিধা বঞ্চিত লোকজন তাদের সমস্যা ও সম্ভা ব্য সমাধান জানতে পেরেছে। একে অপরের সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। (৪) বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক বিভাগের প্রতিনিধি, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বর ও বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন ইউসিসিএম এ উপস্থিত থাকায় সবার সাথে সমন্বয় হচ্ছে । কাজের পরি বেশ উন্নতি হচ্ছে। (৫) উম্মুক্ত বাজেট সভা, গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণে জনগণের অংশীদারিত্ব, সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোত ধারায় আনা, স্থানীয় সরকারের তৃণমূল ধাপ ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালিকরণে জোরালো ভূমিকা রাখছে।

২০. গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার

বিআরডিবি'র গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার কার্যক্রম অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত লিংক মডেল পদ্ধতিতে সম্পাদিত পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। লিংক মডেল পদ্ধতিতে পল্লী অঞ্চলে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি (জিসি) গঠন করা হয়। ২০ থেকে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি প্রতি মাসে গ্রামে বসে সভা করেন। এ সভায় গ্রামের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের (স্কিম) প্রস্তাব তৈরি করে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন সমন্বয় সভায় (ইউসিসিএম) উপস্থাপন করা হয়। ইউসিসিএমএ অনুমোদিত হলে গ্রামের উন্নয়নমূলক ও সংস্কার কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হয়।

যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলায় পিআরডিপি-৩ এর আওতায় ইটের সলিংকরণ রাস্তা পরিদর্শন করেন জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

১৫০ ফুট রাস্তা খোয়া সিমেন্ট ঢালাইকরণ/পিআরডিপি-৩, বিআরডিবি, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

এ সকল স্কিম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ৩ ধরনের উৎস থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়। স্কিমের মোট ব্যয়ের ৭০% (অনধিক ৭০,০০০) টাকা প্রকল্প থেকে, ২০% সংশ্লিষ্ট গ্রামের উপকারভোগী জনগণ এবং ১০% সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। এ পদ্ধতিতে স্কিম বাস্তবায়ন করা হলে সরকারের কম টাকায় অনেক বেশি উন্নয়ন করা সম্ভব হয় এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকে মর্মে প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে । পিআরডিপি-৩ এর আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এ ধরনের ২৩৯৩ টি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারমূলক স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়। ইতঃপূর্বে পিআরডিপি-৩ এরআওতায় মোট ৬৯০৪ টি স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়।

বিআরডিবি'র পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের এর আওতায় সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার তেলকুপি গ্রামে নির্মিত কাঠের সাকো।

খুলনা জেলধীন ডুমুরিয়া উপজেলার নোয়াকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার নির্মাণ।

২১. বিপণন সংযোগ সৃষ্টি

বিআরডিবি উপকারেভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মান নিশ্চিত করা, সংরক্ষণ, উৎপাদকের ও ভোক্তার ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। পণ্য সংরক্ষণের জন্য বিআরডিবি 'র বিভিন্ন অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘর রয়েছে। এছাড়াও কারুপল্লী, কারুগৃহ, শান্তি, পল্লী বাজার ব্রান্ড নামে ৫টি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে।

বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী কাম সেলস্ সেন্টার পরিচিতি

২১.১ কারুপল্লী

'কারুপল্লী' দারিদ্র্য দূরীকরণে বিআরডিবির একটি ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম। প্রকৃতপক্ষে এটি গ্রামের অসহায় ও বিত্তহীন সদস্যদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প ও অন্যান্য পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র। ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসে বিআরডিবির উদ্যোগে জাপান ওভারসীজ কো-অপারেশন ভলান্টিয়ার্সের (জেওসিভি) কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় কারুপল্লী। করুপল্লীর প্রধান উদ্দেশ্য হলো বিআরডিবির সুবিধাভোগী এবং অসহায় ও বিত্তহীন গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন এবং তা দেশি ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণন সুবিধা প্রদানে সহায়তা করা। বর্তমানে বিআরডিবির প্রধান কার্যালয় পল্লী ভবন, ৫, কাওরান বাজার, ঢাকায় কারুপল্লীর একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে। প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও karupalli.brdb.gov.bd ই-কর্মাস সাইটের মধ্যমে কারুপল্লীর পণ্য বিক্রয় করা হয়।

২১.২ উদকনিক বিক্রয় কেন্দ্র

উদকনিক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের উৎপাদিত বিভিন্ন ধরণের হস্তশিল্প, কৃষি-অকৃষি পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনীর জন্য রংপুর জেলায় প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রটির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৫ টি জেলার ৩৫ টি উপজেলার সদস্যদের ন্যায্যমূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ এবং উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যসমূহ প্রদর্শনী ও বিক্রয় নিশ্চিত করা হয়। বিক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও পণ্যসমূহ প্রকল্পের ই-কমার্স সাইটের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। উদকনিক প্রকল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রের প্রধান পণ্যসমূহ হলো - নকশি কাঁথা ও নকশি টুপি, নকশি বেড কাভার, কুশন কাভার, পাটজাত পণ্য, গহনা সামগ্রী, রংপুরের প্রসিদ্ধ শতরঞ্জি, জামা, পাঞ্জাবী, ব্যাগ, শাড়ি, বিভিন্ন উৎসব এবং ঋতুভেদে নানা ধরণের হাল ফ্যাশনের পোশাক প্রভৃতি।

রংপুর সদর উপজেলায় সুইজারল্যান্ড থেকে আগত টিম উদকনিক প্রকল্পের উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য পরিদর্শন করছেন।

২২. অবলুপ্ত কিন্তু বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত চলমানকর্মসূচিসমূহ

ক্রঃ নং	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা ও মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্তব্য
১	দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন সমিতি (দুপউস)	**এলাকাঃ** ২২ টি জেলার ২৩ উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৮২ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত	আরএলএফসহ ১৩৫.৪৫লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
২	মহিলা বিত্তহীন কেন্দ্রীয় উন্নয়ন সমিতি (মবিকেউস)	**এলাকাঃ** ঢাকা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ , গাজীপুর, নরসিংদী ও নারায়নগঞ্জ জেলার মোট ২০ টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৮৫ হতে জুন ১৯৯৩ পর্যন্ত	৩৪১.৪১ লক্ষ টাকা (ইউনিসেফ)	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা।
৩	উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি)	**এলাকাঃ** বৃহত্তর ফরিদপুর জেলাধীন ৫টি জেলার ২৭টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ১৯৮৬ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত	৯৯,৯৪১.৭৮লক্ষ টাকা (সিডা ও জিওবি)	**বাস্তবায়নেঃ নির্বাহী পরিচালক**
৪	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (পদাবিক)	**এলাকাঃ** ২২টি জেলার ১২৩ উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই-১৯৯৩ হতে জুলাই ২০০৫ পর্যন্ত	১৭,০৬৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	**বাস্তবায়নকারী প্রকল্প পরিচালক**
৫	পল্লী প্রগতি কর্মসূচি	**এলাকাঃ** ৪৭৬টি উপজেলার ৪৭৬টি ইউনিয়ন **মেয়াদঃ** জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৮ পর্যন্ত	১৪,৯৬৬.৭৮ লক্ষ টাকা (জিওবি)	**বাস্তবায়নেঃ** প্রকল্প পরিচালক
৬	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	**এলাকাঃ** দেশের ৬৪ টি জেলার ৪৪৪ টি উপজেলা **মেয়াদঃ** ২০০৩ সাল হতে চলমান	১৮৪.২৫ কোটি টাকা (জিওবি)	রাজস্ব বাজেটের আওতায় অনুন্নয়ন খাতে ছাড়কৃত আবর্তক ঋণ তহবিল **বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা
৭	গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (গ্রামউক)	**এলাকাঃ** ৩টি জেলার ৩টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জানুয়ারি ২০০৪ হতে ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত	২২.৩৮লক্ষ টাকা (এএআরডিও)	**বাস্তবায়নেঃ**সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
৮	গ্রামীণ মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (গ্রামউকসক)	**এলাকাঃ** ৩টি জেলার ৩টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১০ পর্যন্ত	২০.০০লক্ষ টাকা (এএআরডিও)	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
৯	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)	**এলাকাঃ** ১৫টি জেলার ৫৯টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জানুয়ারী ২০১২ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত	১৫,৭৩৪.০০লক্ষ টাকা	**বাস্তবায়নেঃ** প্রকল্প পরিচালক।
১০	পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি (পজীক)	**এলাকাঃ** ৪২টি জেলার ১৯০টি উপজেলা **মেয়াদঃ** জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত	৫৬,৯৫১.০০লক্ষ টাকা	**বাস্তবায়নেঃ** প্রকল্প পরিচালক।
১১	আবর্তক কৃষি ঋণ কর্মসূচি	**এলাকাঃ** ৬৪টি জেলার	১৩,১২৫.০০	**বাস্তবায়নেঃ** সরেজমিন বিভাগের ঋণ শাখা

২৩. বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/কর্মসূচি

ক্রঃ নং	কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	প্রকল্প এলাকা ও মেয়াদ	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (উৎসসহ)	মন্ত্রণালয়ের নাম	মন্তব্য
১	পার্বত্য চট্টগ্রাম সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প	**এলাকা:** পার্বত্য অঞ্চলের ৩টি জেলার ২৫টি উপজেলা **মেয়াদ:** জুলাই ১৯৯২ থেকে জুন ১৯৯৬ পর্যন্ত	৪২৬.৩১ লক্ষ টাকা ,(জিওবি)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নে:** সরেজমিন বিভাগের সেচ শাখা
২	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প (ব্যানপিএইচসি-০০৬)	**এলাকা:** হাট হাজারী-চট্টগ্রাম, ফকিরহাট - বাগেরহাট, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল। (প্রতিটি উপজেলায় ২টি করে ইউনিয়ন) **মেয়াদ:** জুলাই ১৯৯২ হতে ২০০০ পর্যন্ত	১৬.০২ লক্ষ টাকা , বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নে:** প্রোগ্রামিং শাখা,পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণবিভাগ
৩	দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমূখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি)	**এলাকা:** ১২টি জেলার ১২টি উপজেলা **মেয়াদ:** জুলাই ২০০০ হতে জুন ২০০৩ পর্যন্ত	৫৭.৯৬ লক্ষ টাকা (ইফাদ)	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নে:** সরেজমিন বিভাগের বিশেষ প্রকল্প শাখা
৪	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	**এলাকা:** বিআরডিবিভূক্ত দেশের সকল উপজেলা **মেয়াদ:** জুলাই ২০০৫ হতে জুন ২০০৯ পর্যন্ত	৩,৭৭৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নে:** সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা
৫	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২	**এলাকা:** ৩৯টি জেলার ১০৫টি উপজেলা **মেয়াদ:** এপ্রিল ২০০৭ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত	৯ ২৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)	ভূমি মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নে:** সরেজমিন বিভাগের বাজারজাতকরণ শাখা
৬	গুচ্ছ গ্রাম প্রকল্প	**এলাকা:** ৫৩টি জেলার ১৩২টি উপজেলা **মেয়াদ:** জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত	১৯.৬৪ কোটি টাকা (জিওবি)	ভূমি মন্ত্রণালয়	**বাস্তবায়নে:** সরেজমিন বিভাগের সম্প্রসারণ শাখা

২৪. সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

ক্র:নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
১	২	৩	৪	৫
০১	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রাথমিক পর্যায়)	১৯৭০ - ১৯৭৩	২১৭.৯৫	জিওবি
০২	বরিশাল সেচ এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা জরিপ প্রকল্প	১৯৭২ - ১৯৭৩	২৫.০০	ইউএসএআইডি
০৩	আইআরডিপি - কেয়ার গুদাম প্রকল্প	১৯৭৩ - ১৯৭৬	৪৯০.০০	কেয়ার
০৪	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (প্রথম পর্যায়)	১৯৭৩ - ১৯৭৮	২৪৬.১২	জিওবি
০৫	আইআরডিপি-এমসিসি, আইআরডিপি আইভিএস এবং আইআরডিপি - হিড প্রকল্প	১৯৭৩ - ১৯৭৬	৩২৫.০০	জিওবি, কেয়ার
০৬	আইআরডিপি - কেয়ার (সিইএআই) প্রকল্প	১৯৭৪ -১৯৮০	৩২৪.০০	জিওবি –কেয়ার
০৭	বেঞ্চ-মার্ক জরিপ প্রকল্প	১৯৭৪ - ১৯৭৫	২৫.০০	ইউএসএআইডি
০৮	১৪৫ থানা /উপজেলা পল্লী ভবন নির্মাণ প্রকল্প	১৯৭৪ -১৯৭৮	৫৬৩.০০	ইউএসএআইডি
০৯	হস্ত চালিত নলকূপ সেচ প্রকল্প	১৯৭৫ - ১৯৭৮	৮৪৯.০০	ইউনিসেফ
১০	সমন্বিত শিক্ষা ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (সিইএডিপি)	১৯৭৫ - ১৯৭৮	৩২৫.০০	কেয়ার
১১	পল্লী অর্থায়নে পরীক্ষামূলক প্রকল্প	১৯৭৫ - ১৯৭৮	১১১.১৭	ইউএসএআইডি
১২	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা পরিকল্পনা পাইলট প্রকল্প (১ম পর্যায়)	১৯৭৫ - ১৯৮০	১৬৭.০০	IDA, CIDA
১৩	প্রশিক্ষণ কাম উৎপাদন কেন্দ্র (টিসিপিসি)	১৯৭৫ - ১৯৮০	৭০.২৫	সিডা
১৪	থানা প্রশিক্ষণ ইউনিট (টিটিইউ)	১৯৭৫ -১৯৮১	১৬৮.০০	জিওবি, আইডিএ
১৫	যুব উন্নয়নে পাইলট প্রজেক্ট	১৯৭৫ - ১৯৭৭	১৯.৯৬	জিওবি
১৬	গুদাম নির্মাণ পাইলট প্রকল্প	১৯৭৬ - ১৯৮০	৫৬৪.২৭	জিওবি
১৭	থানা ওয়ার্কশপ কাম কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৯৭৬ - ১৯৮০	৭১.৭৮	জিওবি
১৮	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১ (আরডি-১)	১৯৭৬ - ১৯৮৪	৩৭৫৮.২৫	আইডিএ
১৯	কুষ্টিয়া টার্গেট দল জরিপ পরিচালনা প্রকল্প	১৯৭৬ - ১৯৭৭	২৫৭.৫৯	ডাচ
২০	আইআরডিপি সদর কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প	১৯৭৭ - ১৯৮৪	৩৪১.৩৫	জিওবি
২১	যুব কর্মসূচি	১৯৭৭ - ১৯৭৮	৮০.০০	জিওবি
২২	বরিশাল সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৩৭০৫.০০	বিশ্ব ব্যাংক
২৩	মুহুরি সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	২১৭.৪১	বিশ্ব ব্যাংক
২৪	কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৫৪৩৬.০০	বিশ্ব ব্যাংক
২৫	চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, বিআরডিবি অংশ	১৯৭৭ - ১৯৯০	৭০৪.২৪	বিশ্ব ব্যাংক
২৬	সিরাজগঞ্জ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআইআরডিপি)	১৯৭৭ - ১৯৮৫	৭২৪৮.৭৩	ADB, UNDP, UNICEF
২৭	আইআরডিপি মূল প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)	১৯৭৮ - ১৯৮০	১২৭৭.৬৯	জিওবি
২৮	নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনআইআরডিপি-১)	১৯৭৮ - ১৯৮৪	৩৩৩০.৭৯	ডানিডা
২৯	সার ও ঋণ বিতরণ পাইলট প্রকল্প (ফাও-নরওয়ে)	১৯৭৮ - ১৯৮০	৬৭.০১	এফএও, নরওয়ে
৩০	জাতীয় যুব সমবায় কমপ্লেক্স	১৯৮০ -১৯৮২	১৪৯.৪৩	জিওবি
৩১	সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি-৩য় পর্যায়)	১৯৮০ -১৯৮৫	৪৮০৩.৪৯	ওডিএ ,আইডিএ
৩২	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	১৯৮০ -১৯৮৫	৩৫৬.৯২	আইডিএ
৩৩	বাংলাদেশ যুব সমবায় কর্মসূচি	১৯৮০ -১৯৮৫	১৫৪৯.৪৩	জিওবি
৩৪	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	১৯৮০ -১৯৮৫	১৬০.০৪	জিওবি
৩৫	৩য় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রকল্প (এসএসআইপি)	১৯৮১ -১৯৮৩	১৪৮.৮৭	জিওবি
৩৬	হস্ত চালিত নলকূপ প্রকল্প (এইচ টি ডব্লিউ)	১৯৮১ - ১৯৮৭	৪৮২২.১৩	IDA, UNICEF
৩৭	সার বিতরণ প্রকল্প (এফএও)	১৯৮১ - ১৯৮৭	৪১০.৮৭	FAO,UNDP
৩৮	পল্লী দারিদ্র্য কর্মসূচি (আরপিপি- নরমাল)	১৯৮২ - ৯৮৮	২৪৩৮.৫৯	বিবি, অগ্রণী ব্যাংক
৩৯	দক্ষিণ পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসডব্লিউআরডিপি)	১৯৮২ - ১৯৯০	১৮০১.৮১	IDA, IFAD
৪০	ভোলা সেচ প্রকল্প (বিআইপি)	১৯৮২ - ১৯৯০	৮৪১.৫০	এডিবি,ইইসি
৪১	বিশেষ মহিলা প্রকল্প	১৯৮২ -১৯৮৫	৭৬.৫০	সিআইডিএ
৪২	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-২)	১৯৮৩ -১৯৯০	১১৬৮৮.৩৩	IDA, SIDA,ODA, UNDP
৪৩	গভীর নলকূপ প্রকল্প-২ (ডিটিডব্লিউ)	১৯৮৩ -১৯৯২	১৪৭৬.৫৭	ওডিএ, আইডিএ
৪৪	২য় পল্লী নলকূপ প্রকল্প (এসটিপি)	১৯৮৩ -১৯৯০	২১৫.৭৪	এডিবি
৪৫	ভূমিহীন ও বিত্তহীনদের সেচযন্ত্র বিতরণ প্রকল্প	১৯৮৩ -১৯৮৫	১১২.৩৩	এফ ফাউন্ডেশন

ক্র:নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
৪৬	নোয়াখালী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (এনআইআরডিপি-২)	১৯৮৪ - ১৯৯০	১০৫৯৫.৫৬	ডানিডা
৪৭	টাঙ্গাইল কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি (টিএডিপি)	১৯৮৪ -১৯৯০	১৮৬৪.০০	জিটিজেড
৪৮	সমন্বিত নারী ও শিশু সহযোগিতা উন্নয়ন প্রকল্প	১৯৮৫ -১৯৯৩	২৬৫৯.০৪	ইউনিসেফ
৪৯	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	১৯৮৫ - ১৯৯০	১৪২৪.২১	সিআইডিএ
৫০	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি -৯, ১ম পর্যায়)	১৯৮৫ - ১৯৯২	৬১৬৮.৭২	ইইসি
৫১	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫-পিইপি) ১ম পর্যায়	১৯৮৬ -১৯৯০	১৪৭৬.৪৩	SIDA, NOARD
৫২	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি ১২)	১৯৮৮ -১৯৯৬	১০৭৫৪.০৬	সিআইডিএ
৫৩	ভোলা যান্ত্রিক সেচ প্রকল্প	১৯৮৯ - ১৯৯০	১৬.২৫	এ ডাচ সিটিজেন
৫৪	পুনঃ পুকুর খনন প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	৮৮.৭৮	ডাবিস্নউ এফ পি
৫৫	টাঙ্গাইল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিআরডিপি)	১৯৯০ - ১৯৯৩	২৪১৭.৪৯	জিটিজেড
৫৬	সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ পাইলট প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯৬	৩২৮.৬৮	জিওবি
৫৭	গ্রামীণ মহিলা সমবায়ের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)	১৯৯০ - ১৯৯৬	২৪৯৯.৩০	সিআইডিএ,আইডিএ
৫৮	বিআরডিবি উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	১৫৮.১২	ওডিএ
৫৯	প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ সহায়ক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	১৯৯০ - ১৯৯১	৬৩৩.২০	ওডিএ
৬০	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৫ পিইপি ২পর্যায়)	১৯৯০ - ১৯৯৬	৪৩২৪.২৪	SIDA, NOARD
৬১	বন্যা ও সাইক্লোন প্রবণ এলাকায় ন্যূনতম ব্যয়ে পল্লী বাড়ি নির্মাণ প্রকল্প	১৯৯১ - ১৯৯২	২০৬.২৫	জিওবি
৬২	পল্লী দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কৌশলের প্রায়োগিক গবেষণা কর্মসূচি	১৯৯১ - ১৯৯৩	৩.২৩	ইএসসিএপি
৬৩	এফডব্লিউইপি-২	১৯৯১ - ১৯৯৮	১৬৯.৪৪	ILO, UNFPA
৬৪	সাইক্লোন প্রবণ এলাকার পরিবারের জন্য বিশেষ প্রকল্প	১৯৯১ - ১৯৯৯	১৮০.০০	আইএফএডি
৬৫	মডেল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এমআরডিপি)	১৯৯২ - ২০০০	১৯৭৬.৯৫	জাপান
৬৬	চট্টগ্রামের সাইক্লোন ও বন্যা প্রবল এলাকায় সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রকল্প	১৯৯২ - ১৯৯৬	১০৯৯.৭৫	জাপান
৬৭	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডি-৯ ২য় পর্যায়)	১৯৯২ - ২০০০	৬৮০৮.৬৬	ইইসি
৬৮	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্টগ্রাম পাহাড়ী এলাকা)	১৯৯২ - ১৯৯৬	১৭৯৭৬.৮২	এডিবি,জিওবি
৬৯	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রকল্প	১৯৯২ - ২০০০	১৫.০০	জিওবি
৭০	বিআরডিবি -জাইকা মেহেরপুর ছাগল পালন প্রকল্প	১৯৯২ - ২০০০	২.৭১	জাইকা
৭১	উত্তর পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডব্লিউআরডিপি)	১৯৮৩ -১৯৯২	৩১৭৪.৭৮	ADB, IFAD
৭২	দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (আরপিএপি ১ম পর্যায়)	১৯৯৩ -১৯৯৮	৬৬৫৫.০০	জিওবি
৭৩	পল্লী দরিদ্র সমবায় প্রকল্প (আরপিসিপি)	১৯৯৩ -১৯৯৮	১০২১৭.৪৮	এডিবি
৭৪	টাঙ্গাইল জেলার সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ	১৯৯৪ - ১৯৯৯	২১৮.০০	জিওবি
৭৫	বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী দরিদ্র সমবায় সহায়তা প্রকল্প	১৯৯৫ - ২০০০	২৫০০.০০	জিওবি
৭৬	দ্বিতীয় ভোলা সেচ প্রকল্প	১৯৯৬ -১৯৯৮	১৭৮২৫.০৫	এডিবি
৭৭	সরিষাবাড়ি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরডিপি)	১৯৯৬ -১৯৯৮	৯০.৩৩	জিওবি
৭৮	পল্লী বিত্তহীন প্রকল্প (আরবিপি)	১৯৯৬ -২০০০	১১৮৫০.০০	সিআইডিএ
৭৯	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আর ডি-৫, পিইপি, ৩য় পর্যায়)	১৯৯৬ -২০০৩	৮৮৭৯.০০	এসআইডিএ
৮০	পল্লী দারিদ্র্য প্রকল্প	১৯৯৬ -১৯৯৮	২৮৯.৩৮	এসআইডিএ
৮১	কুড়িগ্রাম দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প	১৯৯৭ - ২০০০	৮৬৫.০০	এনওআরএডি
৮২	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (BPATC), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প	১৯৯৭ - ২০০০	১৬১৮.৩৭	জিওবি
৮৩	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-১	১৯৯৭ - ২০০২	১৯৪৮.৫০	ইউএনডিপি
৮৪	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-৩	১৯৯৭ - ২০০২	২৭৫২.৬৬	ইউএনডিপি
৮৫	সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প-২	১৯৯৭ - ২০০২	২৬৭৭.৪৯	ইউএনডিপি
৮৬	পিইপির গবেষণা কর্মসূচি	১৯৯৮ -২০০০	০০.০০	এসআইডিএ
৮৭	বিআরডিবি'র সমর্থন কর্মসূচি	১৯৯৮ -২০০০	৮৩০.০০	এসআইডিএ
৮৮	দরিদ্র মহিলাদের জন্য আত্ম কর্মসংস্থান কর্মসূচি	১৯৯৮ -২০০৩	১০০০.০০	জিওবি
৮৯	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সংশোধিত ২য় পর্যায়)	১৯৯৮ -২০০৫	১৭০৬৬.০০	জিওবি
৯০	রুরাল লাইভলিহুড প্রজেক্ট (আরএলপি)	১৯৯৮- ২০০৭	৩১৫৬৫.০০	এডিবি/জিওবি/ইউবিসিসিএ
৯১	দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে বিশেষ বহুমুখী উন্নয়ন প্রকল্প (দুএদাবি)	২০০০ - ২০০১	৮৭০.০০	জিওবি
৯২	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায়)	২০০০ - ২০০৪	৯৩৩.০৯	জিওবি

ক্র:নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থের উৎস
৯৩	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (টিএপিপি)	২০০০ - ২০০৪	৯৩৭.৮৭	জাইকা
৯৪	বিআরডিটিআই ভৌত অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ সুবিধাদী সম্প্রসারণ প্রকল্প	২০০০ -২০০৫	৫৬১.৬৭	জিওবি
৯৫	পল্লী প্রগতি প্রকল্প (পিপিপি)	২০০১ - ২০০৯	১৪০০২.৮০	জিওবি
৯৬	সামাজিক ক্ষমতায়ন -২ প্রকল্প (সংশোধিত) (কনসলিডেশন ফেজ)	২০০২ - ২০০৪	৭৫৪.০০	ইউএনডিপি
৯৭	আর্সেনিক মিটিগেশন কার্যক্রম ফর পিইপি মেম্বারস	২০০৩ -২০০৪	৯৯.৫০	এসআইডিএ
৯৮	এ্যাডভোকেসি অন রিপ্রডাকটিভ হেলথ এন্ড জেন্ডার ইস্যুজথ্রো রুরাল কোঅপারেটিভস	২০০৩ -২০০৫	১৪৫.০০	ইউএনএফপিএ
৯৯	উত্তর পশ্চিম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (এনডাব্লিউ আরডিপি)	২০০৩ -২০০৬	১৫০০০.০০	জিওবি
১০০	সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক)	২০০৩ -২০০৬	২২১২.০০	জিওবি
১০১	দারিদ্র্য বিমোচনে মহিলাদের আত্ম কর্মসংস্থান কর্মসূচি	২০০৩ -২০০৬	৫০০০.০০	জিওবি
১০২	গ্রামীণ মহিলাদের জন্য উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন কর্মসূচি	২০০৪ - ২০০৫	২৯.১০	এএআরডিও
১০৩	অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প	২০০৪ - ২০০৫	৬৪.৭৯	জাইকা
১০৪	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	২০০৫ -২০০৯	১৯৫০.৮০	জিওবি
১০৫	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি	২০০৫ -২০০৯	২৫০০.০০	জিওবি
১০৬	অংশীদারিত্বমূলক লিংক মডেল গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-২	২০০৫ - ২০১০	১৯৫০.৮০	জাইকা
১০৭	সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)	২০০৭ - ২০০৯	৯৫০.৮০	জিওবি
১০৮	দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান ও সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	২০০৭ - ২০০৯	২৮.০০	এএআরডিও
১০৯	উত্তরাঞ্চলের হত দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উহদকনিক) - ১ম পর্যায়	২০০৭ - ২০১১	২৪৭৮.৪৩	জিওবি
১১০	আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প-২	২০০৭ - ২০১৭	৯৭৪.০০	জিওবি
১১১	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স (পরিচালনা পর্যায়)	২০০৯ -২০১৩	৪৯০০.০০	জিওবি
১১২	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নের উপর টিএ কর্মসূচি, ভালুকা, ময়মনসিংহ ও পীরগঞ্জ, রংপুর।	২০১০ - ২০১১	১৩.৫০	জিওবি, কৈকা
১১৩	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ	২০১১-২০১৬	৬০৯৩.১৩	জিওবি
১১৪	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-২য় পর্যায়	২০০৯-২০১৫	২৪২৪.৪০৯	জিওবি
১১৫	সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প	২০১৩-২০১৫	১৯৮৩.০৬	জিওবি ও কেএসএস
১১৬	ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলিহুড প্রজেক্ট কুড়িগ্রাম (আইডিএএল)	২০১২-২০১৬	২০৪৩.৭৫	জিওবি
১১৭	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপো)	২০১২-২০১৮	১৫৭৩৪.০০	জিওবি
১১৮	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) ২য় পর্যায়	২০১২-২০১৮	৫৬৯৫১.০০	জিওবি ও ইউবিসিসিএ

২৫. বিআরডিবি'র গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর

২৫.১ সদরদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের টেলিফোন নম্বর (পিএবিএক্স এর জন্য +৮৮০-২-৮১৮০০৩০ থেকে ৮১৮০০৩৪)

ক্রঃ নং	পদবী	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন	ইমেইল
মহাপরিচালকের দপ্তর					
১	মহাপরিচালক	৮১৮০০০২	১০১		dg@brdb.gov.bd/dgbrdb@gmail.com
২	মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব		১০২	০১৯৯১১৩২১০০	psdg@brdb.gov.bd
৩	উপপরিচালক (পিআরসি)	৮১৮০০১৮	১০৩	০১৯৯১১৩২০৪০	ddprc@brdb.gov.bd
প্রশাসন বিভাগ					
৪	পরিচালক (প্রশাসন)	৮১৮০০০৪	১০৪	০১৯৯১১৩২০০১	dradmn@brdb.gov.bd
৫	যুগ্মপরিচালক (প্রশাসন)	৮১৮০০০৯	১১৩	০১৯৯১১৩২০০৭	jdadmn@brdb.gov.bd
৬	উপপরিচালক (প্রশাসন)	৮১৮০০১৭	১১৪	০১৯৯১১৩২০১৭	ddadmin@brdb.gov.bd
৭	উপপরিচালক (প্রশাসন-২)	৮১৮০০২১	১০৭	০১৯৯১১৩২০১৮	ddadmn2@brdb.gov.bd
অর্থ বিভাগ					
৮	পরিচালক (অর্থ)	৮১৮০০০৫	১২৪	০১৯৯১১৩২০০২	drfinance@brdb.gov.bd
৯	যুগ্মপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	৮১৮০০১১	১২৫	০১৯৯১১৩২০০৮	jdfinance@brdb.gov.bd
১০	যুগ্মপরিচালক (নিরীক্ষা ও পরিদর্শন)	৮১৮০০১৫	১৫২	০১৯৯১১৩২০০৯	jdaudit@brdb.gov.bd
১১	উপপরিচালক (হিসাব)	৮১৮০০২৪	১২৭	০১৯৯১১৩২০১৯	ddaccts@brdb.gov.bd
১২	উপপরিচালক (বাজেট)	৮১৮০০২২	১২৮	০১৯৯১১৩২০২০	ddbudget@brdb.gov.bd
১৩	উপপরিচালক (নিরীক্ষা)	৮১৮০০২৬	১৫৯	০১৯৯১১৩২০২১	ddaudit@brdb.gov.bd
১৪	উপপরিচালক (পরিদর্শন)	৮১৮৯৬৯৯	১৫৮	০১৯৯১১৩২০২২	ddinspect@brdb.gov.bd
সরেজমিন বিভাগ					
১৫	পরিচালক (সরেজমিন)	৮১৮০০০৬	১৫৭	০১৯৯১১৩২০০৩	drfs@brdb.gov.bd.
১৬	যুগ্মপরিচালক (সিসিএম)	৮১৮০০১৩	১৬৫	০১৯৯১১৩২০১১	jdccm@brdb.gov.bd
১৭	যুগ্মপরিচালক (সম্প্রসারণ ও বিশেষ প্রকল্প)	৮১৮০০১২	১১৭	০১৯৯১১৩২০১০	jdesp@brdb.gov.bd
১৮	যুগ্মপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন)	৮১৮০০১৬	১৪২	০১৯৯১১৩২০	jdwdev@brdb.gov.bd
১৯	উপপরিচালক (ঋণ)	৮১৮০০২৩	১১৫	০১৯৯১১৩২০২৯	ddcredit@brdb.gov.bd
২০	উপপরিচালক (সমবায়)	৮১৮০০২৯	১৬৮	০১৯৯১১৩২০২৩	ddcoop@brdb.gov.bd
২১	উপপরিচালক (মার্কেটিং)	৮১৮৯৬৯৮	১৩০	০১৯৯১১৩২০৩০	ddmarketing@brdb.gov.bd
২২	উপপরিচালক (সেচ)	৮১৮০১৩২	১৬০	০১৯৯১১৩২০২৮	ddirrigation@brdb.gov.bd
২৩	উপপরিচালক (সম্প্রসারণ)	৮১৮৯৭৫১	১৬৬	০১৯৯১১৩২০২৪	ddextension@brdb.gov.bd
২৪	উপপরিচালক (বিঃ প্রকল্প)	৮১৮৯৭৫০	১৩১	০১৯৯১১৩২০২৫	ddspproject@brdb.gov.bd
২৫	উপপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন)	৮১৮০০২৭	১৩৮	০১৯৯১১৩২০২৬	ddwdevelop1@brdb.gov.bd
২৬	উপপরিচালক (মহিলা উন্নয়ন-২)	৫৫০১৩২৫৯	১৪০	০১৯৯১১৩২০২৭	ddwdevelop2@brdb.gov.bd
পরিকল্পনা বিভাগ					
২৭	পরিচালক (পরিকল্পনা)	৮১৮০০০৭	১৩৭	০১৯৯১১৩২০০৪	drplan@brdb.gov.bd.
২৮	যুগ্মপরিচালক (আরইএম)	৮১৮০০১৪	১৩৫	০১৯৯১১৩২০১৩	jdrem@brdb.gov.bd
২৯	যুগ্মপরিচালক(পরিকল্পনা)	৮১৮০০১০	১৩৯	০১৯৯১১৩২০১২	jdconst@brdb.gov.bd
৩০	উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	৮১৮০০২০	১২৯	০১৯৯১১৩২০৩৪	ddplan@brdb.gov.bd
৩১	উপপরিচালক	৮১৮৯৬৯৭	১৩৬	০১৯৯১১৩২০৩৩	ddevalu@brdb.gov.bd

	(গবেষণা ও মূল্যায়ন)				
৩২	উপপরিচালক (পরিবীক্ষণ)	৮১৮০০১৯	১৪১	০১৯৯১১৩২০৩২	ddmonitor@brdb.gov.bd
৩৩	উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং)	৮১৮০০২৫	১৪৩	০১৯৯১১৩২০৩১	ddprog@brdb.gov.bd
প্রশিক্ষণ বিভাগ					
৩৪	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৮১৮০০০৮	১৪৯	০১৯৯১১৩২০০৫	drtraining@brdb.gov.bd
৩৫	উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)	৮১৮৯৫০৯	১৫০	০১৯৯১১৩২০৩৫	ddtraining@brdb.gov.bd

২৫.২

ক্রঃনং	পদবী	টেলিফোন	পিএবিএক্স	মোবাইল ফোন	ইমেইল
১	প্রকল্প পরিচালক (পপ্রপ্র)	৮১৮০০৪৪	১২৬	০১৯২২৬৪৪৮৫৮	
২	প্রকল্প পরিচালক (পজীপ)	৮১৮০০৩৭	১১২	০১৯৩১৯৯৯৭৭৭	pdrlp2brdb@gmail.com
৩	উপপ্রকল্প পরিচালক (পজীপ, প্রশাসন)	৮১৮০০৩৬	১২২	০১৯৩১৯৯৯৬০০	
৪	উপপ্রকল্প পরিচালক (পজীপ, অর্থ)	৮১৮০০৩৬	১২৩	০১৯৩১৯৯৯৯০৭	
৫	আঞ্চলিক পরিচালক (পজীপ, ঢাকা)	৮১৮০০৩৮	১৫৬	০১৯৩১৯৯৯২৮৬	rpddhaka@gmail.com
৬	আঞ্চলিক পরিচালক (পজীপ, চট্টগ্রাম)	০৩১৬৭১৯৪৮		০১৯৩১৯৯৯৩১৮	rpdrlpctg@gmail.com
৭	আঞ্চলিক পরিচালক (পজীপ, রাজশাহী)	০৭২১৭৭৪৫৩৮		০১৯৩১৯৯৯২৮৬	
৮	আঞ্চলিক পরিচালক (পজীপ, সিলেট)	০৮২১-২৮৭০৪৭৫		০১৯৩১৯৯৯৩১১	rdofficerlp2sylhet@gmail.com
৯	আঞ্চলিক পরিচালক (পজীপ, যশোর)	০৪২১৬৪১৩৮		০১৯৩১৯৯৯২৯৬	rdrlp2jess@gmail.com
১০	প্রকল্প পরিচালক (পদাবিক)	৮১৮০০৩৫	১০৫	০১৯৫৯৯২৬৬৬৬	info@rpapbrdb.gov.bd
১১	উপপরিচালক (পদাবিক)	৮১৮০০৩৫	১০৯	০১৯৯১১৩২০৪৭	
১২	প্রকল্প পরিচালক (পিআরডিপি-৩)	৮১৮০০৪৬	১৫১	০১৭০৮৫১৫১৭১	prdp3.brdb@yahoo.com
১৩	উপপরিচালক (পিআরডিপি-৩)	৮১৮০০৪০	১৭৮	০১৯৯১১৩২০৪৫	
১৪	প্রকল্প পরিচালক (উহদকনিক, রংপুর)	০৫২১৫৫৩৪৮		০১৭৫০৯৯৩৯৮৩	pduhdkonik@gmail.com
১৫	উপপ্রকল্প পরিচালক (উহদকনিক)	৮১৮০০৪৭	১৯২	০১৭১১১৪৮৪৫৫	saruarbrdb@gmail.com
১৬	নির্বাহী পরিচালক (পিইপি, ফরিদপুর)	০৬৩১৬৪৫৯৮		০১৭১৮৩৪২৩১৪	pepf@btcl.net.bd
১৭	প্রকল্প পরিচালক (ইরেসপো)	৮১৮০১৪৪	১৮৮	০১৯৫৫৫০৯৫৫৫	iresppwad@gmail.com
১৮	উপপ্রকল্প পরিচালক (ইরেসপো)	৮১৮০১৪৩	১৯১	০১৯৫৫৫০৯৫০৩	

২৫.৩ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের টেলিফোন নম্বর

ক্রঃ নং	পদবী	টেলিফোন	মোবাইল ফোন	ইমেইল
১	পরিচালক, বিআরডিটিআই	০৮২১-২৮৭০৪৭০	০১৯৯১১৩২০০৬	drbrdti@brdb.gov.bd
২	যুগ্মপরিচালক, বিআরডিটিআই	০৮২১-২৮৭০২২১	০১৯৯১১৩২০১৫	ddnrdtc@gmail.com
৩	এনআরডিটিসি, নোয়াখালী	০৩২১৬১০৫৬		ddnrdtc@gmail.com
৪	মহিলা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাঙ্গাইল	০৯২১৬৩৬৯৭	০১৯৯১১৩৩৭২১	lmtctangail@yahoo.com

২৫.৪ জেলার উপপরিচালক বৃন্দের টেলিফোন নম্বর

ক্রঃ নং	জেলার নাম	দাপ্তরিক ফোন	মোবাইল নম্বর	ই-মেইল
১	পঞ্চগড়	০৫৬৮৬১৩৪২	০১৯৯১১৩২১-০১	ddpanchagar@brdb.gov.bd
২	ঠাকুরগাঁও	০১৭১৯০২৬৮৬৯	০১৯৯১১৩২১-০২	ddthakurgaon@brdb.gov.bd
৩	দিনাজপুর	০৫৩১৬৩২৭৪	০১৯৯১১৩২১-০৩	dddinajpur@brdb.gov.bd
৪	নীলফামারী	০৫৫১৬১৬১৩	০১৯৯১১৩২১-০৪	ddnilphamari@brdb.gov.bd
৫	লালমনিরহাট	০৫৯১৬১৪৯৩	০১৯৯১১৩২১-০৫	ddlalmonirhat@brdb.gov.bd
৬	কুড়িগ্রাম	০৫৮১৬১৬৪৩	০১৯৯১১৩২১-০৭	ddkurigram@brdb.gov.bd
৭	রংপুর	০৫২১৬৫৬২৮	০১৯৯১১৩২১-০৬	ddrangpur@brdb.gov.bd
৮	গাইবান্ধা	০৫৪১৬১২৯৮	০১৯৯১১৩২১-০৮	ddgaibanda@brdb.gov.bd
৯	জয়পুরহাট	০৫৭১৬২৬১৮	০১৯৯১১৩২১-০৯	ddjoypurhat@brdb.gov.bd
১০	বগুড়া	০৫১৬৬৩৫৫	০১৯৯১১৩২১-১০	ddbogra@brdb.gov.bd
১১	সিরাজগঞ্জ	০৭৫১-৬২৬৪৯	০১৯৯১১৩২১-১৫	ddsirajgonj@brdb.gov.bd
১২	পাবনা	০৭৩১৬৬৫৭৪	০১৯৯১১৩২১-১৬	ddpabna@brdb.gov.bd
১৩	নাটোর	০৭৭১৬২৬১৯	০১৯৯১১৩২১-১২	ddnator@brdb.gov.bd
১৪	নওগাঁ	০৭৪১৬২৪০০	০১৯৯১১৩২১-১১	ddnaogaon@brdb.gov.bd
১৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০৭৮১৫২০৯৪	০১৯৯১১৩২১-১৩	ddcngonj@brdb.gov.bd
১৬	রাজশাহী	০৭২১৬১৩০	০১৯৯১১৩২১-১৪	ddrajshahi@brdb.gov.bd
১৭	কুষ্টিয়া	০৭১৬২৪৮৬	০১৯৯১১৩২১-১৭	ddkushtia@brdb.gov.bd
১৮	মেহেরপুর		০১৯৯১১৩২১-১৮	ddmeherpur@brdb.gov.bd
১৯	চুয়াডাঙ্গা	০৭৬১৮১১২৭	০১৯৯১১৩২১-১৯	ddchuadanga@brdb.gov.bd
২০	ঝিনাইদহ	০৪৫১৬২১৮৫	০১৯৯১১৩২১-২০	ddjhenaidha@brdb.gov.bd
২১	মাগুরা	০৪৮৮৫১২১২	০১৯৯১১৩২১-২১	ddmagura@brdb.gov.bd
২২	যশোর	০৪২১৬৫৮১৮	০১৯৯১১৩২১-২৩	ddjessore@brdb.gov.bd
২৩	নড়াইল	০৪৮১৬২৪৯৮	০১৯৯১১৩২১-২২	ddnarail@brdb.gov.bd
২৪	সাতক্ষীরা	০৪৭১৬৩৮৬৪	০১৯৯১১৩২১-২৪	ddsatkhira@brdb.gov.bd
২৫	খুলনা	০৪১৭২৩১৬৯	০১৯৯১১৩২১-২৫	ddkhulna@brdb.gov.bd
২৬	বাগেরহাট	০৪৬৮৬২৫৭৯	০১৯৯১১৩২১-২৬	ddbagerhat@brdb.gov.bd
২৭	বরগুনা	০৪৪৮৬২৫৫৫	০১৯৯১১৩২১-৩২	ddborguna@brdb.gov.bd
২৮	পটুয়াখালী	০৪৪১৬২৩৮৪	০১৯৯১১৩২১-৩১	ddpatuakhali@brdb.gov.bd
২৯	ভোলা	০৪৯১৬১৬৪৩	০১৯৯১১৩২১-৩০	ddbhola@brdb.gov.bd
৩০	বরিশাল	০৪৩১২১৭৬০৮৯	০১৯৯১১৩২১-২৯	ddbarisal@brdb.gov.bd
৩১	ঝালকাঠি	০৪৯৮৬২৬৪২	০১৯৯১১৩২১-২৮	ddjhalokati@brdb.gov.bd
৩২	পিরোজপুর	০৪৬১৬২৬৯৬	০১৯৯১১৩২১-২৭	ddpirojpur@brdb.gov.bd
৩৩	গোপালগঞ্জ	০২৬৬৮৫৬০১	০১৯৯১১৩২১-৪৭	ddgopalgonj@brdb.gov.bd
৩৪	মাদারীপুর	০৬৬১৬১৪৫০	০১৯৯১১৩২১-৪৮	ddmadaripur@brdb.gov.bd
৩৫	শরীয়তপুর	০৬০১৬১৪২৬	০১৯৯১১৩২১-৪৯	ddShariatpur@brdb.gov.bd
৩৬	ফরিদপুর	০৬৩১৬২৬৬২	০১৯৯১১৩২১-৪৫	ddfaridpur@brdb.gov.bd
৩৭	রাজবাড়ি	০৬৪১৬৫৩৮৯	০১৯৯১১৩২১-৪৬	ddrajbari@brdb.gov.bd
৩৮	মানিকগঞ্জ	০২৭৭১০৪২৯	০১৯৯১১৩২১-৩৯	ddmanikgonj@brdb.gov.bd
৩৯	ঢাকা	৭৪৫৪০৪৮	০১৯৯১১৩২১-৪০	dddhaka@brdb.gov.bd
৪০	মুন্সিগঞ্জ	০২৭৬১১২৩১	০১৯৯১১৩২১-৪৪	ddmunshigonj@brdb.gov.bd
৪১	নারায়নগঞ্জ	৭৬৯১১৬৪	০১৯৯১১৩২১-৪৩	ddnarayangonj@brdb.gov.bd
৪২	নরসিংদী	০২৯৪৬২৪৫০	০১৯৯১১৩২১-৪২	ddnarsingdi@brdb.gov.bd
৪৩	গাজীপুর	০২৯২৬১৬৩৬	০১৯৯১১৩২১-৪১	ddgazipur@brdb.gov.bd
৪৪	টাঙ্গাইল	০৯২১৬৪০৪৩	০১৯৯১১৩২১-৩৭	ddtangail@brdb.gov.bd

৪৫	জামালপুর	০৯৮১৬২৩২৫	০১৯৯১১৩২১-৩৬	ddjamalpur@brdb.gov.bd
৪৬	শেরপুর	০৯৩১৬১৬৫৪	০১৯৯১১৩২১-৩৫	ddsherpur@brdb.gov.bd
৪৭	ময়মনসিংহ	০৯১৬৭২০৩	০১৯৯১১৩২১-৩৪	ddmymensingh@brdb.gov.bd
৪৮	কিশোরগঞ্জ	০৯৪১৬১৮২৩	০১৯৯১১৩২১-৩৮	ddkishoreganj@brdb.gov.bd
৪৯	*নেত্রকোনা*	০৯৫১-৬১৮৭৪	০১৯৯১১৩২১-৩৩	ddnetrokona@brdb.gov.bd
৫০	সুনামগঞ্জ	০৮৭১৬৩৪৭২	০১৯৯১১৩২১-৫০	ddsunamganj@brdb.gov.bd
৫১	সিলেট	০৮২১২৮৭০৪৭৬	০১৯৯১১৩২১-৫১	ddsylhet@brdb.gov.bd
৫২	মৌলভীবাজার	০৮৬১৫৩০৮৪	০১৯৯১১৩২১-৫২	ddmbazar@brdb.gov.bd
৫৩	হবিগঞ্জ	০৮৩১৬৩৪৪৩	০১৯৯১১৩২১-৫৩	ddhabigonj@brdb.gov.bd
৫৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০৮৫১৫৮২৪৭	০১৯৯১১৩২১-৫৪	ddbbaria@brdb.gov.bd
৫৫	কুমিল্লা	০৮১৭৬১১২	০১৯৯১১৩২১-৫৫	ddcomilla@brdb.gov.bd
৫৬	চাঁদপুর	০৮৪১৬৩৫৬৭	০১৯৯১১৩২১-৫৬	ddchandpur@brdb.gov.bd
৫৭	নোয়াখালী	০৩২১৬২২৪১	০১৯৯১১৩২১-৫৮	ddnoakhali@brdb.gov.bd
৫৮	লক্ষীপুর	০৩৮১-৬২১৩৪	০১৯৯১১৩২১-৫৭	@brdb.gov.bd
৫৯	ফেনী	০৩৩১৬১০৯৯	০১৯৯১১৩২১-৫৯	ddfeni@brdb.gov.bd
৬০	চট্টগ্রাম	০৩১৬৭০৬৯০	০১৯৯১১৩২১-৬০	ddchittagong@brdb.gov.bd
৬১	কক্সবাজার	০৩৪১-৬৩৫১৫	০১৯৯১১৩২১-৬১	ddcoxsbazar@brdb.gov.bd
৬২	বান্দরবান	০৩৬১৬২৩১৬	০১৯৯১১৩২১-৬৪	ddbban@brdb.gov.bd
৬৩	রাঙ্গামাটি	০৩৫১৬২১৪০	০১৯৯১১৩২১-৬৩	ddrangamati@brdb.gov.bd
৬৪	খাগড়াছড়ি	০৩৭১৬১৮৬৫	০১৯৯১১৩২১-৬২	ddkchari@brdb.gov.bd

বিআরডিটিআই ক্যাম্পাস পরিদর্শনে আরডিসিডি'র সচিব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার ও বিআরডিবি'র মহাপরিচালক মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার। সাথে রয়েছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক, বার্ড, কুমিল্লার মহাপরিচালক, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের পরিচালক এবং বিআরডিবি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ (৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)

২৬. জাতীয় দিবসের ছবি

অন্যান্য কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

মহাপরিচালক, বিআরডিবি কর্তৃক গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন।

২৭. বিআরডিবি'র কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

বিগত ০১ জানুয়ারী, ২০১৯ খ্রি. মহাপরিচালক বিআরডিবি'র কর্তৃক স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী কে বিআরডিবি'র পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

মহাপরিচালক, বিআরডিবি কর্তৃক উদকনিক প্রকল্পভুক্ত উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্যের স্টল পরিদর্শন/৩০ মার্চ, ২০১৯ খ্রি.

পল্লী প্রগতি কর্মসূচিভুক্ত সুফলভোগিদের আইজিএ ভিত্তিক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিচালক (সরেজমিন) জনাব মোঃ মাহমুদুল হোসাইন খান/ সিংগাইর উপজেলা, মানিকগঞ্জ।

পোড়াপাড়া মহিলা দলের উঠান বৈঠক, গাংণী, মেহেরপুর

৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা/২০১৮, সাটুরিয়া উপজেলা, মানিকগঞ্জে বিআরডিবি'র সুফলভোগিদের মাঝে ঋণ সহায়তা প্রদান।

পিআরডিপি-৩ প্রকল্পের আওতায় ৪৫০ ফুট রাস্তায় ইটের সলিংকরণ, বেতকা ইউনিয়ন, টংগীবাড়ি, মুন্সিগঞ্জ